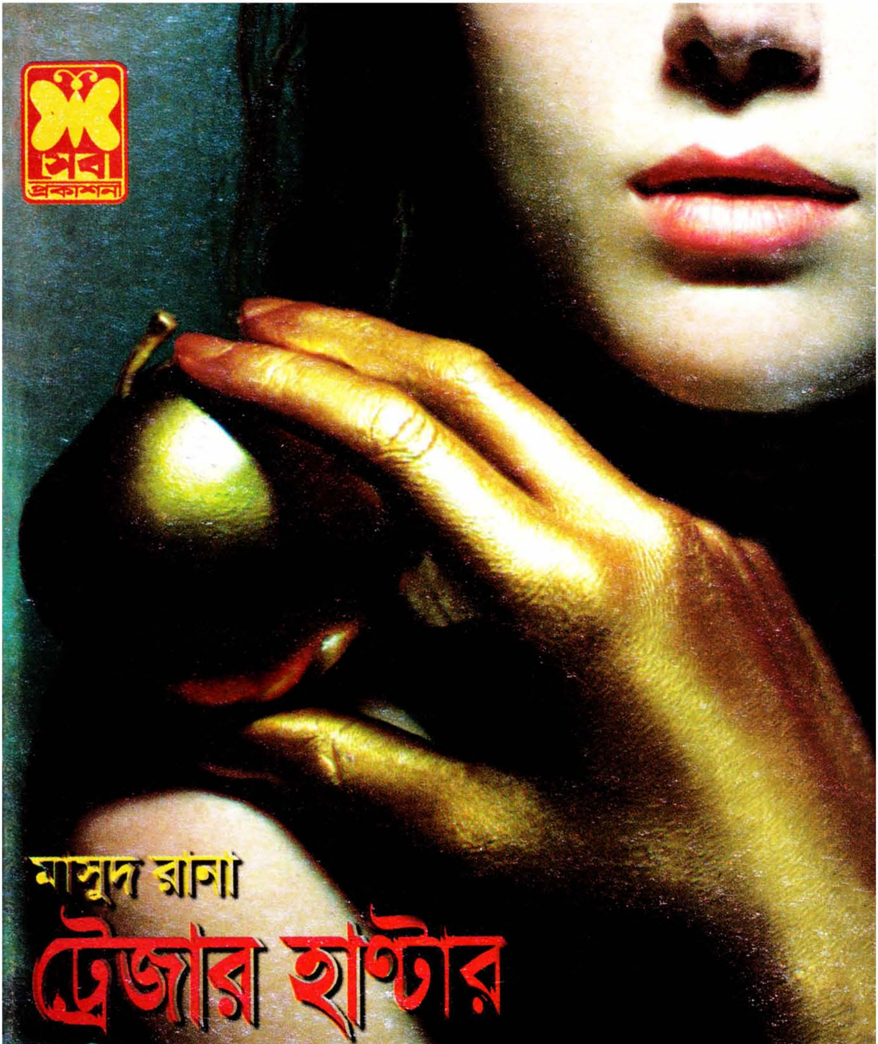
সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
ট্রেজার হান্টার
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২২

ট্রেজার হান্টার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7422-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-422
TREASURE HUNTER
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনা

উননব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না রবার্তো। ইংল্যাণ্ডের এস্টেটে মাসুদ রানা ও ড. রেমি হ্যাডলিকে আটকে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বসের বিরাগভাজন হয়েছিল সে। শাস্তি হিসেবে বডিগার্ড থেকে ডিমোশন দিয়ে তাকে গাড়ির এসকর্ট বানিয়ে দিয়েছিল মায়া লরেঞ্জো, পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্রাসেলসে। মিউনিখে পৌঁছুবার পরেও মায়ার সঙ্গে গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের ভিতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি, বরং গাড়ির সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে নেমে আসতে হয়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং গ্যারাজে। কিন্তু এখানেই যে ভুল শোধরাবার সুযোগ পেয়ে যাবে, কে ভেবেছিল! কপাল আর কাকে বলে... নিজে থেকেই ওর কাছে এসে ধরা দিয়েছে রানা!

বিএমডব্লিউ-র পিছনের সিটে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল রবার্তো, টিণ্টেড গ্লাসের কারণে ওকে দেখতে পায়নি বাঙালি ছোকরা, গাড়ির দরজা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খুটখাট আওয়াজ শুনে তন্দ্রা টুটে গিয়েছিল রবার্তোর, চোখ পিটপিট করতেই দেখতে পেয়েছে রানাকে। চমকে গেলেও ভুল করেনি কোনও। পিছনের সিটে ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল। রানা গাড়ির ভিতরে শরীর ঢোকাতেই পিস্তল বের করে এনেছে সে, ঠেকিয়েছে ওর কপালের পাশে।

মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে রানা। মনে মনে গাল দিচ্ছে

নিজেকে। আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তা হলে এই বিপদে পড়ত না।

'নড়বেন না, সেনিয়র রানা,' বলল রবার্তো। পিস্তলটা ওর কপালের পাশ থেকে সরাল একটু, তারপর সাবধানে মুক্ত হাতে খুলে ফেলল পিছনের একটা দরজা। বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। অস্ত্রটা সারাক্ষণ তাক করে রাখল রানার দিকে।

'বেরোন,' নির্দেশ দিল রবার্তো। 'সাবধান, কোনও চালাকি নয়। হাতদুটো যেন উপরদিকে থাকে।'

ধীরে ধীরে গাড়ির ভিতর থেকে শরীর বের করল রানা। হ্যাণ্ডস্ আপ ভঙ্গিতে লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল রবার্তো। ডায়াল করল মায়ার ডানহাত নিরো-র নাম্বারে, সে এখন বসের সঙ্গেই আছে।

'সি?' রিং হতেই বলে উঠল নিরো।

'নিরো, বসের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে,' বলল রবার্তো। জলদি ওঁকে নিয়ে গ্যারাজে এসো।'

'বস্ এখন ব্যস্ত, রবার্তো।'

'তা হলে লুকা-কে নিয়ে তুমিই এসো। কথা দিচ্ছি, তোমরাও চমকে যাবে!'

'ধ্যাত্তেরি! কী হয়েছে বলবে তো!'

'উঁহুঁ। নিজের চোখে দেখে যাও। বললাম তো, সারপ্রাইজ আছে আমার কাছে!'

'চুপ করে বসে থাকো, রবার্তো। এখানকার কাজ শেষ হলে আসছি আমরা।'

'না, না! এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। ব্যাটা কখন কী করে বসে...'

'কার কথা বলছ?'

'আরে... সেটা দেখাবার জন্যই তো ডাকছি তোমাদেরকে।

প্লিজ, তাড়াতাড়ি এসো। বাইরের স্লটে পার্কিং টিকেট না ঢোকালে এখান থেকে বেরুতে পারছি না আমি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমরা। কিন্তু ব্যাপারটা যদি ভাঁওতা হয়...'

'আগে এসো তো!' বিরক্তি প্রকাশ করে লাইন কেটে দিল রবার্তো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। 'অ্যাই! কী করছ?'

ফোনে কথা বলতে গিয়ে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল লোকটা, সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে রানা। ছোঁ মেরে গাড়ির ছাতের উপর রাখা ভারী ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল ও, মুগুরের মত ওটা চালাল রবার্তোর কবজিতে। ককিয়ে উঠল ইটালিয়ান গুণ্ডা, কবজির হাড় ভেঙে গেছে, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। আহত জায়গাটা অন্যহাতে চেপে ধরল ইন্সটিঙ্কটের বশে। পিছিয়ে গেল দু'পা।

ফ্ল্যাশলাইট উঁচু করে তার দিকে এগোল রানা, চাঁদিতে একটা ঘা বসাতে চায়। মরিয়ার মত একটা লাথি ছুঁড়ল রবার্তো, রানার বুকে লাগল সেই লাথি। পিছনদিকে ছিটকে গেল ও, গার্ডার টপকে উল্টে পড়ল গ্যারাজের পাশের খোপে। সোজা হতেই রবার্তোকে পকেট থেকে একটা সুইচব্লেড নাইফ বের করতে দেখল, খুট করে বেরিয়ে এল ওটার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ফলা।

বাঘের মত তার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল রানা। ধাক্কা খেয়ে বিএমডব্লিউ-র গায়ে আছড়ে পড়ল রবার্তো। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ছুরি চালাল রানার পেট লক্ষ্য করে। একটু সরে গিয়ে আঘাতটা এড়াল রানা। পরমুহূর্তে ছোবল মারল, খপ্ করে ধরে ফেলল কবজি, মোচড় দিয়ে একটানে তুলে আনল হাতটা রবার্তোর পিঠের উপর... প্রায় ঘাড়ের কাছাকাছি।

তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ইটালিয়ান গুণ্ডা, গা-ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করতে চাইল নিজেকে, কিন্তু একচুল আলগা হলো না রানার বজ্রমুষ্টি। কবজি ভেঙে যাওয়ায় অন্য হাতটাও ব্যবহার করতে

পারছে না রবার্তো। অগত্যা মুঠো আলগা করে ছেড়ে দিল হাতের ছুরি। ঝন-ঝন শব্দে পড়ল সেটা মেঝেতে।

ইটালিয়ান গুণ্ডার মাথার চুল মুঠো করে ধরল রানা, চাপ দিয়ে তাকে কুঁজো হতে বাধ্য করল, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে দিল গাড়ির দিকে। সাইড-উইণ্ডোর কাঁচ ভেঙে সবেগে বিএমডব্লিউ-র ভিতরে ঢুকে গেল রবার্তোর মাথা। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। টান দিয়ে তাকে মেঝের উপর এনে ফেলল রানা। গায়ে লাথি মেরে নিশ্চিত হলো—সত্যিই বেহুঁশ হয়ে গেছে, না কি অভিনয় করছে।

দম ফিরে পাবার জন্য কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর কুড়িয়ে নিল মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা। পিস্তল কোথায় পড়েছে কে জানে, দেখা গেল না। ওটা খোঁজার জন্য সময়ও নষ্ট করল না রানা—এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। রেমির পক্ষে আর বেশিক্ষণ লবির গার্ডের নজর ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। লোকটা সিকিউরিটি ক্যামেরার মনিটরের দিকে তাকালেই সর্বনাশ!

দ্রুত রবার্তোর শরীরতল্লাশি করল রানা। আর কোনও অস্ত্র নেই; তবে পাসপোর্ট, ওয়ালেট আর চাবির রিং পাওয়া গেল। রিঙে দুটো স্পেয়ার চাবি রয়েছে—একটা বিএমডব্লিউ-র, অন্যটা ফেরারির। খুশি হয়ে উঠল ও। চাবি পাওয়ায় ভাল হয়েছে। ফেরারি-তে যদি তল্লাশি চালাতে হয়, তা হলে আর তালা ভাঙার প্রয়োজন পড়বে না।

চাবিদুটো পকেটে ভরে সেলফোন বের করল রানা। বিএমডব্লিউ-র ট্রাঙ্কের দিকে এগোতে এগোতে ডায়াল করল বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ডের কাছে।

'কাজ শেষ?' ডিসপ্লে-তে ওর নাম্বার দেখে সরাসরি জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'না,' বলল রানা। 'মায়ার এক স্যাঙ্গাতের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গিয়েছিল... ওকে ঘুম পাড়াতে হলো।'

'কী সর্বনাশ! গ্যারাজে একজনকে রেখে গিয়েছিল ও?'

রানা বুঝতে পারছে, মুরল্যাণ্ড নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে ব্যাপারটা ধরতে না পারায়। যদিও ওর কোনও দোষ নেই; কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ির ভিতরে কেউ বসে থাকলে রাস্তার ওপারের ক্যাফে থেকে সেটা বোঝা অসম্ভব।

'রিল্যাক্স, আমার কিছু হয়নি,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে জ্ঞান হারাবার আগে দোস্তদেরকে ফোন করেছিল লোকটা। ওরা নীচে নেমে আসছে। বিকল্প এগজিট স্ট্র্যাটেজি দরকার আমাদের। রেমিকে বলো, জলদি লবি থেকে কেটে পড়তে। নইলে ধরা পড়ে যাবে।'

'যাশ্ শালা! ওরা অলরেডি লবিতে পৌঁছে গেছে!'

'দেখো কী করা যায়। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।'

ফোন পকেটে রেখে দিয়ে বিএমডব্লিউ-র পিছনে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকল রানা। ধাক্কা দিয়ে একটু সামনে ঠেলে দিল গাড়িটাকে। ঠিকমত দাঁড়াবার জায়গা পেলে ট্রাঙ্কের ডালা উঁচু করল। ভিতরে মায়া ও তার সঙ্গীদের লাগেজ রাখা হয়েছে—ছোট-বড় পাঁচটা ব্যাগ। ওগুলোরই কোনও একটা ভিতরে আছে জিয়োলেব—আন্দাজ করল ও। দেয়াল আর গাড়ির মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে একে একে সবগুলোই ট্রাঙ্ক থেকে বের করতে শুরু করল ও। শেষ ব্যাগটা মাত্র নামিয়েছে, এমন সময় গাড়ির ভিতরে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর।

রবার্তো!

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ইটালিয়ান গুণ্ডা, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েছে বিএমডব্লিউ-র ভিতরে। ত্রস্ত হাতে গ্লাভবক্স খুলে বের করে আনল আরেকটা পিস্তল। পরক্ষণে গাড়ির পিছনের উইণ্ডশিল্ড

চৌচির করে রানার দিকে ছুটে এল তপ্ত বুলেট। কানে তালা লেগে গেল গুলির আওয়াজে।

ঝট্ করে বসে পড়ল রানা, শরীর লুকাল বাম্পারের পিছনে। খেদোক্তি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। লোকটা মানুষ, না গণ্ডার? সাংঘাতিক আহত হয়েছিল...তারপরেও এত দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেল কীভাবে? ওর দিকে নজর না রেখে মস্ত ভুল করেছে রানা। এখন সে-ভুল শোধরানোর উপায় নেই।

পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে রবার্তো। উইণ্ডশিল্ড বাদ দিয়ে এখন ব্যাকসিট আর চেসিস ফুটো করছে—যেভাবেই হোক শত্রুর গায়ে একটা গুলি লাগাতে চায়। রানার দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে আসতেই প্রমাদ গুনল ও। গাড়ির ঠুনকো শরীর গুলি ঠেকাতে পারছে না, যে-কোনও মুহূর্তে ঘায়েল হবে ও। পাল্টা আক্রমণের উপায় নেই, অস্ত্র বলতে স্রেফ রবার্তোর ছুরিটা রয়েছে ওর কাছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে ওটা অচল।

মেঝের উপর উপুড় হয়ে যেতে শুরু করল রানা, আর তখুনি চেসিস ভেদ করে বেরিয়ে আসা একটা একটা বুলেট নাগাল পেয়ে গেল ওর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা, বাম হাতের বাইসেপে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শোয়া অবস্থাতেই হাত ঠেকাল ক্ষতে। কপাল ভাল, মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। ক্ষতের ভিতরে আটকে নেই। শার্টের তলা থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে বাইসেপ বেঁধে ফেলল ও।

এখনও চলছে গুলি। রাগে, দুঃখে উন্মাদ হয়ে গেছে রবার্তো, প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। গাড়ির গ্লাভবক্সে শুধু বাড়তি পিস্তল নয়, যথেষ্ট অ্যামিউনিশনও নিয়ে এসেছিল সে; সব খরচ করছে এখন রানাকে খতম করবার জন্য। হতাশা অনুভব করল রানা—এতক্ষণে গুলির শব্দ বাইরের লোকে শুনে ফেলেছে কি না কে জানে। গ্যারাজটা সাউণ্ডপ্রুফ কি না তাও জানা নেই ওর।

-উণ্ডপ্রুফ হলেও লাভ নেই। সিকিউরিটি ক্যামেরায় নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে গোলাগুলির দৃশ্য। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও।

ম্যাগাজিন বদলাবার জন্য রবার্তো একটু বিরতি নিতেই ঝট্ করে উঠে বসল রানা। পিঠ ঠেকাল বিএমডব্লিউ-র রিয়ার-এণ্ডে, পা ভাঁজ করে ঠেকাল গ্যারাজের দেয়ালে। সর্বশক্তিতে গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করল ও। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগে বাড়ল বিএমডব্লিউ। রানার পা পুরোপুরি সোজা হতেই খোপের কিনার অতিক্রম করল ওটার সামনের দুই চাকা। পিছলাতে শুরু করল গাড়িটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বেরিয়ে গেল খোপ থেকে, তারপরেই প্রায় খাড়া হয়ে খসে পড়ল গ্যারাজের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে। গাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল রবার্তোর আর্তনাদ।

পঞ্চাশ ফুট নীচে, গ্যারাজের কংক্রিটের মেঝেতে উল্টে পড়ল বিএমডব্লিউ। বিকট আওয়াজ হলো সংঘর্ষের। উঠে গিয়ে খোপের কিনার থেকে উঁকি দিল রানা। মরা তেলাপোকার মত দেখাচ্ছে গাড়িটাকে। ছাতের উপর ভর দিয়ে পড়েছে, থেঁতলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাঙা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রবার্তোর রক্তাক্ত দেহের একাংশ—পটল তুলেছে সে। পরক্ষণে দপ করে গাড়ির আণ্ডারক্যারিজে জ্বলে উঠল আগুন। কালো ধোঁয়া পাক খেতে শুরু করল গ্যারাজের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে বেজে উঠল অটোমেটিক ফায়ার অ্যালার্ম।

প্রমাদ গুনল রানা। চুপিসারে কাজ সারতে চেয়েছিল... তা আর হলো না। এমন সময় অ্যালার্মের চিৎকার ছাপিয়ে উপর থেকে ভেসে এল ভারী যান্ত্রিক গুঞ্জন। এগজিট বে থেকে নেমে আসছে খালি প্ল্যাটফর্ম। নিশ্চয়ই রবার্তোর সঙ্গীরা পার্কিং টিকেট জমা দিয়েছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের কণ্ট্রোল প্যানেলে। বিএমডব্লিউ-কে তুলে নেবার জন্য আসছে প্ল্যাটফর্মটা। সবগুলো ব্যাগ নিয়ে

তাড়াতাড়ি পাশের খোপে চলে গেল ও। বিএমডব্লিউ-র শূন্য খোপটার সামনে এসে থামল প্ল্যাটফর্ম। মেঝের পিছন দিক উঁচু হয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে প্ল্যাটফর্ম আবার উঠে গেল উপরে।

দ্রুত হাতে সবগুলো ব্যাগ তল্লাশি করল রানা। ভিতর থেকে বের করে আনল কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে সবকিছু। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, জিয়োলেবটা নেই! একটাই অর্থ এর—জিনিসটা রয়ে গেছে ফেরারিতে!

আবারও যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এল। নেমে আসছে এগজিট বে-র প্ল্যাটফর্ম। ওকে পেরিয়ে নেমে গেল নীচে। এবার ফেরারি-টাকে তুলে আনতে চলেছে ওটা। দাঁতে দাঁত পিষল রানা। যান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মের আগে গাড়িটার কাছে পৌঁছুবার কোনও উপায় নেই ওর। মই বেয়ে নামতে অনেক সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া শুধু গাড়ির কাছে পৌঁছুলেই চলছে না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে। বের করে আনতে হবে জিয়োলেব। কিছুতেই আর সেটা সম্ভব নয়।

সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভজকট হয়ে গেছে ওর!

দুই

গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারের লবিতে... রিসেপশনে দাঁড়িয়ে আছে রেমি। আলাপ জুড়ে দিয়েছে

গার্ডের সঙ্গে। টুরিস্ট সেজেছে ও, যেন ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না। রেন্টাল কারের গ্লাভবক্সে পাওয়া ম্যাপ নিয়ে হাজির হয়েছে গার্ডের সামনে, ভাঙা ভাঙা জার্মানে জানতে চাইছে দিকনির্দেশ।

ইউনিফর্ম পরা গার্ডের নাম ম্যাথিয়াস; বয়সে তরুণ, খুব বেশিদিন হয়নি লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছে। রেমির মত সুন্দরীকে দেখামাত্র মন গলে গেছে তার, দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওকে সাহায্য করতে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে রেমি, যাতে ওর মুখোমুখি হতে গেলে গার্ডের পিঠ চলে যায় সিকিউরিটি ক্যামেরার মনিটরের দিকে। কৌশলটা বেশ কাজে দিয়েছে। প্রথম পনেরো মিনিটে একবারও ক্যামেরা ফিডের দিকে তাকায়নি ম্যাথিয়াস।

হঠাৎ মৃদু ভাইব্রেট করে উঠল রেমির সেলফোন। মুরল্যাণ্ড মেসেজ পাঠিয়েছে:

উল্টো ঘুরবেন না। আপনার ঠিক পিছন দিয়ে যাচ্ছে মায়ার দু'জন লোক।

জমে গেল রেমি। পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সত্যিই ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছিল ও। ওর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে ম্যাথিয়াস জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা, *ফ্রাউলাইন?*'

'না, না...' তাড়াতাড়ি বলল রেমি। 'তেমন কিছু না।'

'পানি-টানি দেব? চাইলে কাউণ্টারের এপাশে এসে বসতে পারেন।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই...'

কথা শেষ হলো না রেমির। তার আগেই বিকট এক সংঘর্ষের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা বিল্ডিং। চমকে উঠে মনিটরের দিকে তাকাল রেমি, সঙ্গে সঙ্গে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। গ্যারাজের তলায় আছড়ে পড়েছে একটা গাড়ি—বিএমডব্লিউ সেডান। মায়ার বডিগার্ডরা যেটায় চড়ে এসেছিল... সেটাই। গ্যারাজের নীচে

পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ভিতরে কেউ আছে কি নেই, বোঝা যাচ্ছে না। গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, মনিটরের দিকে তাকায়নি, ফলে জানে না কী ঘটেছে ওখানে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফাঁকা একটা খোপের কিনারে দেখতে পেল রানার পরিচিত অবয়ব। করছে কী লোকটা?

বিকট আওয়াজে ম্যাথিয়াসও থমকে গেছে। কথা বলে তার মনোযোগ ফেরাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাল রেমি, লাভ হলো না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারস্বরে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, গার্ড স্টেশনের প্যানেলে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল লাল বাতি। ঝট্ করে সেদিকে তাকাল ম্যাথিয়াস, আঁতকে উঠল।

'মাইন গট!' মাতৃভাষায় ঈশ্বরকে ডেকে উঠল তরুণ গার্ড। সবকিছু ভুলে ছিটকে বেরিয়ে এল কাউণ্টারের পিছন থেকে, পড়িমরি করে ছুটল গ্যারাজের দিকে। রেমির ডাক কানেই তুলল না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেমি। চারদিক থেকে ভেসে আসছে হাঁকডাক। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল। বুঝতে পারল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি পা বাড়াল লবির দরজার দিকে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই এলিভেটরের দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেল ও। শুনতে পেল মায়া লরেঞ্জোর পরিচিত কণ্ঠ।

তড়িৎগতিতে উল্টো ঘুরল রেমি। একছুটে চলে এল সিকিউরিটি গার্ডের কাউণ্টারের পিছনে। বসে পড়ল মেঝেতে। উঁকি দিয়ে দেখল, এক বডিগার্ডকে নিয়ে গ্যারাজের দিকে ছুটে যাচ্ছে মায়া। গালাগাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে সঙ্গীর।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। ফাঁদে পড়ে গেছে। কাঁচে ঘেরা লবিটায় আড়াল বলতে কিছু নেই। কাউণ্টারের পিছন থেকে

বেরুলেই ওকে দেখে ফেলবে শত্রুরা। কোথাও যাবার উপায় নেই ওর।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে, বিএমডব্লিউ-র শূন্য খোপে দাঁড়িয়ে আছে রানা। মাথায় চিন্তার ঝড়। ইতিমধ্যে খালি প্ল্যাটফর্মটা নেমে গেছে নীচে, খোপ থেকে বের করে আনছে মায়ার ফেরারি। এখুনি উঠে আসবে। গাড়িটায় পৌঁছুনোর একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে ও—সেটাই করবে বলে ঠিক করল। পিছিয়ে গেল পায়ে পায়ে, খোপের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে বের করল সেলফোন। ডায়াল করল মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে।

'পেয়েছ?' ফোন ধরেই জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'পেয়ে যাব, চিন্তা কোরো না,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'উপরের খবর বলো।'

'দুঃসংবাদ, বন্ধু, ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরে বসেছ। ডাইনি মায়া তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জমায়েত হয়েছে গ্যারাজের এণ্ট্রান্সে। কীভাবে বের হবে বলে ভাবছ?'

'রাস্তা তো ওই একটাই। রেমি কোথায়?'

'লবিতে আটকা পড়েছে। ওকে বের করে আনার কোনও পথ দেখছি না।'

'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। ওকে শুধু বলো রেডি থাকতে। আমাকে দেখামাত্র যেন লবির দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।'

'কী যেন আমাকে বলছ না তুমি,' অভিযোগের সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আস্তিনের ভিতর কোনও জাদু লুকিয়ে রেখেছ?'

হাসল রানা। 'তেমন কিছু না। দেখলেই বুঝতে পারবে। বাই দ্য ওয়ে, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। গোলমাল কমলে সাবধানে কেটে পড়বে, ঠিক আছে? কোথায় আবার দেখা করব,

সেটা ফোনে জানাব।'

'ঠিক হ্যায়। তুমিও সাবধানে থেকো।' লাইন কেটে দিল মুরল্যাণ্ড।

প্ল্যাটফর্ম উঠে আসছে, ফেরারির ছাত দেখতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটে গেল সামনে। খোপের কিনারে পৌঁছে প্রাণপণে ঝাঁপ দিল সামনে। লাফটা নিখুঁত হলো, প্ল্যাটফর্ম আর খোপের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সহজেই পেরিয়ে গেল ও; তারপরেই ঘটল বিপত্তি।

ধড়াম করে ফেরারির বনেটের উপর আছড়ে পড়ল রানা। ব্যালান্স রাখতে পারল না, শরীর গড়িয়ে গেল গাড়ির মসৃণ-ঢালু শরীর বেয়ে। চোখের পলকে প্ল্যাটফর্মের সারফেসে পড়ল, সেখান থেকে দেহটা ছিটকে গেল বাইরে। পাগলের মত দু'হাত ছুঁড়ল রানা, ডান হাতে ঠেকল প্ল্যাটফর্মের কিনার, খামচে ধরল ওটা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়ল শরীর। গ্যারাজের তলা থেকে ষাট ফুট উঁচুতে এখন পেণ্ডুলামের মত দুলছে ও।

টনটন করে উঠল বাইসেপ আর পেক্টোরাল মাসল্। যেন ছ্যাঁকা দেয়া হচ্ছে পেশিতে। শরীরের ওজনের কাছে হার মানতে চাইল... চাইল ছিঁড়ে পড়তে। হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা, জোর করে কয়েক ইঞ্চি তুলে আনল নিজেকে। তারপর বাম হাত তুলে ধরে ফেলল প্ল্যাটফর্মের কিনারা। দু'হাতে ওজন ভাগাভাগি করাতে পারায় স্থির হলো শরীর।

অস্থির হলো না রানা। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষা করল একটু। এরপর দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে এল প্ল্যাটফর্মের উপরে। উঠেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁপছে সারা শরীর, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে ও। আরেকটু হলেই...

তড়াক করে উঠে বসল রানা—এখন বিশ্রামের সময় নয়। এগজিট বে-র কাছাকাছি চলে এসেছে প্ল্যাটফর্ম। ত্রস্ত হাতে

পকেট থেকে চাবির রিং বের করল—যেটা রবার্তোকে তল্লাশি করে পেয়েছিল। ফেরারির স্পেয়ার কি আছে ওটায়। দ্রুত দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন।

গাড়ির পুরো কাঠামো মৃদু ঝাঁকি খেলে সামনে তাকাল রানা। এগজিট বে-তে ঢুকে পড়েছে প্ল্যাটফর্ম, থমকে দাঁড়িয়েছে। গুঞ্জন করে দু'পাশে সরে গেল যান্ত্রিক দরজা, দেখা গেল বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাট একটা ভিড়। ভিড়ের সামনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি আর কেউ নয়, মায়া লরেঞ্জো।

রানাকেও দেখতে পেয়েছে মায়া। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল তার। কয়েক মুহূর্ত এক হয়ে থাকল দু'জনের দৃষ্টি। তারপরেই মায়া চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও ওকে!'

হুকুম তামিল করবার জন্য এগিয়ে এল তিন বডিগার্ড, কোটের ভিতর থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, ফেরারির পিছনের দুই চাকা ঘুরতে শুরু করল প্রচণ্ড বেগে, প্ল্যাটফর্মের সারফেসে ঘষা খেয়ে তুলল রাবার পোড়া কালো ধোঁয়া। ব্রেক রিলিজ করতেই ছিটকে সামনে এগোল গাড়িটা।

লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ফেরারির গতিপথ থেকে সরে গেল তিন বডিগার্ড। মায়াও সরে গেছে। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল গাড়ি। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ওটাকে রাস্তায় নামিয়ে আনল রানা। লবির এণ্ট্রান্সের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল। ঝুঁকে খুলে ফেলল প্যাসেঞ্জার সাইডের ডোর।

কাঁচের ওপারে রেমিকে দেখতে পাচ্ছে ও। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মেয়েটা। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল পেভমেণ্টে। সেখান থেকে প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল গাড়ির ভিতরে।

‘দরজা আটকাও,’ চেঁচিয়ে উঠল রানা। ‘সিটবেল্ট বাঁধো।’

রিয়ারভিউ মিররে তাকাল ও। হৈ চৈ করতে করতে গ্যারাজের এণ্ট্রান্স ধরে বেরিয়ে এসেছে মায়া ও তার সঙ্গীরা। পিস্তল তুলে গুলি করল নিরো। ফেরারির রিয়ার-এণ্ডে ঠক করে বিঁধল গুলিটা।

গিয়ার দিয়ে আবারও অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা। ছুট লাগাল ফেরারি।

‘ধরো ওকে!’ চেঁচাচ্ছে মায়া। ‘পালাতে দিয়ো না!’

‘কীভাবে?’ বোকা বোকা গলায় বলল লুকা। ‘আমাদের সঙ্গে কোনও গাড়ি নেই!’

‘আছে,’ বলল মায়া। গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের পাশে গাড়ির শো-রুমটা চোখে পড়েছে ওর। ট্রাকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে সামনে, আনলোড করছে নতুন গাড়ি। এ-মুহূর্তে হলুদ রঙের একটা *ল্যাম্বোর্গিনি* আর কুচকুচে কালো আরেকটা *পাগানি যোণ্ডা* ঢোকানো হচ্ছে শো-রুমে। ‘ওই তো!’

পিস্তল উঁচিয়ে শো-রুমের দিকে ছুটে গেল ওরা। টেনে-হিঁচড়ে গাড়িদুটোর ড্রাইভিং সিট থেকে নামিয়ে আনল শো-রুমের দুই কর্মচারীকে। নিজেরা দখল করল তাদের জায়গা। যোণ্ডায় উঠল মায়া আর নিরো, ল্যাম্বোর্গিনি-তে লুকা এবং তৃতীয় বডিগার্ড... তার নাম স্তেফান।

‘তোমাদের মালিককে বোলো, গাড়িদুটো মায়া লরেঞ্জো নিয়ে গেছে,’ খোলা জানালা দিয়ে শো-রুমের হতভম্ব কর্মচারীদের উদ্দেশে চেঁচাল মায়া। তারপরেই গিয়ার দিয়ে সবেগে ছুটল ফেরারি যেদিকে গেছে সেইদিকে। তাকে অনুসরণ করল লুকা আর স্তেফানের ল্যাম্বোর্গিনি।

ক্যাফের জানালায় বসে দৃশ্যটা নীরবে প্রত্যক্ষ করল মুরল্যাণ্ড। তারপর নিঃশব্দে উঠে পড়ল ওখান থেকে।

তিন

রিয়ারভিউ মিররে কালো যোণ্ডা আর হলুদ ল্যাম্বোর্গিনি-কে উদয় হতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা—বিপদ মোটেও কাটেনি। ওর পিছু নিয়েছে শত্রুপক্ষ। ঝকঝকে দুটো গাড়ি, লাইসেন্স প্লেট নেই; অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না, কোত্থেকে ওগুলো জোগাড় করেছে মায়া। বড্ড একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে, পর পর দু'বার রানাকে হাত ফসকে পালাতে দেবার পাত্রী নয়।

সুবিধামত কোনও জায়গা খুঁজে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যাবে বলে ভেবেছিল রানা, মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে এরপর চলে যাবার ইচ্ছে ছিল মিউনিখের *ইউ-বান* সাবওয়ে-তে। সেখান থেকে পাতাল রেল ধরে যে-কোনও দিকে উধাও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার আধিক্যের কারণে স্পিড তুলতে পারেনি; ফলে শত্রুরা সুযোগ পেয়ে গেছে কাছাকাছি পৌঁছুবার। ও আর রেমি নিরস্ত্র, কাজেই গাড়ি ছেড়ে পদব্রজে কোথাও পৌঁছুবার চেষ্টা করাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। পুলিশের কাছেও যাওয়া চলে না—গ্রেইডেলের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে যা ঘটিয়ে এসেছে, তাতে মোটেই আইনের সহানুভূতি আশা করা যায় না। বরং ওকে ধরতে পারলে সোজা জেলে পুরে দেবে পুলিশ।

'ওহ্ গড!' হঠাৎ বলে উঠল রেমি। 'তুমি তো দেখছি আহত!'

রানার বাম হাতের উপর নজর পড়েছে ওর। শার্ট ছিঁড়ে বানানো ব্যাণ্ডেজে খুব একটা কাজ হয়নি। ক্ষত থেকে চুইয়ে বেরুচ্ছে রক্ত, ভিজে গেছে শার্টের হাতা।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা। উত্তেজনায় আঘাতটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। রেমি মনে করিয়ে দেয়ায় টনটন করে উঠল এখন হাত।

'ও কিছু না,' ব্যথা অগ্রাহ্য করে বলল ও। 'সামান্য ইনজুরি... শীঘ্রি সেরে যাবে।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে গুলি খেয়েছ। আর কোথাও লেগেছে?'

'নাহ্।'

'কী ঘটেছে গ্যারাজে, বলবে আমাকে? সিকিউরিটি ক্যামেরায় মায়ার আরেকটা গাড়ি উল্টে পড়ে থাকতে দেখেছি। কী হয়েছিল?'

'একটু ঝামেলার মধ্যে পড়েছিলাম। গাড়ির ভেতর শুয়ে রবার্তো ওখানে পাহারা দিচ্ছিল।'

'রবার্তো? মানে এস্টেটের সেই বডিগার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

জবাব দিল না রানা। সামনে কিছুটা ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। অ্যাকসেলারেটর চেপে গতি খানিকটা বাড়াল ও। দুটো গাড়িকে ওভারটেক করে চলে গেল সামনে। বাঁয়ে একটা সাইডরোড দেখা যাচ্ছে, টার্ন করল ওখানে। রাস্তার মুখে বড় একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল—*স্টেইনডর্ফস্ট্রাস।* নদীর পার ঘেঁষে এগিয়েছে এই রাস্তা। গাড়ির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গতি আরও বাড়াল রানা। পিছনের গাড়িদুটোর সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে চায়।

'জিয়োলেবটা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সামনের বুটে থাকার কথা,' জানাল রানা।

'যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'এখনও ঠিক করিনি। আগে পিছনের জোঁকদুটোকে খসিয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখব কোথায় যাওয়া যায়।'

শহরের সংকীর্ণ রাস্তা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, বুঝতে পারছে রানা। যানজটের কবলে পড়লে সর্বনাশের বাকি থাকবে না।

নীল রঙের একটা নিয়ন সাইন চোখে পড়ল—তাতে হাইওয়ে ওভারপাসের প্রতীক। তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে: *৯৫।* ওদিকেই অটোবান। দুনিয়ার একমাত্র ফ্রিওয়ে, যেখানে কোনও স্পিড লিমিট নেই। চকিতে রিয়ারভিউ মিরর দেখে নিল রানা—ল্যাম্বোর্গিনি আর যোণ্ডা যথারীতি লেগে রয়েছে পিছনে। শহরের ভিতরে ওগুলোকে পিছে ফেলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তবে ফ্রিওয়ে পেলে একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল রানা, রেমির হাতে তুলে দিল। 'ববিকে ফোন করো। বলবে একটা গাড়ি ম্যানেজ করে এদিকে আসতে।'

'ও আমাদের নাগাল পাবে না,' বলল রেমি।

'সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওকে শুধু বলো, আমরা *অটোবান নাইণ্টি ফাইভ*-এ উঠছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডায়াল করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেমি। রানা মন দিল ড্রাইভিঙে। সামনে ইণ্টারসেকশন। লাল আলো জ্বলে উঠেছে, কিন্তু পরোয়া করল না। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। টায়ার আর অ্যাসফল্টের মাঝে তীব্র আওয়াজ তুলে গাড়িকে নিয়ে গেল বামদিকের রাস্তায়। পিছনে ব্রেক কষার বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা গেল, সঠিক দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছিল, ওটা শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়েছে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য। খেপে গিয়ে

গাড়ির চালক গালাগালের তুবড়ি ছোটাল, তবে রানা তা শুনতে পেল না, কল্পনা করে নিল।

রিয়ারভিউ মিররে আবারও চোখ বোলাল রানা। ইন্টারসেকশনে পৌঁছে গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে ধাওয়াকারীরা, তবে থামেনি। পেভমেন্টের উপরে গাড়ির একপাশের চাকা তুলে দিয়ে তীক্ষ্ণ টার্ন নিয়েছে, তারপর ফিরে এসেছে ড্রাইভিং লেনে। হাল ছাড়ার পাত্রী নয় মায়া। খুব একটা পিছিয়েও পড়েনি।

ফেরারির ফিউয়েল গজ দেখল রানা। আধ ট্যাঙ্ক ফিউয়েল আছে। মায়া সম্ভবত ব্রাসেলস থেকে রওনা হবার আগে ট্যাঙ্ক পুরো করে নিয়েছিল। গজটা দেখামাত্র একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। সময়... স্রেফ সময় ব্যয় করতে হবে ওকে, তা হলেই হারিয়ে দিতে পারবে ধাওয়াকারীদের। পিছনের গাড়িদুটো ডেলিভারি দেয়া হচ্ছিল শো-রুমে, কাজেই ওগুলোর ট্যাঙ্কে খুব ফিউয়েল সামান্যই থাকার কথা। অটোবানে উঠে যদি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামানো যায় ওগুলোকে, হাই-স্পিডে রাক্ষসের মত ফিউয়েল খাবে ইঞ্জিনদুটো। ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবে অল্পক্ষণেই। ওই সময়টুকু টিকে থাকতে পারলেই হয়।

সেলফোনে মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা বলছে রেমি। '...রানা ড্রাইভ করছে... আপনি কোথায়? রাস্তায়? থ্যাঙ্ক গড!' রানার দিকে ফিরল ও। 'ববি আমাদের অডি-টা গ্যারাজ থেকে বের করতে পেরেছেন। উনি বের হবার পর পরই ওখানে পুলিশ হাজির হয়েছে। বললেন শো-রুম থেকে দুটো গাড়ি হাইজ্যাক করে আমাদের পিছু নিয়েছে মায়া।'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'আর কিছু?'

'ল্যাম্বোর্গিনিতে দু'জন বডিগার্ড উঠেছে, তৃতীয় বডিগার্ডকে নিয়ে যোণ্ডায় উঠেছে মায়া। ওকে খুব খ্যাপা মনে হয়েছে ববির কাছে।'

'স্বাভাবিক,' হালকা গলায় বলল রানা। 'শখের ফেরারি চুরি হয়ে গেলে আমিও খেপতাম।'

সেলফোন আবার কানে ঠেকাল রেমি। মুরল্যাণ্ডকে জানাল, 'আমরা অটোবান নাইণ্টি ফাইভে উঠছি।' ওপাশ থেকে প্রশ্ন শুনে পুনরাবৃত্তি করল রানার উদ্দেশে, 'ববি তোমার প্ল্যান জানতে চাইছেন।'

'আপাতত পিঠটান দেব বলে ঠিক করেছি,' বলল রানা। 'ওকে সাউথ অটোবান ধরে এগোতে বলো। পরে আবার যোগাযোগ করব।'

কথা শেষ করেই রাস্তা বদলাল ও। ই-৫৪ হাইওয়ে ধরে ছুটল ফেরারি, এটাই অটোবানে গিয়ে মিশেছে। এদিকটায় প্রচুর গাড়ি, অনেক চেষ্টা করেও আশি মাইলের উপরে স্পিড তুলতে পারল না রানা। যানবাহনের ভিড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল গাড়ি। ওর পাগলাটে ড্রাইভিং দেখে বিরক্ত হলো আশপাশের চালকেরা। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল নানা ধরনের কটূক্তি।

পিছনে ঘন ঘন হর্নের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ক্রমশ জোরালো হচ্ছে সেই আওয়াজ। তারমানে মায়া ও তার সঙ্গীরাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করছে সামনে এগোবার জন্য। ধীরে ধীরে কমছে শিকার ও শিকারির মধ্যকার দূরত্ব।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাটল কয়েক মিনিট, তারপরেই দেখা গেল একটা সাইনবোর্ড—অটোবান-৯৫ আর মাত্র এক কিলোমিটার।

বাঁয়ে অটোবানে ওঠার র‍্যাম্পওয়ে, দ্রুত মোড় নিল রানা, চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যানজট বললে ভুল হয় না, লম্বা এক লাইন পড়েছে অটোবানের এণ্ট্রান্সে। শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে গাড়িগুলো, না থেমে উপায় নেই।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'এখন কী করবে?'

'হোল্ড অন!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা। ঝট্ করে একদিকে ঘোরাল স্টিয়ারিং।

এক লাফে গাড়ির সারির পিছন থেকে বেরিয়ে এল ফেরারি, ডানদিকের দুই চাকা নেমে গেল মাটিতে। প্রায় স্থির হয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ওটাকে ছোটাল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, অন্যান্য গাড়ির আরোহীদের চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। পরোয়া করল না ও।

রাস্তার ধারের মাটি মসৃণ নয়, ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে ফেরারি। সিটবেল্ট চেপে বসল রানা আর রেমির শরীরে। খানিক পরেই অবশ্য কমে গেল ঝাঁকুনি, অটোবানের সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে ওরা। বিশাল এক ট্রাক মোড় ঘুরছে ওখানে, পিছনে নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করছে পরের গাড়িটা। ফাঁকের মধ্যে ফেরারিকে ঢুকিয়ে দিল ও। কোনাকুনিভাবে পার হলো জায়গাটা, তারপর ঘুরতে থাকা ট্রাকের সামনে দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পুরোপুরি সফল হলো না রানা। ব্রেক চেপে ধরেছিল ট্রাকের ড্রাইভার, কিন্তু তারপরেও স্কিড করে ওটা আলতো একটা ঢুস মারল ফেরারির পিছনের কোনায়। লাটিমের মত ঘুরে গেল ফেরারি, চাকা ঘষটে সোজা চলে গেল ফ্রিওয়ের ঠিক মাঝখানে। দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তখুনি ভেসে এল হর্নের বিকট আওয়াজ। মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই চমকে উঠল রানা। একটা এসইউভি ছুটে আসছে রাস্তা ধরে, আঘাত হানতে চলেছে ফেরারির গায়ে।

চিৎকার করে উঠল রেমি। ত্রস্ত হাতে গিয়ার বদলাল রানা, ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়নি বলে। দ্রুত গাড়িকে পিছিয়ে এনে এসইউভি-র পথ থেকে সরে গেল। ব্রেক কষে ওদের ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়াল এসইউভি। দরজা

খুলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল ড্রাইভার।

রানার সেদিকে মনোযোগ নেই। ল্যাম্বোর্গিনি আর যোঙা এসে পড়েছে। ট্রাককে পাশ কাটিয়ে অটোবানে উঠে আসছে গাড়িদুটো। ফেরারির অ্যাকসেলারেটর চাপল ও; এসইউভি এবং ওটার ড্রাইভারকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে এল ড্রাইভিং লেনে। ছুটল পাগলের মত। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে ওর পিছনে চলে এল ল্যাম্বোর্গিনি আর যোঙা। শুরু হলো দৌড় প্রতিযোগিতা। দেখতে দেখতে স্পিডোমিটারের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি চলে গেল কাঁটা। জানালার দু'পাশের দৃশ্য এখন ঘোলা, কিছুই আলাদা করা যাচ্ছে না। তাই বলে বিপদ কাটল না।

মনে মনে ভাগ্যকে গালি দিল রানা। ছোট্ট দুর্ঘটনায় মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে, ওদেরকে নাগালে পেয়ে গেছে ধাওয়াকারী গাড়িদুটো। প্রতিপক্ষের ফিউয়েল খতম করে দেবার যে-প্ল্যান এঁটেছিল, তা মাঠে মারা পড়েছে। ফেরারির তুলনায় ল্যাম্বোর্গিনি বা যোঙা কোনও অংশে কম নয়। পাল্লা দিয়ে ছুটছে ওগুলো। কমিয়ে আনছে শেষ ব্যবধানটুকু। ফিউয়েল শেষ হবার আগেই ধরে ফেলবে ওদেরকে।

কয়েক মিনিট পরেই শুরু হলো গুলিবর্ষণ—রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে ওদের উদ্দেশে ফায়ার ওপেন করেছে প্রতিপক্ষ। ফেরারির রিয়ার-এণ্ডে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধতে শুরু করল একটার পর একটা গুলি, রিয়ার উইণ্ডো আর টেইল-লাইট চুরমার হয়ে গেল, একটা বুলেট রানার মাথার উপর দিয়ে ছাদ ভেদ করে চলে গেল। কিন্তু ও নির্বিকার, গুলি শুধু ফিউয়েল-ট্যাঙ্কে না লাগলেই হলো।

'মাথা নামিয়ে রাখো,' রেমিকে বলল ও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল মেয়েটা।

আরেকটা গুলি ঢুকে পড়ল গাড়ির ভিতরে, সামনের দু'সিটের মাঝখান দিয়ে গেল ওটা, বেরুল ফ্রন্ট-উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে।

সিটের উপর একটু নিচু হয়ে গেল রানা, শত্রুদের কাছ থেকে টার্গেট-মাস্ ছোট করে আনতে চায়। অবশ্য এই পজিশনও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। চেসিস ভেদ করে ভারী বুলেট চলে আসতে পারে ওর পিঠ পর্যন্ত। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে, ফেরারির টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে শত্রুরা—থামাতে চাইছে ওদের।

পুরোপুরি না হলেও ওদের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হলো। গুলির আঘাত এড়াবার জন্য এঁকে-বেঁকে ছুটছে রানা। কিছুটা হলেও কমে গেছে গতি। ফেরারির পাশে চলে এল ল্যাম্বোর্গিনি। জানালায় লুকার মুখ দেখা গেল, হাতে পিস্তল। রানাকে ইশারা করল গাড়ি থামাতে, নইলে গুলি করবে।

অস্থির হলো না রানা। রেমিকে বলল, 'গ্লাভবক্সটা খোলো। দেখো কী আছে।'

বক্সের ডালা খুলতেই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির। একটা নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে ভিতরে। ওর হতভম্ব গলায় বলল, 'এটা কোত্থেকে এল? তুমি জানতে, এখানে পিস্তল আছে?'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'আন্দাজ করেছি। বিএমডব্লিউ-র গ্লাভবক্সে একটা পিস্তল ছিল... তাই ভাবলাম এখানেও থাকতে পারে। গাড়ির ভিতরে স্পেয়ার ফায়ার-আর্মস রাখাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দাও ওটা আমাকে।'

রানার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে লুকা। পিস্তল তাক করে গুলি চালাল... তবে রানা বা রেমির উদ্দেশে নয়, ফেরারির ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। হুড ফুটো করে ঢুকে গেল পর পর চারটে বুলেট।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশ থেকে ধাক্কা দিল ল্যাম্বোর্গিনিকে। ওটার ড্রাইভার স্তেফানও এদিকে স্টিয়ারিং

ঘুরিয়েছে—পাল্টা ধাক্কা দিল। বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের। বিপরীতমুখী গাড়িগুলোর জানালায় বিস্মিত মুখ দেখতে পেল রানা, অবাক হয়ে কাণ্ডটা দেখছে... পুলিশ-টুলিশে খবর দেবে নিশ্চয়ই।

কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল দুটো গাড়িই, কেউ কাউকে রাস্তা থেকে ঠেলে সরাতে পারছে না। তবে একটু পরেই হার মানতে শুরু করল ফেরারি, শক্তিশালী ল্যাম্বোর্গিনি ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার বাইরে। হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশের গাড়ির উপর থেকে চাপ কমিয়ে আনল রানা, একই সঙ্গে ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে ঠেসে ধরল অ্যাকসেলারেটর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত আগে বাড়ল ফেরারি, চোখের পলকে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। লক্ষ্যস্থির করবার ঝামেলায় গেল না রানা, ঘাড়ও ফেরাল না, শুধু হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল ও—যেখানে উইণ্ডশিল্ড, সেখানটা আন্দাজ করে।

মাকড়সার জাল হয়ে গেল ল্যাম্বোর্গিনির কাঁচ। রানার মনে হলো, অস্পষ্ট একটা আর্তনাদও যেন শুনতে পেয়েছে। তবে বাতাসের গর্জনও হতে পারে। কয়েক মুহূর্ত টলোমলো করল গাড়িটা, তারপর পিছিয়ে পড়ল। পিছোবার সময় বাঁ দিকে সরে গিয়ে ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেলো। রাস্তার কিনারায় উঁচু হয়ে থাকা পাড়ে উঠতে শুরু করল ল্যাম্বোর্গিনি, দৃশ্যটা সাইডভিউ মিররে পরিষ্কার ধরা পড়ল রানার চোখে। পাড়ের কিনারায় এক সেকেণ্ড যেন স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, তারপরেই উল্টে গেল। পতনের বা সংঘর্ষের শব্দটা এতই অস্পষ্ট, কেউ যেন তুড়ি মারল। ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ফেরারি, বিধ্বস্ত গাড়িটা হারিয়ে গেল আয়না থেকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় পিছিয়ে পড়েছিল যোণ্ডা। তবে খুব শীঘ্রি চমক সামলে নিল মায়া, স্পিড বাড়িয়ে চলে এল রানাদের পিছনে। রিয়ার-এণ্ডে গুঁতো খেয়ে কেঁপে উঠল গোটা ফেরারির

চেসিস—পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে টালমাটাল করে দিতে চাইছে মায়া। ডানে-বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আর ব্রেক ব্যবহার করে স্থির রইল রানা। আবার ধাক্কা দেয়া হলো পিছন থেকে, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

'শান্ত থাকো,' রানা বলল। 'ওভাবে কিছুই করতে পারবে না ওরা।'

কার-ফাইটিঙে মায়া একদম আনাড়ি—বুঝতে পারছে ও। নইলে পিছন থেকে গুঁতো মারত না। এই আক্রমণে সামনের গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, দক্ষ ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণও হারায় না সহজে। ওর উচিত ছিল পাশে এসে আঘাত করা, তবে প্রথম গাড়িটার পরিণতি দেখে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়। মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ভড়কে দিতে পেরেছে মায়াকে, এবার আরেকটু কৌশল খাটানো যায়।

স্পিড বাড়াল ও, তারপর আচমকা ডানে কেটে চেপে ধরল ব্রেক। অ্যাসফল্টের উপর টায়ার পিছলানোর শব্দ হলো, অকস্মাৎ থেমে যাচ্ছে ফেরারি। ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পারেনি মায়া, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না... ফেরারিকে পিছনে ফেলে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল সামনে। এবার আবার অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, যোণ্ডার রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায় নিয়ে এল ফেরারিকে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুই গাড়ির জায়গা বদলে গেছে।

স্পিড বাড়িয়ে এগোল রানা, ফ্রন্ট বাম্পারের বাম প্রান্ত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল যোণ্ডার রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায়। হিসেব করা আঘাত—ব্যালান্স পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল গাড়িটার, লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল। একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরতেই মায়া ও তার বডিগার্ডের হতবিহ্বল চেহারা চোখে পড়ল রানার। হাত নেড়ে টা-টা করল ও, বিদায় সম্ভাষণটা ওরা দেখল কি না কে জানে; গাড়িটা তখনও ঘুরছে... একই সঙ্গে পিছলে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে।

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা, পিছনে মায়ার গাড়ি রাস্তার পাশের ঢালে বেকায়দা ভঙ্গিতে উঠে গেল। ল্যাম্বোর্গিনির মত উল্টে গেল না, তবে ভয়ানক এক কাশি দিয়ে নিথর হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'উঠে বসতে পারো,' রেমিকে বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেছে।'

ধীরে ধীরে সিটের উপর সিধে হলো রেমি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'সত্যি?'

'বিশ্বাস না হলে পিছনে তাকাও।'

এবার হাসি ফুটল রেমির ঠোঁটে। 'ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, জানো? এখন দেখছি সেটা একদমই উচিত হয়নি।'

'আমিও ভয় কম পাইনি,' বলল রানা।

'যাহ্! কী বলছ!'

'সত্যি!'

'তা হলে এতকিছু করলে কী করে?'

'ইনস্টিঙ্কট... আর ট্রেইনিং। আর কিছু না।'

একটা সাইনবোর্ড ভেসে উঠল সামনে—*অস্কার্ট*... মানে, এগজিট। দু'কিলোমিটার দূরে। লেন বদলাল রানা। খানিক পরেই একটা র‍্যাম্পওয়ে ধরে বেরিয়ে এল অটোবান থেকে। ফ্রিওয়ে-র সমান্তরালভাবে কাঁচা একটা রাস্তা গেছে, সেটা ধরে ফিরতি পথে চলল ও। সেলফোনে যোগাযোগ করল মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে। ঠিক করল রন্দিভু পয়েন্ট।

বিশ মিনিট পর একটা ডাইনারের সামনে পৌঁছুল ফেরারি। মুরল্যাণ্ড আরও আগেই পৌঁছেছে, পার্কিং লটে ওর অডির পাশে গিয়ে থামল রানা। ফেরারিটা এখানেই ফেলে যাবে। সন্দেহ নেই, গাড়িটা ফিরে পাবে মায়া; তবে মেরামতের কাজে মোটা অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যাবে দস্যুরানীর।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল রানা ও রেমি। অডির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুরল্যাণ্ড। ওদেরকে দেখে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঠাট্টা করল, 'এখনও আস্ত আছ দেখে খুশি হলাম।' তুবড়ে যাওয়া ফেরারির দিকে ইশারা করল। 'গাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে মাইনফিল্ডের মাঝ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছ!'

'মাইনফিল্ড না,' বলল রানা। 'রেসিং ট্র্যাক থেকে এলাম। মজাটা মিস করেছ তুমি।'

'থাক বাবা, অমন মজায় অংশ নেবার ইচ্ছে নেই আমার।' রানার রক্তাক্ত হাত চোখে পড়ল মুরল্যাণ্ডের। 'হাতে কী হয়েছে?'

'সিরিয়াস কিছু না। ভালমত ব্যাণ্ডেজ করে নিলেই চলবে।'

'হুম। যার জন্য এতকিছু, সেটা পেয়েছ তো? নাকি খামোকাই যুদ্ধ করে এলে?'

'দেখাই যাক।'

ফেরারির ফ্রন্ট এণ্ডের দিকে এগোল রানা, খুলে ফেলল হুডের তলার ট্রাঙ্ক। কালো একটা ব্যাগ দেখা গেল, ভিতরে হাত দিয়ে জিয়োলেবটা বের করে আনল ও। শেষ বিকেলের আলোয় চকচক করে উঠল রানার হাতে ধরা ডিভাইসটার ব্রোঞ্জ-শরীর।

'গ্রেট!' হাততালি দিয়ে উঠল রেমি। 'মিশন সাকসেসফুল।'

রানা ওর সঙ্গে একমত হতে পারছে না। জিয়োলেবটা বের করতে গিয়ে ধাতব আওয়াজ পেয়েছে ও, যেন ভিতরের কোনও কম্পোনেণ্ট আলগা হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে তুলতেই দেখতে পেল সমস্যাটা। মুখ কালো হয়ে গেল ওর।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

জিয়োলেবটা ওদের দিকে তুলে ধরল রানা। বিশাল একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে। লুকার গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে ডিভাইসটা!

চার

'কী বুঝছ? রিপেয়ার করতে পারবে?' অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। অনবরত পায়চারি করছে ও।

'আগে খুলতে তো দাও,' বলল রানা। 'তার আগে বলি কী করে?' টেবিলের উপরে ঝুঁকে জিয়োলেব ডিজঅ্যাসেম্বল করছে ও আর মুরল্যাণ্ড।

'সরি,' বিব্রত গলায় বলল রেমি। 'আমার আসলে খুব অস্থির লাগছে।'

'শান্ত হয়ে বসো। অস্থির হয়ে লাভ কী? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল টেবিলের অন্যপাশে।

রানা এজেন্সির মিউনিখ শাখার সেফহাউসে উঠেছে ওরা। এজেন্সির ডাক্তার এসে রানার হাতের ক্ষতের ড্রেসিং করেছে, ওষুধ দিয়েছে। বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া শেষে জিয়োলেব নিয়ে বসেছে তিনজনে।

রেমি চেয়ারে বসতেই বেজে উঠল রানার সেলফোন। ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে তিক্ততা ফুটল রানার চেহারায়। অ্যান্থনি গ্যারেটের নাম্বার। কল রিসিভ করে স্পিকার অন্ করল ও।

'ইয়েস?'

'কেমন আছ রানা?' কপট ভদ্রতা প্রকাশ করল গ্যারেট। 'খবর কী তোমাদের? সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'কাজ করে যাচ্ছি। এখনও সুখবর দেবার মত সময় আসেনি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো, মাই ফ্রেণ্ড। আর দু'দিন পরেই নেপলসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমাকে।'

তাড়ার কারণটা এখন জানে রানা। সোমবারে টানেলের এন্ট্রান্সের দখল পাবে মায়া, এরপর শুরু হবে তল্লাশি। গ্যারেট যদি তার আগেই ওখানে ঢুকতে না পারে, আর কোনোদিনই পারবে না। চিরতরে ছাড়তে হবে মাইডাস চেম্বারের আশা। রানাকে দেবার মত বাড়তি সময় তার হাতে, তারপরেও কোনও রকম প্রতিবাদ না করলে সেটা অস্বাভাবিক দেখাবে।

তাই রানা বলল, 'আরও সময় চাই আমাদের। রোববারের ভিতর কাজ শেষ করা অসম্ভব!'

'অসম্ভবকে সম্ভব করো, রানা,' কড়া গলায় বলল গ্যারেট। 'নইলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের জন্য কবর খুঁড়ে ফেলো।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ হয়ে গেল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, গ্যারেট। রোববারে নেপলসে আসব আমরা। কিন্তু কীভাবে অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেলকে আমাদের হাতে তুলে দেবে? আমার তো মনে হয় না ওদেরকে তুমি ইটালিতে নিয়ে আসছ।'

'বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই তোমার। রোববারে... ওয়াশিংটন সময় বিকেল তিনটায় লিঙ্কন মেমোরিয়ালে কাউকে থাকতে বোলো। ওখানেই পৌঁছে দেয়া হবে বন্দিদের। ফোনে ব্যাপারটা কনফার্ম করে নিতে পারবে তুমি। তখন নেপলসে বাজবে রাত ন'টা। পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতো-য় একটা আউটডোর কনসার্ট চলতে থাকবে। ওখানেই আমার সঙ্গে দেখা করবে

তোমরা—মানে, তুমি, ড. হ্যাডলি আর ববি মুরল্যাণ্ড।'

'উঁহুঁ। শুধু আমি দেখা করব।' বলল রানা।

'গোঁয়ার্তুমি কোরো না, রানা। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে। তোমাদের তিনজনকেই পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতো-য় চাই আমি। শুধু তা-ই নয়, আমাকে প্রমাণও দেখাতে হবে তোমাদের—আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান করতে পেরেছ কি না। তার আগে ছাড়া পাবে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেল হ্যাডলি।'

'আমার দিকটাও ভাবতে হবে তোমাকে,' রানা অনড়। 'কীভাবে বুঝব, ধাঁধার সমাধান পাওয়ামাত্র বেঈমানী করবে না তুমি? বোকার মত সবাই পা দেব তোমার ফাঁদে? অসম্ভব!'

'আমি কথা দিচ্ছি...' বলতে চাইল গ্যারেট।

'তোমার কথার ফুটো-কড়ি দামও দিই না আমি,' রূঢ়ভাবে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

থমকে গেল গ্যারেট। স্পিকারে তাকে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুনল রানা, সম্ভবত রাগ সামলাচ্ছে। খানিক পরে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'বেশ, ববি মুরল্যাণ্ডকে না আনলেও চলবে। কিন্তু তোমাকে আর ড. হ্যাডলিকে আমি চাই, রানা। ঠিক ন'টায়, পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর কনসার্টে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'কিন্তু ওখানে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব কীভাবে?'

'সময়মত ওখানে থেকো, বিস্তারিত নির্দেশ পরে জানতে পারবে।'

'হুম। আজকের ভিডিও কিন্তু এখনও পাইনি আমরা।'

'ইমেইল চেক করো।' বলে লাইন কেটে দিল গ্যারেট।

ল্যাপটপ খুলে ইমেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকল রানা। গত দু'দিনের মতই ভিডিও পাঠিয়েছে গ্যারেট। দুটো ফাইল—একটায়

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, অন্যটায় র‍্যাচেল হ্যাডলির ছবি। কোলের উপর আজকের খবরের কাগজ। গতকালের তুলনায় শীর্ণ দেখাল দু'জনকেই, তবে টর্চার চালানো হয়েছে বলে মনে হলো না। চোখ পিটপিট করে আগের সঙ্কেতটাই দিলেন অ্যাডমিরাল: *এস আর ৯০।*

মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাপটপটা রেমির দিকে ঠেলে দিল রানা। মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'আমাদের সামনে খুব বেশি অপশন দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও তা-ই ভাবছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'মি. রেডক্লিফ বা ল্যারি যদি নতুন কোনও সূত্র দিতে না পারে, গ্যারেটের কথামত কাজ না করে উপায় নেই।'

হতাশা অনুভব করল রানা। মুক্তিপণ বা বন্দি-বিনিময়ের মত জটিল কাজ দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। যে-কোনও মুহূর্তে, যে-কোনও পক্ষ বেঈমানী করে বসতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাহিদা মেটাবার পরেও কিডন্যাপাররা মুক্তি দেয় না বন্দিকে। অপরপক্ষের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসও রাখতে পারে না তারা—মুক্তিপণ দেবার সময় প্রায়ই ফাঁদ পাতা হয় তাদের জন্য। পুরো ব্যাপারটার সাফল্য নির্ভর করে দুই পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের উপর, যেটা গ্যারেট আর ওদের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রানা ভাবতেই পারছে না লোকটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলকে মুক্তি দেবে। বরং শয়তানটা নির্ঘাত কাজ শেষে ওদের তিনজনকে খতম করবার প্ল্যান আঁটছে!

ল্যাপটপের ডালা নামিয়ে রেমি প্রশ্ন করল, 'কী করবে বলে ভাবছ তুমি?'

জোর করে মাথা থেকে দুশ্চিন্তা দূর করল রানা। বলল, 'ওসব নিয়ে পরে ভাবব। আগে হাতের কাজটা শেষ করা যাক।'

জিয়োলেবের দিকে আবার মনোযোগ দিল ও। ডায়ালের এক

পাশে, একদিক থেকে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। মাঝখান বরাবর লাগেনি, এটাই সৌভাগ্য। তা হলে পুরো ডিভাইসটাই দু'টুকরো হয়ে যেত। ক্ষতি তারপরেও অবশ্য কম হয়নি। নবগুলো ঘোরাবার চেষ্টা করেছে রানা, পারেনি। জ্যাম হয়ে গেছে ওগুলো। জিনিসটা নাড়লেই পাওয়া যাচ্ছে ধাতব আওয়াজ—ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ভেঙেছে।

ছোট ছোট স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়েছে জিয়োলেবের আউটার মেটাল ফেস। একে একে সবগুলো স্ক্রু খুলে নিল রানা। সাবধানে কেসিং থেকে তুলে আনল ঢাকনার মত ফেসটা। জিপিএস ট্র্যাকারটা পাওয়া গেল ওটার উল্টোপাশে, সুপার গ্লু দিয়ে আটকানো অবস্থায়। ফেসটা একপাশে রেখে এবার ডিভাইসের অভ্যন্তরে নজর বোলাল ও।

সাতচল্লিশটা গিয়ারের কম্বিনেশনে গড়া ইন্টেরিয়র-টা প্রথম দর্শনে দুর্বোধ্য ঠেকে। তবে দৃশ্যটা নতুন নয় রানার জন্য। কয়েক মাস আগে পুরো ডিভাইসটা টুকরো টুকরো করে ফের জোড়া দিয়েছে ও। ছোট একটা টর্চলাইট নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ডিভাইসের অভ্যন্তর। খুব শীঘ্রি ধরতে পারল সমস্যাটা।

'শিট!' নিজের অজান্তেই বলে উঠল ও।

ওর দিকে ঝুঁকল রেমি। 'অবস্থা কী বেশি খারাপ?'

তিনটা ছোট ছোট গিয়ার খুলে আনল রানা, ওগুলো অক্ষত। তবে গিয়ারগুলো সরাতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ডিভাইসের মেইন ইউনিভার্সাল গিয়ার—পুরো মেকানিজমকে যেটা ঘোরায়। মাউণ্টিং থেকে বের করে আনল ওটা, দেখাল দুই সঙ্গীকে।

বুলেট শুধু এই একটা গিয়ারকেই স্পর্শ করেছে। তবে তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। প্রায় এক ডজন দাঁত ভেঙে গেছে চাকাটার শরীর থেকে, পুরো আকৃতিটা বেঁকেও গেছে

বিচ্ছিরিভাবে। এক দেখাতেই বোঝা গেল—এ জিনিস মেরামতের অযোগ্য।

রানার হাত থেকে গিয়ারটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল মুরল্যাণ্ড। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ও, মন্তব্য করল, 'জোড়াতালি দিয়েও এটা ঠিক করা যাবে না। রিপ্লেসমেন্ট দরকার আমাদের।'

'আরেকটা বানাতে কত সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সূক্ষ্ম কাজ,' বলল রানা। 'সঠিক ইকুইপমেন্ট পেলেও... অন্তত দু'দিনের কম নয়।'

'দু'দিন! রেডিমেড কিনতে পাওয়া যাবে না?'

'এই রেশিয়ো-র কোনও রেডিমেড গিয়ার তৈরি হয় না,' জানাল মুরল্যাণ্ড। 'নতুন করে বানানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'ল্যারিকে ফোন করব?' বন্ধুর দিকে পরামর্শের আশায় তাকাল রানা। 'স্পেসিফিকেশন পাঠিয়ে দিলে ও হয়তো নুমার ওঅর্কশপ থেকে দ্রুত একটা বানিয়ে দিতে পারবে।'

'আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা লাভ হবে,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'আমেরিকায় এখন শুক্রবার বিকেল। ল্যারি যদি অলৌকিক কোনও পন্থায় গিয়ারটা দ্রুত বানিয়েও দিতে পারে, ওটা আমাদের হাতে পৌঁছুতে প্রচুর সময় লাগবে। তারপর আবার পার্থেননে গিয়ে পরের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, পরশু হাজির থাকতে হবে নেপলসে... এতকিছু করবার সময় কোথায়?'

ঠোঁট কামড়াল রানা। ঠিক পয়েন্টই ধরেছে মুরল্যাণ্ড, ওদের হাতে একদমই সময় নেই।

'তারমানে গিয়ারের রিপ্লেসমেন্ট কোনোভাবেই পাব না আমরা?' মুখ কালো হয়ে গেছে রেমির। 'ইশ্‌শ্‌... আর্কিমিডিসের অরিজিনালটা যদি হাতে পাওয়া যেত!'

মাথার ভিতরে যেন একশো ওয়াটের একটা বাতি দপ করে জ্বলে উঠল রানার। মুখে হাসি ফুটল ওর। রেমিকে বলল, 'কে

বলল অরিজিনালটা হাতে পাওয়া যায় না? অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের কথা ভুলে গেছ? ওটার ভিতরের গিয়ারগুলোর সঙ্গে প্রচুর মিল আছে জিয়োলেবের। বিশেষ করে দুটোরই মেইন গিয়ারের ডাইমেনশন আর স্পেসিফিকেশন হুবহু এক।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কীসের কথা বলছ তোমরা? সেদিন কী এক নেভিগেশন ডিভাইসের কথা শোনালে... সেটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তুমি সিরিয়াস?' বিস্মিত হয়ে বলল রেমি। 'অ্যাণ্টিকাইথেরার গিয়ার ব্যবহার করতে চাইছ? যেটা অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে? দ্যাটস্ ইনসেইন, রানা! ওই ডিভাইস দু'হাজার বছরের পুরনো। তা ছাড়া সাগরতলের মাটি-কাদায় ক্ষয়ে গিয়ে ওটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'শিপরেকের ভিতরে যেটা পাওয়া গেছে, সেটার কথা বলছি না,' রানা বলল। 'আমি বলছি ওটার রেপ্লিকার কথা। মাউণ্টিঙে বসাবার জন্য মেইন গিয়ারে হয়তো সামান্য মডিফিকেশনের প্রয়োজন হবে... কিন্তু ওটার ডায়ামিটার, থিকনেস আর দাঁতের সংখ্যা হুবহু আমাদেরটার মত।'

'তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না,' বলল রেমি। 'ওটাও অ্যাথেন্সের মিউজিয়ামের সম্পত্তি।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি কি ভাবছ ওরা আমাদেরকে অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা ধার দেবে, যাতে জিনিসটা টুকরো টুকরো করে একটা গিয়ার আমরা আমাদের জিয়োলেবে ব্যবহার করতে পারি?'

'এ অসম্ভব,' বলল রেমি। 'প্রতিটা মিউজিয়ামই তাদের আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারি চ্যানেলে

নিয়মমাফিক এগোলেও বছরের পর বছর লেগে যায় একটা আইটেম ধার পেতে। আর আমরা তো সাধারণ মানুষ!'

'তুমি বৈধ উপায়ের কথা বলছ,' বাঁকা সুরে বলল রানা।

কথাটার অর্থ ধরতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল রেমির। তারপরেই ওর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'তুমি ঠাট্টা করছ?'

হা হা করে হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'এতক্ষণে একটা মনের মত কথা বললে, বন্ধু। মিউজিয়াম-ডাকাতি! আমার জন্য এটাই প্রথম। গায়ের লোম তো খাড়া করে দিলে হে!'

'আপনারা পাগল হয়ে যাননি তো?' রেমি হতভম্ব। 'হানা দিতে চাইছেন গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরে? ধরা পড়লে কী ঘটবে, তা ভেবে দেখেছেন?'

'কৌশলে কাজ সারব আমরা, ধরা পড়বার প্রশ্নই ওঠে না,' রানা আশ্বস্ত করল ওকে। 'তা ছাড়া... এর কোনও বিকল্পও নেই। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।'

'তাই বলে চুরি-ডাকাতি? নৈতিকতা বলে একটা কথা আছে না?'

'আমরা তো জিনিসটা কোথাও বিক্রি করব না। কাজ শেষে ফেরত দিয়ে দেব। তুমি আমাদের সঙ্গে আছ কি না বলো।'

মাথা নামিয়ে ফেলল রেমি। ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ রাখল রানার চোখে। হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে উঠেছে ওর চেহারা।

'এইমাত্র আমার বোনকে আমি অস্ত্রের মুখে বন্দি অবস্থায় দেখেছি, রানা,' বলল ও। 'কাজেই চুরিটা করব কি করব না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, কীভাবে সেটা করব?'

পাঁচ

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে আলইটালিয়ার সেভেন ফোর সেভেন জাম্বো জেট, গন্তব্য রোম। বিজনেস ক্লাসের স্টারবোর্ড সাইডে, জানালার পাশের একটা সিটে শরীর এলিয়ে বসে আছে অ্যান্থনি গ্যারেট। দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। এইমাত্র ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শ্যাম্পেন পরিবেশন করে গেছে, আয়েশ করে চুমুক দিল গ্লাসে। তার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে, সেই আনন্দে পান করছে সে। মন ফুরফুরে।

যদিও ঘুম আসছে না, তাও ফুটরেস্ট তুলে এবং ব্যাকরেস্ট ঠেলে সিটের উপর আধশোয়া হয়ে পড়ল গ্যারেট। রোমে পৌঁছুতে এখনও ছ'ঘণ্টা বাকি, একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। দিব্যচোখে মাইডাস চেম্বারের ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। গত বিশ বছর থেকে অতুল ওই ঐশ্বর্যের দখল নেবার স্বপ্ন দেখছে সে। এ শুধু বিত্ত-বৈভবের স্বপ্ন নয়, পৃথিবীর বিরুদ্ধে... সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবারও স্বপ্ন। যারা এতকাল টাকার জোরে দুনিয়া শাসন করে বেড়িয়েছে, তাদেরকে এক ধাক্কায় পথের ফকির বানাবে সে। একদা-ক্ষমতাশালী সেইসব লোকেরা তখন বাধ্য হবে ওর সামনে নতজানু হতে।

গ্যারেটের পাশের সিটে বসে আছে কাটনার, কানে হেডফোন

লাগিয়ে গান শুনছে। বেনসন আর রেনফিল্ড রয়ে গেছে আমেরিকায়—বন্দিদেরকে পাহারা দেবে, সেই সঙ্গে সম্পন্ন করবে তাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে লোক গ্যারেট, পুরো পরিকল্পনা কাউকেই খুলে বলেনি। সবাইকে সবকিছু জানানো ঠিক নয়। এমনকী কাটনারও জানে না ইটালিতে গিয়ে কী করতে হবে তাকে। বিমান থেকে নামার পর জানবে।

অপরাধ জগতে গ্যারেটের মত দক্ষ প্ল্যানার খুব কমই রয়েছে, সেটাই তার সাফল্যের রহস্য। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মাথার ভিতরে রাখে সে, সহকারীরাও সেটার খুঁটিনাটি জানতে পারে না। ফলে ওর উদ্দেশ্য বা কর্মপদ্ধতি ফাঁস হয় না কখনও। কোনও ধরনের সূত্র বা আলামতও রাখে না সে, রাখে না কোনও প্রমাণ। এ-কারণে আজ পর্যন্ত আইন তার নাগাল পায়নি। এবারের অপারেশনের ক্ষেত্রেও তা-ই করতে চলেছে সে।

রোমে পৌঁছুনোর পর *ফ্রেসিয়োরোসা* হাই-স্পিড ট্রেন ধরে নেপলসে যাবে গ্যারেট, সময় লাগবে মোটামুটি এক ঘণ্টা দশ মিনিট। ওখানে পৌঁছুনোর পর ভাড়া করবে গাড়ি, ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার থেকে সংগ্রহ করবে ওভারনাইট সার্ভিসে পাঠানো সরঞ্জাম। ভুয়া নামে জিনিসগুলো পাঠিয়েছে সে, ওগুলো সঙ্গে আনতে গেলে বিপদ হতো—নির্ঘাত অ্যারেস্ট হতো বিমানে চড়বার আগেই।

গত পাঁচ বছরে নেপলসে আসেনি গ্যারেট, তবে শহরটার খুঁটিনাটি ভালই মনে আছে তার। বিশাল এই শহরে চল্লিশ লক্ষ মানুষ বসবাস করে, কাজেই নাম-পরিচয় গোপন রাখলে ওর উপস্থিতি বা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর পাবে না মায়া... যত ভাল কানেকশনই ওর থাকুক না কেন। কীভাবে কী করবে, সব ঠিক করে রেখেছে গ্যারেট। একদিন আগেই পৌঁছে যাচ্ছে গন্তব্যে। রানা আসার আগে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে পারবে।

মাসুদ রানার কথা ভাবতেই চিন্তার একটা রেখা ফুটল গ্যারেটের কপালে। ও কি সফল হবে? বিপজ্জনক লোক এই রানা, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে না। অবশ্য এখন পর্যন্ত উল্টেপাল্টা কিছু ঘটায়নি সে; বরং হাবভাবে মনে হচ্ছে, গ্যারেটের কথামতই কাজ করে চলেছে। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো জিপিএস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে রানাকে লণ্ডন আর মিউনিখে ট্র্যাক করেছে গ্যারেট। ওসব জায়গায় কী ধরনের সূত্র খুঁজছে রানা বা রেমি, জানে না সে। তা নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাচ্ছে না। যা খুশি করুক ওরা, যেখানে খুশি যাক... গ্যারেটের উদ্দেশ্য সফল হলেই চলে।

ব্যর্থতার ভয় যে করছে না গ্যারেট, তা নয়। তবে সেজন্যে একটা ব্যাকআপ প্ল্যান রেখেছে সে—অনাকর্ষণীয়, খুব সাধারণ এক প্ল্যান। রানা আর রেমি যদি আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান করতে না পারে, তা হলে সরাসরি মায়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে গ্যারেট। প্রস্তাব দেবে হাত মেলাবার। জানা কথা মায়া রাজি হবে না, কাজেই ভয় দেখাবে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে গোল্ডেন চেম্বারের খবর ফাঁস করে দেবে বলে। ওটা জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ... সরকার যদি দখল করে নেয়, তা হলে কারও কপালেই কিছু জুটবে না। গ্যারেটের প্রস্তাব তাই মেনে নিতে বাধ্য হবে মায়া। মায়ার সঙ্গে মাইডাসের সোনা ভাগাভাগি করতে ভাল লাগবে না তার... কিন্তু একেবারে কিছু না পাবার চেয়ে তো সেটা ভাল!

নিজের উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে গ্যারেটের, তবে ও জানে—অপারেশনের সাফল্য একা তার উপর নির্ভর করছে না। নিখুঁত ছকও প্রায়শই তছনছ হয়ে যায় অদক্ষ ও বোকা অনুচরদের কারণে। তাই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে লোক বাছাই করেছে সে। কাটনার আর বেনসন পোড়-খাওয়া অপরাধী। দুর্বলতা যে ওদের

নেই, তা নয়। জাত-জুয়াড়ি কাটনার, ঋণের বোঝা চেপে আছে তার কাঁধে। এটা গ্যারেটের জন্য প্লাস পয়েন্ট। দু'মিলিয়ন ডলার পাবার আশায় জীবন বাজি রাখবে সে। বেনসনের দুর্বলতা মেয়েমানুষ—পতিতাদের পিছনে অকাতরে টাকা ওড়ায় সে। ব্যাটার শরীরে কত ধরনের যৌন রোগ যে বাসা বেঁধেছে কে জানে! তবে কাজের দিক থেকে কাটনার বা বেনসনের জুড়ি নেই। আগেও বহুবার গ্যারেটের সঙ্গী হয়েছে তারা, কখনোই কোনও গোলমাল করেনি।

দুশ্চিন্তা যদি করতেই হয়, তা হলে সেটা করতে হবে রেনফিল্ডকে নিয়ে। এই প্রথম অপরাধ করতে চলেছে সে, যে-কোনও মুহূর্তে নার্ভ হারাতে পারে, ঘটিয়ে বসতে পারে অঘটন। কিন্তু ওকে না নিয়ে উপায়ও ছিল না। অভিজ্ঞ একজন বম্ব-এক্সপার্ট দরকার গ্যারেটের, হাতের কাছে আর কাউকে পায়নি। অসুবিধে নেই, ভাবল গ্যারেট, কাজ শেষ হবার পর রেনফিল্ডকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেই চলবে।

ভবিষ্যতে কাটনার আর বেনসনের ব্যাপারেও হয়তো একই ব্যবস্থা নিতে হবে। উশৃঙ্খল লোক ওরা, দু'মিলিয়ন ডলার ওড়াতে সময় নেবে না। এরপর আবারও টাকার জন্য হাত পাতবে। তবে ততদিনে মহা-ক্ষমতাবান হয়ে যাবে গ্যারেট; কাটনার বা বেনসন যদি ওকে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করে, ওদের মুখ চিরতরে বন্ধ করবার হাজারটা উপায় থাকবে তার হাতে।

দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে গ্যারেট, এতদিনে সে-পরিকল্পনা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। শুরুতে মায়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সে অস্বস্তি নিয়ে। তবে মায়ার সাহায্য ছাড়া আর্কিমিডিসের কোডেক্সের খবর পাওয়া সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না ওটা চুরি করা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল তার, উচিত ছিল দু'জনের মধ্যকার চুক্তিটাকে সম্মান

দেখানো। কিন্তু তা দেখায়নি গ্যারেট। তার পিছনে সঙ্গত কারণও রয়েছে। পুরো লরেঞ্জো পরিবারের উপরেই রয়েছে গ্যারেটের ভয়ানক ক্ষোভ।

ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা যাবার পর লরেঞ্জোদের কাছে আশ্রয় পাবে বলে ভেবেছিল ও। আমেরিকা থেকে যোগাযোগও করেছিল ওদের সঙ্গে। কিন্তু মায়ার বাবা তাতে রাজি হননি। গোঁয়ার টাইপের লোক ছিলেন তিনি, আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি প্রখর। গ্যারেটের বাবার আত্মহত্যাকে তিনি পরিবারের জন্য মস্ত বড় এক সম্মানহানি বলে রায় দিয়েছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন, অমন কাপুরুষের ছেলেকে তিনি নিজের পরিবারে ঠাঁই দেবেন না। কিছুতেই তাঁকে টলানো যায়নি। গ্যারেট তাই নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আর সংগ্রামের জন্য তাঁকেই দায়ী করে। মায়ার হয়তো এতে কোনও ভূমিকা ছিল না, তাই বলে লরেঞ্জো পরিবারকে সাহায্য করবার কোনও যুক্তি দেখে না সে। মায়ার বাবা মারা গেছেন বহু বছর আগে, তাতে ক্ষতি নেই। মেয়েই বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

ইদানীং যে ক্যামোরায় মায়া প্রভাব-প্রতিপত্তি আর নেতৃত্ব খর্ব হতে চলেছে, তা জানে গ্যারেট। মাইডাসের গুপ্তধন উদ্ধারের মাধ্যমে হারানো পজিশন পুনরুদ্ধার করতে চাইছে মেয়েটা। কিন্তু সেটা কিছুতেই হতে দেবে না গ্যারেট। এক তোলা সোনাও ওকে দেবে না সে।

এক চুমুকে শ্যাম্পেন শেষ করে চোখ মুদল গ্যারেট। মনে মনে কল্পনা করল মায়া লরেঞ্জোর পতনের দৃশ্য। এতকাল বিত্তশালীর জীবন কাটিয়েছে ওর খালাতো বোন, অভাব-অনটন কাকে বলে, তা জানতেই পারেনি। অথচ কয়েক হাজার মাইল দূরে... গ্যারেটকে প্রতিনিয়ত করতে হয়েছে জীবন-সংগ্রাম। যে ধনী সমাজকে ঘৃণা করে ও, মায়া যেন তারই প্রতীক। ওর

ধ্বংসের মাঝেই লুকিয়ে আছে গ্যারেটের সাফল্য... গ্যারেটের প্রতিশোধ। খুব শীঘ্রি সব হারিয়ে পথে বসবে মায়া, ওর জীবন হয়ে উঠবে অভিশপ্ত।

অবশ্য সেই জীবন স্থায়ীত্ব খুব একটা দীর্ঘ হবে না, মুচকি হেসে ভাবল গ্যারেট। একদা-ক্ষমতাশালী মাফিয়া নেত্রী যখন সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসবে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরাই তখন খতম করে দেবে ওকে।

ছয়

শনিবারের সুন্দর সকাল। বেলা দশটায় দর্শনার্থীদের জন্য অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামের দরজা খুলে যেতেই টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়ল মুরল্যাণ্ড। একাই এসেছে ও। রানা আর রেমি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করবার কাজে ব্যস্ত, ওকে পাঠানো হয়েছে জাদুঘরে রিকনিসান্সের জন্য।

গতকাল রাতেই নুমার জেটে চড়ে মিউনিখ থেকে গ্রিসের রাজধানীতে এসেছে ওরা। উঠেছে একটা হোটেলে। তার আগে থেকেই চলছে আলোচনা—মিউজিয়াম থেকে অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা কীভাবে চুরি করা যায়, সেটা নিয়ে অনবরত মাথা ঘামিয়েছে ওরা।

ইণ্টারনেট থেকে জাদুঘরের ব্লু-প্রিণ্ট আর অসংখ্য ছবি ডাউনলোড করা হয়েছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত

একটা প্ল্যান খাড়া করা হয়েছে, তবে সেটাকে নিখুঁত বলা যাবে না কিছুতেই। ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্য কতখানি অথেনটিক, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু। ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন হবে ওদের।

ঘুরে ঘুরে মিউজিয়ামের ভিতরটা দেখছে মুরল্যাণ্ড। ক্লাসিকাল ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে বিল্ডিংটা। দুটো ওপেন-এয়ার কোর্টইয়ার্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মার্বেল পাথরে মোড়া ডিসপ্লে হলের সারি। অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজম রাখা হয়েছে বিল্ডিঙের পিছনের অংশে, ছোট্ট একটা কামরায়। গোলকধাঁধা-তুল্য দীর্ঘ করিডোর, আর বড় একটা আউটার হল পেরিয়ে পৌঁছুতে হয় ওখানে। সঙ্গে ম্যাপ না থাকলে পথ হারাত মুরল্যাণ্ড নির্ঘাত।

হাঁটতে হাঁটতে ডিজিটাল ক্যামেরায় ক্রমাগত ছবি তুলছে মুরল্যাণ্ড, যেন বোকাসোকা টুরিস্ট... যা দেখছে তাতেই মুগ্ধ হচ্ছে। খেয়াল না করলে বোঝাই যাবে না, আসলে আর্টিফ্যাক্ট বা ডিসপ্লের ছবি তুলছে না ও; তুলছে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন আর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের ছবি। প্রতি কামরাতেই একজন করে অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে, তবে তাদের বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণী। পোড়-খাওয়া কোনও সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট চোখে পড়েনি ওর।

মিউজিয়ামের ভিতরে এয়ার-কণ্ডিশনিং কাজ করছে না, ঘামতে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ড। এই ধরনের তাপে মহামূল্যবান অ্যাটিফ্যাক্টগুলোর ক্ষতি হতে পারে, তা কি জানে না গ্রিক কর্তৃপক্ষ? সিকিউরিটির ব্যাপারেও যথেষ্ট উদাসীন মনে হচ্ছে তাদেরকে। একদিক থেকে সেটা অবশ্য ভাল।

কয়েকটা ডিসপ্লে কেইস পেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড, সেগুলোতে প্রাচীন স্বর্ণালঙ্কার আর ভাঙাচোরা মাটির পাত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সিলিং থেকে নেমে এসেছে তারের কুণ্ডলী, মিশেছে

ডিসপ্লে কেইসগুলোর গায়ে। নিশ্চয়ই ইলেকট্রিসিটি আর অ্যালার্ম সিস্টেমের তার, আন্দাজ করল ও।

পুরো দশ মিনিট পেরিয়ে যাবার পর প্রথম সিকিউরিটি গার্ডের দেখা পেল মুরল্যাণ্ড। ব্লেজার পরা লোকটা সুন্দরী এক অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে খোশগল্পে মশগুল। কোমরে ওয়াকি-টকি ঝুলছে, হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে একটা পিস্তল। রেট্রাক্টেবল কর্ডে বাঁধা চাবির গোছা আটকানো আছে বেল্টের সঙ্গে। চাবিগুলো বিভিন্ন ডিসপ্লে কেইসের। ইমার্জেন্সি দেখা দিলে কেইস খুলে মূল্যবান কালেকশন সরিয়ে নেয়া গার্ডদেরই দায়িত্ব। চট করে লোকটার একটা ছবি তুলে নিল মুরল্যাণ্ড। এরপর পা বাড়াল অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে-র দিকে।

ছোট্ট কামরাটায় ঢুকে একটু হতাশই হলো ও। দর্শনীয় কিছু নয়। কামরার ঠিক মাঝখানে, কাঁচের একটা কেইসের ভিতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে তিন টুকরো ডিভাইসটা—দু'হাজার বছর সাগরের পানিতে পড়ে থাকায় ক্ষয়ে গেছে টুকরোগুলো। কোনোটাই মুরল্যাণ্ডের হাতের মুঠোর চেয়ে বড় নয়। এই ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে কীভাবে রেপ্লিকা তৈরি করা হলো, তা ভেবে অবাক হলো ও। মূল মেকানিজমের ঠিক পাশেই আরেকটা ডিসপ্লে কেইসে রাখা হয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি রেপ্লিকাটা।

প্যাডেস্টাল-সহ কেইসটার উচ্চতা সাত ফুট। উপরের এক ফুট অংশ ধাতব আবরণে ঢাকা, তার তলায় রয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি। কেইসের চারপাশে এক চক্কর ঘুরল মুরল্যাণ্ড। দেখতে পেল বিশেষ ধরনের চাবির ফুটো। রেমির কাছে শুনে এসেছে, সাধারণ চাবি ঢুকবে না ওখানে। গার্ডের কাছে রাখা চাবিতে কাজ হবে, তবে সেটাও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ থেকে মোশন ডিটেক্টর অ্যালার্ম অফ করে তারপর ঢোকাতে হয় চাবি। মোচড় দিলেই ডিসপ্লের ফ্রন্ট উইণ্ডো খুলে

হবে, ভিতর থেকে বের করা যাবে ডিভাইসটা। অ্যালার্ম যদি অফ্ না করা হয়, তা হলে চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে মিউজিয়ামের সিকিউরিটি সেন্টারে বেজে উঠবে সতর্কঘণ্টা।

দুই কেসের মাঝখানে, স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে রাখা হয়েছে ডিসপ্লে-বোর্ড। তাতে মূল অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের এক্স-রে ইমেজ শোভা পাচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভিতরের বিভিন্ন গিয়ারের ছবি। সন্দেহ নেই, ইমেজগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে রেপ্লিকাটা।

কামরার ভিতরে নজর বোলাল মুরল্যাণ্ড। একটামাত্র সিকিউরিটি ক্যামেরা চোখে পড়ল ওর—ছাত থেকে ঝুলছে। আরেকটা ক্যামেরা লাগাবার জায়গা আছে, তবে সেটা শূন্য। এর ফলে কামরার একটা অংশ ব্লাইণ্ড স্পটে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে কামরার অনেকগুলো ছবি তুলল ও। ভিতরে আরও কিছু ডিসপ্লে কেইস আছে, ওগুলোর মধ্যকার গ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে রানা। একটা গ্যাপ রয়েছে নিঃসঙ্গ সিকিউরিটি ক্যামেরার ঠিক তলায়।

পাশের কামরায় চলে গেল মুরল্যাণ্ড। এটা বিল্ডিঙের শেষ প্রান্ত। ফায়ার এগজিট লেখা একটা দরজা চোখে পড়ল ওর, সেটা দিয়ে জাদুঘরের উত্তর দিকে বেরিয়ে পড়া যায়। চেয়ার নিয়ে দরজার পাশে বসে আছে একজন সিকিউরিটি গার্ড। ঝিমোচ্ছে। কোমরে ঝুলছে এই উইঙের সমস্ত ডিসপ্লে কেইসের চাবির গোছা। হোলস্টারে যথারীতি পিস্তল। আরেকটা ছবি তুলল ও।

ইন্টেরিয়রের রিকনিসান্স শেষ। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বিল্ডিঙের উত্তর দিকে চলে গেল মুরল্যাণ্ড, ফায়ার এগজিট দিয়ে বেরোলে কোথায় পৌঁছুনো যাবে, তা দেখা দরকার। মার্বেল পাথরে ঢাকা বড় একটা কোর্টইয়ার্ড দেখতে পেল ও, একপাশে ফায়ার এগজিটের দরজা, অন্য পাশটা মিশেছে মিউজিয়ামের

জমির শেষ সীমানায়। সীমানা ঘেঁষে চলে গেছে পাকা রাস্তা। গাছের ছায়ায় ওখানে একটা বাস স্টপ আর ইনফরমেশন বক্স রয়েছে। কোর্টইয়ার্ড আর সাইডওঅকের মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে ছ'ফুট উঁচু ফেন্স, সেই ফেন্স ঘেঁষে পার্ক করে রাখা হয়েছে বেশ কিছু মোটরসাইকেল এবং স্কুটার।

দ্রুত সবকিছুর ছবি তুলে নিল মুরল্যাণ্ড। সন্তুষ্ট হয়েছে মিউজিয়ামের সেটআপ দেখে। পারফেক্ট না হলেও কাছাকাছি তো বটেই। সেলফোন বের করে রিং করল রানাকে।

'কী বুঝলে?' ওকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলতে ভাল লাগছে না,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'কিন্তু আমার ধারণা কাজটা সত্যিই সম্ভব!'

মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা শেষ করে রেমির দিকে ফিরল রানা। 'ববি গ্রিন সিগনাল দিয়েছে। এবার রওনা হওয়া যেতে পারে।'

ইতিমধ্যে পোশাক পাল্টে নিয়েছে ওরা। দু'জনেই শর্টস পরেছে, তার উপরে রানা চড়িয়েছে একটা টি-শার্ট, রেমি পরেছে ট্যাঙ্ক টপ। ওর সুডৌল কাঁধ উন্মুক্ত হয়ে আছে, সেখানে দুটো চায়নিজ হরফের উল্কি দেখল রানা।

'অর্থ কী এর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অ্যাডভেঞ্চার,' ম্লান হাসল রেমি। 'ছোটবেলায় খামারে খুব বোরিং সময় কাটাতাম। স্বপ্ন দেখতাম অ্যাডভেঞ্চারের। সেটাই উল্কি করে রেখেছি। কী কপাল... সত্যিই অ্যাডভেঞ্চারে নামতে হয়েছে এখন।'

'আশা করি শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'চলো বেরোই।'

হোটেলের পার্কিং লটে নেমে এল দু'জনে। অ্যাথেন্সে পৌঁছেই দুটো বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেল ভাড়া করেছে ওরা, যানজট

এড়িয়ে চলাফেরার জন্য গাড়ির চেয়ে মোটরসাইকেল অনেক বেশি কার্যকর। একটা মোটরসাইকেল নিয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড, অন্যটা রয়ে গেছে পার্কিং লটে। সঙ্গে দুটো হেলমেট নিয়ে এসেছে রানা—একটা নিজে পরল, অন্যটা বাড়িয়ে দিল রেমির দিকে। স্টার্ট দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরেই রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

সকালের পুরো সময়টা টেলিফোনে কেটেছে রানার, রেমি ওকে দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে। টেলিফোন গাইড থেকে নাম্বার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছে দুটো বিশেষ স্টোর, যেখান থেকে পাওয়া যাবে ওদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো।

মোটরসাইকেল চালাচ্ছে রানা, পিছন থেকে ওকে নেভিগেট করল রেমি। বিশ মিনিটে পৌঁছে গেল রাজধানীর উত্তর অংশে। ঘিঞ্জি এলাকা এটা, গলিঘুপচির মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া দায়। পথচারীদের সাহায্য নিল রেমি, খানিক পরেই পুরনো একটা বিল্ডিঙের সামনে নিয়ে গেল রানাকে। বিল্ডিঙের সামনে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের ঝলমলে সাইনবোর্ড ঝুলছে, আশপাশের পরিবেশের তুলনায় সেটা বেশ ব্যতিক্রম।

'এটাই,' রানার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল রেমি।

সাইডওঅক ঘেঁষে মোটরসাইকেল থামাল রানা। স্টোরের সামনে নেমে পড়ল রেমি। হেলমেট খুলতেই জলপ্রপাতের মত ওর কাঁধের উপর নেমে এল সোনালি এলোকেশ। একটু ঘেমে গেছে ও, গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস। প্রকট হয়ে উঠেছে সুগঠিত শরীরের আঁকবাঁক। মুগ্ধ চোখে ওকে দেখল রানা।

'অ্যাই! কী দেখছ অমন করে?' চোখ রাঙাল রেমি।

'তোমাকে,' সপ্রতিভ গলায় বলল রানা। 'যা লাগছে না!'

'আমাকে পটাবার চেষ্টা করছ?' ভুরু কোঁচকাল রেমি।

'উঁহুঁ। সতর্ক করতে চাইছি। এমন চেহারা-সুরত নিয়ে স্টোরে ঢুকছ... সেলসম্যান নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে। কিছুতেই ভুলবে না তোমার কথা। মিউজিয়ামের ঘটনার পরে পুলিশ যদি এখানকার কানেকশন খুঁজে পায়, লোকটা তখন তোমার চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারবে।'

'সর্বনাশ! এ-কথা আগে বলোনি কেন? নাহয় চেহারা-সুরত পাল্টে আসতাম!'

'এখনও দেরি হয়ে যায়নি।'

একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে এসেছে রানা, ওটা থেকে একটা মেরিনার্স ক্যাপ বের করে দিল। নিজের চোখ থেকে খুলে দিল সানগ্লাস। খোঁপা বেঁধে ক্যাপ পরে ফেলল রেমি, চোখ ঢাকল সানগ্লাসে।

'ভিতরে ক্যাপ বা সানগ্লাস খুলবে না, ঠিক আছে?' বলে দিল রানা। 'কথাবার্তা কম বলবে। নগদে মেটাবে দাম, আমাদের কোনও ট্র্যাক থাকবে না তাতে। তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবে, আমি বাইরেই অপেক্ষা করছি।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' বলল রেমি। 'আমি যাব আর আসব।'

'স্পেশাল আইটেমটার নাম মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'হ্যাঁ। ফ্রেইমলেস ইলেকট্রিক ইগনিশন স্মোক গ্রেনেড... যেগুলো সিনেমার শুটিঙে ব্যবহার হয়।'

'রাইট। হাফ মিলিয়ন কিউবিক ফুটের মডেলটা কিনবে।'

'দুটো নিয়ে আসব, তাতে চলবে?'

'চলবে। অন্যান্য জিনিসপত্র আগে কিনবে। স্মোক গ্রেনেড কিনবে সবার শেষে... ভাব দেখিয়ো যেন হঠাৎ মনে পড়েছে ওগুলো কেনার কথা।'

'ঠিক আছে। তুমি অপেক্ষা করো। আমি আসছি।' রেমি ঢুকে

গেল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে।

স্ট্যাণ্ডের উপর ভর দিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করালো রানা। সাইডওঅকে শুরু করল পায়চারি। দশ মিনিটের মাথায় ফিরতে দেখল রেমিকে। হাতে একটা বড় শপিং ব্যাগ। কাছে এসে তুলে দিল রানার হাতে।

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাহ্। দেখো সব ঠিক আছে কি না।'

ব্যাগ খুলে ভিতরে নজর বোলাল রানা। দুটো গ্রেনেড দেখা যাচ্ছে। গায়ে লেখা স্পেসিফিকেশন পড়ল—ঠিক জিনিসই এনেছে রেমি। এ ছাড়া এনেছে ইলেকট্রিকাল ওয়ায়্যার, ডাক্ট টেপ আর একটা পেইণ্ট গান। কালো একটা ক্যাপ আর সানগ্লাসও দেখা গেল ব্যাগের ভিতরে।

'ওগুলো কেন?' জানতে চাইল ও।

'তোমার জন্য,' বলল রেমি। ইশারা করল নিজের মাথার ক্যাপ আর চোখের সানগ্লাসের দিকে। 'এগুলো তো আমাকে দিয়ে দিয়েছ।'

'থ্যাঙ্কস্।' একটু হাসল রানা। শপিং ব্যাগ থেকে সবকিছু ভরে ফেলল ব্যাকপ্যাকে, রাখল শুধু সানগ্লাসটা। তারপর ব্যাকপ্যাক বাড়িয়ে দিল রেমির দিকে—ওর পিঠে থাকবে ওটা।

স্ট্যাণ্ড থেকে মোটরসাইকেল নামাতেই রেমির চেহারায় গাম্ভীর্য লক্ষ করল ও। 'কী হয়েছে?'

'আমরা কি সত্যিই কাজটা করছি?'

'মিউজিয়ামের ব্যাপারটা? কেন, তোমার সন্দেহ আছে?'

'ধরা পড়লে অন্তত দশ বছর কাটাতে হবে গ্রিসের জেলখানায়—সেটা ভেবে দেখেছ?'

'ভাবব না কেন? কিন্তু আমাদের সামনে তো আর কোনও পথ নেই! তাই চেষ্টা করব যাতে ধরা না পড়ি।'

'তারপরেও... কাজটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ছে না?'

'তা তো পড়ছেই। কিন্তু গ্যারেটের মত উন্মাদকে ঠেকাবার জন্য একটু-আধটু পাগলামি আমাদেরকেও করতে হবে। ভুলে যেয়ো না, শুধু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল ওর হাতে বন্দি নয়; লোকটার হাতে একটা নিউক্লিয়ার বোমাও রয়েছে।'

'ওটা কেন যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বোমা দিয়ে ও কী করবে?'

'সেটা একমাত্র ও-ই জানে। তবে যা-ই করুক, সেটা যে ভাল কিছু হবে না... তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'এমন হতে পারে না, মাইডাস চেম্বার খোঁজার সঙ্গে বোমার কোনও সম্পর্ক নেই? ওটা হয়তো অন্য কোনও কাজের জন্য জোগাড় করেছে গ্যারেট।'

'একসঙ্গে দু'ধরনের কাজে হাত দেবার মানুষ বলে মনে হয়নি তাকে। তা ছাড়া মাইডাসের গুপ্তধন ওর জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আপাতত অন্য কিছুতে ও মনোযোগ দেবে না। আমি শিয়োর, নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান নিয়ে এগোচ্ছে গ্যারেট, সেটারই অংশ ওই বোমা। কিন্তু প্ল্যানটা যে কী, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই আমার।'

'আমরা কোথাও ভুল করছি না তো? এস.আর. ৯০ মানে তো অন্য কিছুও হতে পারে।'

'অন্য কিছু হলে সেটার সঙ্কেত দিতেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তাঁর সঙ্গে বহু বছর থেকে কাজ করছি আমি আর মুরল্যাণ্ড... আমাদের জন্য তাঁর ইশারাই যথেষ্ট। স্ট্রনটিয়ামের কথাই বলেছেন অ্যাডমিরাল, সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'তা হলে আর দেরি করে লাভ কী? চলো দ্বিতীয় দোকানটায় যাই। ওখান থেকে তো রিমোট ইগনাইটার কিনবে তুমি, তাই না?' টুপি খুলে হেলমেট পরল ও।

তারপর ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝুলিয়ে হাত বাড়াল রানার দিকে।
'কী?' একটু অবাক হলো রানা।
'চাবি দাও। এবার আমি চালাব মোটরসাইকেল।'
হার মানল রানা।

সাত

নেপলস নগরীর পশ্চিমে, ভূমধ্যসাগরের পারে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মায়া লরেঞ্জার প্রাসাদোপম ভিলা। আগের মালিকের পুরনো জরাজীর্ণ কেবিন ভেঙে তৈরি করা হয়েছে এই অপূর্ব ইমারত। জানালাগুলো রঙিন কাঁচে মোড়া, মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত লম্বা, সে-কারণে ঘরের ভিতরে অবাধে ঢুকতে পারে আলো-বাতাস। মূল প্রবেশপথে রয়েছে চমৎকার দুটো খিলান, তার উপরে ভর দিয়ে ঝুলছে বিশাল এক খোলামেলা ব্যালকনি, রেলিঙগুলো সবুজ লতায় ছাওয়া। লাল টালিতে ঢাকা ছাতের উপর রাজকীয় ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে দুটো পেঁচানো চিমনি। ভিলার চারপাশে গড়ে তোলা হয়েছে চমৎকার এক বাগান। লাগানো হয়েছে হরেক রকমের ফুল আর ফলের গাছ, তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্য-মণ্ডিত অনেকগুলো পানির ফোয়ারা। সবমিলিয়ে পুরো জায়গাটা হয়ে উঠেছে অসাধারণ এক আভিজাত্যের প্রতীক। এখানে এলে মন ভাল হয়ে যাবে যে-কারও।

কিন্তু আজ মন ভাল হচ্ছে না মায়ার। মাথায় আগুন জ্বলছে

তার। সদর দরজা পেরিয়ে ভিলায় ঢুকতেই দেখতে পেল ফয়েই-এর মাঝখানে টেবিলে রাখা চিনামাটির ফুলদানী, এলোমেলো ভঙ্গিতে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য হারাল সে। ফুলদানীটা তুলে ছুঁড়ে মারল দেয়ালে। বিকট আওয়াজ করে চৌচির হয়ে গেল সেটা। কাঁপতে কাঁপতে এক চাকরানী ছুটে এল চিনামাটির ভাঙা টুকরো পরিষ্কার করবার জন্য। তার দিকে ফিরেও তাকাল না মায়া, গটমট করে দোতলায় উঠে গেল সিঁড়ি ভেঙে, চলে গেল ব্যালকনিতে।

ব্যালকনির চারপাশ তিনফুট উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। কিনারে দাঁড়ালে চোখে পড়ে নেপলস্ নগরীর একাংশ। আরও চোখে পড়ে দিগন্ত-বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরের সুনীল পানি। সেদিক থেকে ভেসে আসছে মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। রেলিঙে ভর দিয়ে সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল মায়া, চেষ্টা করল মাথা ঠাণ্ডা করতে। পারল না। উল্টো ঘুরে রেলিং ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ারের গায়ে লাথি মারল সে, উল্টে পড়ল ওটা।

'গর্দভের বাচ্চা গর্দভ, রবার্তো!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল মায়া। 'মরে গিয়ে বেঁচেছে। নইলে আমিই ওকে খুন করতাম।'

মায়ার পিছু পিছু ব্যালকনিতে উঠে এসেছে নিরো। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তাকেই কিছুটা পছন্দ করে মায়া, নিজের অ্যাসিসটেন্ট বানিয়েছে। গায়ের জোরের পাশাপাশি মোটামুটি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তার, অত্যন্ত অনুগত। কাজে-কর্মেও পাকা।

'আপনি কিছু ভাববেন না, বস,' বলল নিরো। 'মাসুদ রানাকে এর মূল্য চুকাতে হবে... আমি কথা দিচ্ছি।'

ওর দিকে ফিরল মায়া। 'গতকাল আমার কত ক্ষতি হয়ে গেছে, তা তুমি জানো, নিরো? তিন লাখ ইউরো খরচ হবে ফেরারি আর যোগুার রিপেয়ারে; ল্যাম্বোর্গিনিটা গেছে... দাম মেটাতে হবে ওটার। ধ্বংস হয়েছে বিএমডব্লিউ-টাও।'

'তিনজন লোকও হারিয়েছি আমরা,' মনে করিয়ে দিল নিরো। রবার্তো মারা গেছে গ্রেইডেলের গ্যারাজে, আর স্তেফান মারা গেছে রানার গুলি খেয়ে। লুকাও পটল তুলেছে—উল্টে যাবার পর ল্যাম্বোর্গিনিতে আগুন ধরে গিয়েছিল... বেরোতে পারেনি।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' সখেদে বলল মায়া। 'আরও তিনটা পরিবারের বোঝা চাপল আমার কাঁধে।' দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের দেখাশোনা করে সে। ভালমানুষি নয়, এটা আসলে আনুগত্য কেনার কৌশল।

অটোবানে রানার হাতে নাকানি-চোবানি খাওয়ার পরে লেজ দাবিয়ে পালিয়ে এসেছে মায়া। পুলিশ তাকে খোঁজাখুঁজি করবার আগেই। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান্স ডিয়েটজ্-এর অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। শো-রুমে ল্যাম্বোর্গিনি আর যোণ্ডার দাম পরিশোধের পাশাপাশি যেখানে যত ঘুষ দিতে হয় সব দেবে। ধামাচাপা দেবে পুরো ঘটনা। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ম্যানেজ করে ফেলেছে ডিয়েটজ্, উদ্ধার করেছে গুলিতে ক্ষতবিক্ষত ফেরারি-টাও। ফোন করে জানিয়েছে যোণ্ডা আর ফেরারির মেরামত-খরচ। ল্যাম্বোর্গিনির ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগুন লেগে ওটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

এতসব দুঃসংবাদের মধ্যে সুসংবাদ কেবল একটা—স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিংটার সমস্ত ফর্মালিটি শেষ, মায়া এখন ওটার আইনগত মালিক। তবে সোমবারের আগে ডেমোলিশনের কাজ শুরু করা যাবে না। হেভি ইকুইপমেণ্ট দরকার কাজটার জন্য, উইকএণ্ডে সেগুলো জোগাড় করা সম্ভব নয়।

দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? ভাবল মায়া। মাসুদ রানাকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে সে। ব্রোঞ্জের তৈরি অদ্ভুত ওই ডিভাইসের জন্য মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে লোকটা। কিন্তু কেন?

ইংল্যাণ্ডের এস্টেট থেকে মায়ার মোমফলকও চুরি করেছে সে। নিশ্চয়ই ওগুলোর সাহায্যে মাইডাসের চেম্বার খুঁজে পাবে বলে ভাবছে। সত্যিই কি পাবে?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যেখানে যা-ই করুক, গুপ্তধন উদ্ধার করবার জন্য নেপলসে আসতে হবে রানা ও গ্যারেটকে। মায়ার শহরে... মায়ার রাজ্যে! এখানেই প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব ওদের বিরুদ্ধে।

নিরোর দিকে তাকাল মায়া। 'এয়ারপোর্ট আর রেল স্টেশনে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছ?'

'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের লোক থাকছে,' বলল নিরো। 'মাসুদ রানা, রেমি হ্যাডলি, ববি মুরল্যাণ্ড বা অ্যান্থনি গ্যারেট... ওদের কারও পক্ষেই আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নেপলসে ঢোকা সম্ভব হবে না।'

ওর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হতে পারল না মায়া। গ্যারেট অত্যন্ত ধুরন্ধর, নেপলসে ঢোকার সময় নিশ্চয়ই নাম-পরিচয় আর চেহারা পাল্টে ফেলবে। মাসুদ রানাও ইতিমধ্যে নিজেকে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণ করেছে, সময়ের অভাবে তার ব্যাপারে এখনও খোঁজ নিতে পারেনি মায়া, কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার—তাকেও অবহেলা করা চলবে না কিছুতেই।

'শহরের সব হোটেলেও লোক লাগাও,' নিরোকে বলল মায়া। 'চোখ-কান খোলা রাখতে বলবে সবাইকে। অস্বাভাবিক কাউকে দেখলেই যেন রিপোর্ট করে।'

'যদি ওদের কাউকে স্পট করতে পারি, তা হলে কী করব?' জানতে চাইল নিরো।

'আপাতত সোনার চেম্বারটাকে প্রোটেক্ট করাই আমাদের প্রধান প্রায়োরিটি,' বলল মায়া। সঙ্গী-সাথীদের মাঝে একমাত্র নিরোই জানে আসলে কী খুঁজছে মায়া।

'তারমানে কি দেখামাত্র ওদেরকে খুন করব না?'

দ্বিধায় ভুগল মায়া। রানা ও তার সঙ্গীদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ। কেউ এ নিয়ে মাতামাতিও করবে না। ইটালিয়ান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিশাল একটা অংশ তার কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়। কিন্তু তারপরেও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ও। মাইডাস চেম্বারের খোঁজে বিকল্প পথে এগোচ্ছে গ্যারেট আর রানা। ওদের কাছে মূল্যবান সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওর জন্যেও সহজ হবে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া। কোনোকিছু না জেনে ওদেরকে খুন করলে নিজেরই ক্ষতি হতে পারে।

'না, একেবারে বাধ্য না হলে খুন কোরো না ওদের,' ইতস্তত করে বলল মায়া। 'চেষ্টা করবে জ্যান্ত ধরার। আর যা-ই ঘটুক, এবার যেন ওরা কিছুতেই পালাতে না পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, বস,' মাথা ঝাঁকাল নিরো। 'কিন্তু কেন ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন, জানতে পারি?'

'আমার কাছ থেকে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে মোমফলক আর ব্রোঞ্জের ডিভাইসটা চুরি করেছে রানা। জানা দরকার, ওগুলোকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খোঁজ নিলে কেমন হয়? আমি যখন ববি মুরল্যাণ্ডকে তুলে আনতে গেলাম, তখন ড. ফিলবির সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছিল ও... বেশ অনেকটা সময় ধরে।'

'ফিলবির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল মায়া। 'মুরল্যাণ্ড একটা পুরনো কোডেক্সের পাতা ফটোকপি করে নিয়ে গিয়েছিল, ও সেটা ডিসাইফার করতে পারেনি।'

'কোডেক্সের সঙ্গে ব্রোঞ্জের ডিভাইসের সম্পর্ক থাকতে পারে,' আন্দাজ করল নিরো। 'রানা হয়তো সে-কারণেই ওটা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। ফিলবি এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না, তা আমার

বিশ্বাস হচ্ছে না। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে তা হলে কী নিয়ে কথা বলেছে সে?'

কপালে ভাঁজ পড়ল মায়ার। নিরোর কথায় যুক্তি আছে। রাগ কিছুটা কমতে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন আবার রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়। বুড়ো ফিলবি কি তা হলে কিছু গোপন করেছে ওর কাছে? রাগী চোখে তাকাল নিরোর দিকে। 'ফিলবিকে ফোন করো। এক্ষুণি!'

কয়েক মিনিট পরেই যোগাযোগ হলো ব্রিটিশ আর্কিয়োলজিস্টের সঙ্গে। 'বস কথা বলবেন,' বলে রিসিভার মায়ার হাতে তুলে দিল নিরো।

'গুড আফটারনুন, মিস লরেঞ্জো!' অভিবাদন জানালেন ফিলবি।

'নিকুচি করি তোমার আফটারনুনের!' খেঁকিয়ে উঠল মায়া। 'ববি মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে সব কথা বলোনি তুমি আমাকে। কেন?'

'কী বলছেন এসব? বলিনি মানে? যা যা ঘটেছে তার সবই তো...'

'চুপ করো! বাজে কথা একদম বলবে না। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে তোমার আলোচনার বিস্তারিত জানতে চাই আমি। জলদি বলো! নইলে তোমার এমন দশা করা হবে...'

'প্লিজ, প্লিজ, শান্ত হোন,' ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বললেন ফিলবি। 'বলছি এখুনি। মি. মুরল্যাণ্ডকে পার্থেননের ওয়েস্ট পেডিমেন্টের দুটো মূর্তির বিষয়ে খুবই আগ্রহী মনে হয়েছে আমার কাছে—হেরাক্লিস আর আফ্রোদিতি। আমার সঙ্গে ওগুলো নিয়েই কথা বলেছেন ভদ্রলোক। বিলিভ মি... ফলপ্রসূ আলোচনা ছিল না ওটা। সেজন্যেই আপনাকে ডিটেইলস্ জানিয়ে বিরক্ত করিনি।'

'ন্যাকা সেজো না। মূর্তিদুটোর বৈশিষ্ট্য কী?'

'তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তবে কোডেক্সের একটা ধাঁধার

ভিতরে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ওগুলোর উল্লেখ আছে। আমি ধাঁধাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'হুম! মুরল্যাণ্ড কি পরে তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেছে? বা মিউজিয়ামে এসেছিল?'

'না তো! তেমন কিছু ঘটলে তো আমিই খবর দিতাম আপনাকে।'

'তা হলে কি ধরে নেব ধাঁধাটার সমাধান করে ফেলেছে সে?'

'মনে হয় না। কোডেক্সে বলা হয়েছে, ধাঁধার সমাধান করতে হলে পার্থেননে যেতে হবে।'

'পার্থেনন? হুম! ধন্যবাদ, ডক্টর। ভাল একটা সূত্র দিলে আমাকে। তবে অনেক দেরিতে।'

'ক্ষমা করবেন, আমি ইচ্ছে করে কিছু লুকাইনি।'

'বেশ, এবারকার মত মাফ করছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এ-ধরনের ভুল করলে কঠিন শাস্তি পাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'আর ভুল হবে না। কথা দিলাম।'

'গুড।' রিসিভার নামিয়ে রেখে চিন্তায় ডুবে গেল মায়া। ধাঁধার কথা বলল ফিলবি... কীসের ধাঁধা? মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজে পাবার কোনও সূত্র? সেটা তো ওরও দরকার! ঘড়ি দেখল ও, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে মিউনিখের ঘটনার পর। ব্রোঞ্জের ডিভাইস হাতে পেয়ে গেছে রানা, এরই মধ্যে ওরা পার্থেননে গিয়ে ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে কি না কে জানে।

আনমনে মাথা নাড়ল মায়া। না, এখুনি হতাশ হবার কোনও মানে হয় না। পার্থেননে এখনও হয়তো পৌঁছায়নি রানা। ওখানে ফাঁদ পাততে দোষ কোথায়?

'টমি আর অ্যান্টোনিয়োকে খবর দাও,' নিরোকে বলল ও। 'আজ রাতেই যেন অ্যাথেন্সে চলে যায়। ওরা তো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, ববি মুরল্যাণ্ডকে দেখলেই

চিনতে পারবে। রানা আর রেমি হ্যাডলিও থাকবে ওর সঙ্গে। আমার ধারণা, ওরা তিনজনেই এখন অ্যাথেন্সে।'

'তা হলে আমিও যাই,' প্রস্তাব দিল নিরো। 'ওদের সবাইকে আমি চিনি। আমি গেলে সুবিধে হবে।'

'না, তোমাকে এখানে আমার প্রয়োজন,' মাথা নাড়ল মায়া। 'রানা তো বটেই, গ্যারেটেরও নেপলসে আসার কথা। এখানে ওদের জন্য *বিশেষ* আয়োজন রাখতে হবে আমাদের।'

'বেশ, আপনি যা বলেন,' মাথা ঝাঁকাল নিরো। 'কিন্তু অ্যাথেন্সে গিয়ে টমি আর অ্যান্টোনিয়ো কী করবে?'

'পার্থেননে বসে থাকবে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের ওখানে যাবার কথা। মুরল্যাণ্ডকে তো ওরা চেনে, বাকি দু'জনের ছবিও জোগাড় করে দাও ওদেরকে।'

'আর যদি ওখানে তিনজনকেই পেয়ে যায়?'

ঠোঁট কামড়াল মায়া। বুঝতে পারছে, তিন-তিনজন বন্দিকে গ্রিস থেকে ইটালিতে আনা একটু কঠিন হয়ে পড়বে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। জানিয়ে দিল নিজের সিদ্ধান্ত।

'সবাইকে প্রয়োজন নেই আমার। শুধু রানাকে ধরে আনবে। আর খুন করবে মুরল্যাণ্ড-রেমিকে।'

আট

বেলা পৌনে তিনটা। আর পনেরো মিনিট পরেই বন্ধ হয়ে যাবে মিউজিয়াম, তাই দর্শনার্থীরা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে

বিল্ডিঙের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের দিকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না রানা বা রেমি। টিকেট কেটে আলাদাভাবে মিউজিয়ামে ঢুকেছে ওরা। ঘুরে বেড়াচ্ছে একের পর এক এগজিবিশন রুমে।

কলারঅলা একটা শার্ট পরেছে রানা, সেইসঙ্গে জিন্স। কাঁধে ঝুলিয়েছে ব্যাকপ্যাক। ইয়ারপিস কানে গোঁজা, মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে সেলফোনের ওপেন কানেকশনে কথা বলছে খানিক পর পর; সে এখন ফায়ার এগজিটের কাছাকাছি পার্ক করা মোটর-সাইকেলগুলোর পাশে অপেক্ষা করছে।

'তুমি রেডি?' ফোনে জানতে চাইল রানা।

'বাস স্টপে সামান্য ভিড় আছে, নইলে কোনও সমস্যা নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'ঝামেলার আভাস পেলে আমাকে জানিয়ো।'

'নিশ্চয়ই!'

রেমির দেয়া টুপিটা পরে ফেলল রানা। কার্নিশটা একটু নামিয়ে রাখল, যাতে ছাত থেকে ঝুলতে থাকা ক্যামেরায় ওর চেহারা ঠিকমত দেখা না যায়। এরপর পা বাড়াল অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে-র দিকে। ছবিতে আগেই দেখেছে, তবু সামনাসামনি রেপ্লিকাটা দেখে স্বস্তি অনুভব করল। জিয়োলেবের সঙ্গে আকার-আয়তনে হুবহু মিলে যাচ্ছে ওটা।

আশপাশে নজর বোলাল রানা। কামরায় কোনও টুরিস্ট নেই। কামরার অ্যাটেনডেন্ট কানে সেলফোন ঠেকিয়ে কার সঙ্গে যেন আলাপে মগ্ন। গদগদ চেহারা আর মধুকণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে কথা বলছে সে। আর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। চমৎকার... এ-ই তো চাই!

কামরার একমাত্র সিকিউরিটি ক্যামেরার তলায় চলে গেল রানা। পজিশন নিল একটা ডিসপ্লে কেইস আর পিলারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়। জুতোর ফিতা বাঁধার ভঙ্গিতে নিচু

হলো ও, পরক্ষণে ঝটপট ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে আনল ডাক্ট টেপে মোড়া ছোট একটা প্যাকেট। স্মোক গ্রেনেড, ইলেকট্রিকাল ওয়ায়্যার, আর ইগনাইটারের রিসিভার মিলিয়ে রিমোট কন্ট্রোল একটা বোমা বানিয়েছে ও আর মুরল্যাণ্ড, সেটাই রয়েছে প্যাকেটের ভিতরে। জিনিসটা রেখে দিল ডিসপ্লে কেইসের পিছনে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

পরের কয়েকটা মিনিট অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজম আর রেপ্লিকার ডিসপ্লের চারপাশে ঘুরল ও। ভান করল কেইসের গায়ে লাগানো ইনফরমেশন কার্ড পড়বার। সেই সুযোগে দেখে নিল চাবির ফুটোটা। এরপর চলে গেল পাশের কামরায়। ফায়ার এগজিট দেখল... দেখল এগজিটের পাহারায় থাকা গার্ডকেও। দুনিয়ার প্রতি তিতিবিরক্ত এক লোক, চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। চাবির গোছা ঝুলছে তার কোমরে। ওটা হাতিয়ে নিতে কষ্ট হবে না।

অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে থেকে একশো ফুট দূরে রয়েছে প্রাচীন সমাধিফলক আর ভাস্কর্যের এগজিবিশন গ্যালারি। ওখানে পৌঁছুতেই রেমিকে দেখতে পেল রানা—পুরনো একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল। ওর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ওটাই চূড়ান্ত সঙ্কেত। মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল রেমি।

মিউজিয়ামের ভিতরের বসানো সবক'টা ফায়ার অ্যালার্মের লোকেশন নোট করে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড। তার একটা রয়েছে এই গ্যালারির ভিতরে। অ্যালার্মের কাছাকাছি মাঝবয়েসী কয়েকজন টুরিস্ট কথা বলছে গাইডের সঙ্গে। ওদেরকে পাশ কাটানোর ছলে দেয়ালের কাছে চলে গেল রেমি, আলতো করে টেনে দিল ফায়ার অ্যালার্মের লিভার।

সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

স্লিঙে লাগানো মাইক থেকে আসছে আওয়াজ, সবার চোখ ঘুরে গেল সেদিকে; রেমির দিকে তাকাল না কেউ। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুরু হলো হৈ-হল্লা আর টুরিস্টদের আতঙ্কিত চিৎকার।

গ্যালারির দু'প্রান্ত থেকে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট আর গার্ডকে ছুটে আসতে দেখল রানা—কী হয়েছে খোঁজ নিতে আসছে। মিউজিয়ামের মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট আর আর্টওঅর্কের জন্য আগুন ভয়ানক এক হুমকি, কিন্তু স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম অটোমেটিক মোডে রাখা হয়নি—একেবারে অনন্যোপায় না হলে ভিতরে পানি ছিটাতে চায় না জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। পানির স্পর্শে সমস্ত এগজিবিটের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। নিশ্চিন্ত মনে পকেটে রাখা রিমোট ইগনাইটারের বাটন চাপল রানা।

দুপ্ করে মৃদু বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের কামরা থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে এল কালো ধোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে নরক ভেঙে পড়ল মিউজিয়ামের ভিতরে। চেঁচামেচি বেড়ে গেল কয়েক গুণ, পাগলের মত ছুটতে শুরু করল দর্শনার্থীরা। তাদের স্রোতের মাঝে আটকা পড়ল সিকিউরিটি গার্ড আর অ্যাটেনডেন্টরা, ঘটনাস্থলের দিকে এগোতে পারছে না।

আর দেরি করল না রানা, উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। গোলমালের সুযোগটা কাজে লাগাবে... চুরি করবে রেপ্লিকা। রেমিকে নিয়ে চিন্তা নেই, টুরিস্টদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারবে ও।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে কামরার প্রবেশপথে পৌঁছে গেল রানা। যা ভেবেছিল তা-ই, ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে ভিতরের অ্যাটেনডেন্ট। বাইরে বেরুনোর চেষ্টা না করে ভিতরেই কাশছে খক খক করে, অথচ গ্রেনেড যে-ধোঁয়া তৈরি করেছে, সেটা মোটেই বিষাক্ত নয়।

ব্যাকপ্যাক থেকে পেইন্ট গান বের করে সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে কয়েকবার ফায়ার করল রানা। লেন্স ঢেকে দিল কালো রঙে। গানটা আবার ব্যাগে ভরে ফেলল, চলে গেল পাশের কামরায়।

ফায়ার এগজিটের সামনে হতভম্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। চেহারায় ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব। জরুরি পরিস্থিতিতে আটকা পড়া লোকজনকে দরজা খুলে বের করে দেয়া তার দায়িত্ব, কিন্তু এখনও কেউ আসেনি এদিকে। ভিজিটিং আওয়ারের শেষদিকে বলে সমস্ত দর্শনার্থী মিউজিয়ামের সামনের দিকে চলে গিয়েছিল, ওখান দিয়েই বের হচ্ছে তারা। এগজিটের সামনে একা রয়ে গেছে লোকটা। বোধহয় ভাবছে অনর্থক প্রাণের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে।

'এখানে একজন আটকা পড়েছে,' গার্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'প্লিজ, জলদি আসুন!'

দ্বিধা কেটে গেল লোকটার। তড়িঘড়ি করে ছুটে এল। তাকে নিয়ে অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের কামরায় ঢুকল রানা। ভিতরে ঢুকেই প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল তার ঘাড়ে। মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে। পকেট নাইফ বের করে তার কোমরের রিট্র্যাক্টেবল কর্ড কেটে ফেলল, নিয়ে নিল চাবির রিং। অ্যাটেনডেন্ট এখনও কাশছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে কামরা, রানাকে দেখতে পাবে না সে। ধোঁয়ায় কোনও ক্ষতিও হবে না তার, একটু পরে নিজে থেকেই বেরিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে।

হাতড়ে হাতড়ে রেপ্লিকার কেইসের কাছে চলে গেল রানা। গোছা থেকে সঠিক চাবিটা খুঁজে নিতে গিয়ে পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট। খানিক পরে সঠিক চাবিটা কি-হোলে ঢুকিয়ে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে বেজে উঠল দ্বিতীয়

অ্যালার্ম—এটা মোশন ডিটেক্টরের। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই ওর, নরকতাণ্ডব বেধে গেছে মিউজিয়ামে। সিকিউরিটির লোকজন এ-পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় নেবে।

চাবিতে মোচড় দিতেই খুলে গেল কেইসের উইণ্ডো। ভিতরে হাত ঢোকাতে যাবে রানা, এমন সময় পিছনে শোনা গেল অপরিচিত গলা।

'থামুন, মিস্টার! খবরদার, কোনও চালাকি নয়!'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল রানা। ইউনিফর্ম পরা অ্যাটেনডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে ওর কয়েক ফুট পিছনে। হাতে পিস্তল, তাক করে রেখেছে ওর দিকে। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। নিশ্চয়ই কামরা থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিল সে, পথে পেয়ে গেছে অজ্ঞান গার্ডকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কেটে গেছে তার, বুঝে ফেলেছে আসল ঘটনা। খুঁজে বের করেছে রানাকে। ওকে ঠেকাবার জন্য নিয়ে এসেছে গার্ডের পিস্তল।

কথা বলতে যাওয়া বৃথা, বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। অ্যাটেনডেন্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপ দিল ও, লোকটাকে জাপটে ধরে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

বেকায়দায় পড়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট, পিস্তলটা আটকা পড়ে গেছে দু'জনের দেহের মাঝখানে—ব্যবহার করা যাচ্ছে না, আবার ফেলে দেবারও সাহস পাচ্ছে না। এক হাতে রানাকে জাপটে ধরতে চাইল সে, কিন্তু সফল হলো না। প্রতিপক্ষের সুটের সামনের অংশ খামচে ধরল রানা, ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে; চেষ্টা করল মাথাটা মেঝেতে বাড়ি খাওয়াতে। পা দিয়ে পেঁচিয়ে ওকে শরীরের উপর থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল অ্যাটেনডেন্ট। কিন্তু মুঠোটা ছাড়ল না ও, কাত হবার সময়ও শত্রুকে ধরে রাখল দেহের সঙ্গে, কিছুতেই অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ

দেবে না।

বিচিত্র ভঙ্গিতে লড়ে চলল দুজনে—হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে... কখনও এ ওর উপরে, কখনও ও এর উপরে, কখনও বা পাশাপাশি জড়িয়ে ধরে রেখেছে একে অন্যকে। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। উপায়ান্তর না দেখে কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল রানা লোকটার নাকে। নাক থেঁতলে গেল অ্যাটেনডেন্টের, কাতরে উঠল সে। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের বশে রানাকে ছেড়ে দিয়ে আহত মুখ ঢাকতে চাইল সে দু'হাতে। হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ল তার পিস্তল।

তাকে আর সুযোগ দিল না রানা। চিত হয়ে পড়া শরীরটার উপর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে পড়ল ও, হাঁটু দিয়ে আটকে ফেলল হাতদুটো। তারপর ইস্পাতকঠিন দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরল ও। চাইলে শ্বাসনালী ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু তা করল না ও, শুধু হালকা চাপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করল। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাটেনডেন্টের, কয়েক দফা মোচড়ামুচড়ি করে জ্ঞান হারাল। হাঁপাতে হাঁপাতে তার উপর থেকে সরে গেল রানা। বিরাট এক ফাঁড়া কেটেছে। লোকটা অস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ হলে খবর ছিল।

গ্যালারির দিক থেকে ভেসে আসছে পায়ের আওয়াজ। ভিড় ঠেলে এপাশে চলে এসেছে অন্যান্য অ্যাটেনডেন্ট আর সিকিউরিটির লোকেরা। দ্রুত হাত চালাল রানা। ডিসপ্লে কেইস থেকে রেপ্লিকাটা বের করে ঢুকিয়ে ফেলল ব্যাকপ্যাকে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে ফায়ার এগজিট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বিকেলের উজ্জ্বল রোদ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। দৃষ্টি একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ডকে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। বাস স্টপে কেউ নেই। তামাশা দেখবার জন্য সবাই চলে গেছে মিউজিয়ামের সামনের দিকে।

ছুট লাগাল রানা। মিউজিয়ামের ফেন্স টপকে চলে গেল মোটরসাইকেলের কাছে। মুরল্যাণ্ড জানতে চাইল, 'কাজ হয়েছে?'

'নইলে এভাবে ছুট লাগাই?' এক লাফে মোটরসাইকেলে চড়ে বসল রানা।

মুরল্যাণ্ডও নিজেরটায় চড়ল। 'কোনও ঝামেলা হয়নি তো? তোমার তো কোনও কিছুই প্ল্যান মোতাবেক এগোয় না।'

'এবার তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'জনৈক অ্যাটেনডেন্ট অতি-উৎসাহী হয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি।'

'কী!' আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাধা দিয়েছে তোমাকে? তা হলে শুধু ঘুম পাড়িয়ে কী লাভ হলো? ওর তো ব্রেইনওয়াশ করা দরকার, যাতে তোমার চেহারা মনে করতে না পারে!'

'চিন্তার কিছু নেই। ভিতরে এত ধোঁয়া... ওর চেহারাও ঠিকমত দেখতে পাইনি আমি, আমারটা দেখবে কী করে?'

'শুনে খুশি হলাম। চলো কেটে পড়া যাক।'

মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল দু'জনে। রানা চলে গেল বিপরীতমুখী রাস্তায়। মুরল্যাণ্ড গেল মিউজিয়ামের সামনে, রেমিকে তুলে নেবার জন্য।

মিনিটদশেক পরে পুলিশ যখন সাইরেন বাজিয়ে হাজির হলো, তখন ওরা তিনজনই গায়েব হয়ে গেছে।

নয়

রেমিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে অ্যাথেন্সের কামারপাড়ায় চলে গেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। ওখানে রানার পরিচিত এক গ্রিক ভদ্রলোকের মেটাল ওঅর্কশপ আছে। তাঁর সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছে রানা, একান্তে কাজ করবে বলে সন্ধ্যার জন্য ধার চেয়েছে ওঅর্কশপটা। ওর কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ গ্রিক ভদ্রলোক, এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছেন। কৌতূহল দেখাননি। রানা আর মুরল্যাণ্ড ওঅর্কশপে হাজির হতেই চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

টানা সাত ঘণ্টা কাজ করল দু'বন্ধু। রেপ্লিকা খুলে বের করে আনল মেইন গিয়ার। সেটার উপরে আবার কারিগরি ফলাল জিয়োলেবের ভিতরে সেট করবার জন্য। ডিভাইসটা পুরোপুরি খুলে ফের জোড়া দিতেও ব্যয় হলো প্রচুর সময়। মাঝরাতে কাজ শেষ হলো ওদের। চূড়ান্ত ইন্সপেকশন শেষে সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। ওয়ার্কিং কণ্ডিশনে ফিরে গেছে জিয়োলেব। সবগুলো ঘোরানো যাচ্ছে মসৃণভাবে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাঁটাগুলোও চমৎকারভাবে ঘুরছে।

'নট ব্যাড,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড। 'অন্তত এটার দিকে তাকিয়ে মিউজিয়াম-ডাকাতির মত একটা কলঙ্কের কথা ভুলে থাকা যাবে।'

'ব্যাপারটাকে কলঙ্ক না ভেবে অ্যাচিভমেন্ট ভাবলেও কিন্তু চলে,' বলল রানা। 'যা-ই বলো, অসাধ্যসাধন করেছি আমরা। একটা দেশের জাতীয় জাদুঘরে ঢুকে তুলে এনেছি মহামূল্যবান একটা আর্টিফ্যাক্ট। যে-সে কথা নয়!'

'ওটা অ্যাচিভমেন্ট নয়, আমাদের জন্য ক্রিমিনাল রেকর্ড,' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'ধরা পড়লে মালা পরাবে না কেউ, বরং জুটবে হাতকড়া। সোজা নিয়ে ঢোকাবে শ্বশুরবাড়িতে।'

'তার আগেই কাজ শেষ করে জিনিসটা ফেরত দিয়ে দেব,' বলল রানা। 'কারা নিয়েছিল, আর কারাই বা ফেরত দিল, তা টেরই পাবে না কেউ।'

'তা হলে তো ভালই,' টেবিলের উপর থেকে রেপ্লিকার অংশগুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ?'

'বিশ্রাম। সকাল আটটায় খুলবে পার্থেনন। তার আগ পর্যন্ত কিছুই করার নেই। গত দু'দিনে যথেষ্ট ধকল গেছে, বিশ্রামটা খুব জরুরি।'

'আগামীকাল কিন্তু গ্যারেটের দেয়া শেষ দিন!' মনে করিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'পার্থেননে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি কাজ নেই আমাদের। ওখান থেকে সরাসরি চলে যাব এয়ারপোর্টে। জেট রেডি থাকবে... আশা করি লাঞ্চের আগেই রোমে পৌঁছুতে পারব আমরা।'

ইতিমধ্যে দু'জনে আলোচনা করে দেখেছে, নেপলসে ল্যাণ্ড করা ঠিক হবে না। মায়া ওখানে ওদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকবে। রোমে যাওয়াই নিরাপদ। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সড়কপথে পৌঁছুনো যাবে নেপলসে। পথে কোনও ঝামেলার

আভাস পেলে গাড়ি বদলে নেবে, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বিকল্প রুট।

চোখ কচলাল রানা। ঘুমানো দরকার ওর, কিন্তু মাথার ভিতরে হাজারটা দুশ্চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। বিছানায় শুলেও ঘুম আসবে কি না সন্দেহ।

বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে মুরল্যাণ্ড। নরম গলায় বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কীভাবে হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'গ্যারেটকে মাইডাস চেম্বারের খোঁজ দিলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ওর হাতে একটা নিউক্লিয়ার বোমা আছে!'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ওটা ওর কোন্ কাজে লাগবে। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক।'

'বড় ধরনের কোনও প্ল্যান আছে গ্যারেটের। নইলে একই সঙ্গে গুপ্তধনের সন্ধান আর নিউক্লিয়ার বোমা জোগাড় করত না।'

'ওয়াশিংটনে যদি ওটা ফাটায়, আগামী বিশ বছরের জন্য ভুতুড়ে শহরে পরিণত হবে আমাদের রাজধানী।'

'হয়তো আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আক্রোশ আছে ওর,' আন্দাজ করল রানা।

'সে তো আমারও আছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ইনকাম-ট্যাক্স দিতে পছন্দ করি না আমি!'

হাসল রানা। 'আপাতত গ্যারেটের কথামত কাজ করাটাই বোধহয় ভাল। তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের কোনও ক্ষতি হবে না।'

'অ্যাডমিরাল কিন্তু চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নন। নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করবেন। আমরা এদিকে গ্যারেটের ইশারায় নাচছি... অথচ উনি হয়তো নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।'

বড় কোনও বিপদ হবে বলে মনে হয় না। আমাদের কাছে প্রতিদিন ভিডিও পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে গ্যারেট। অ্যাডমিরালের কিছু হলে আমরা বেঁকে বসব, তা ও খুব ভাল করেই জানে। আসলে... অ্যাডমিরাল কিছু করতে পারলে বরং ভালই হয়। এফবিআই তো এখন পর্যন্ত কোনও সূত্রই খুঁজে পায়নি।'

রানার কথার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না মুরল্যাণ্ডের। সত্যিই এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অ্যাডমিরালকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায়। গতকাল সকালে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা হয়েছে ওদের। তিনি জানিয়েছেন, এফবিআই কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গ্যারেটের সেলফোনের লোকেশন বের করতে পারছে না ওরা, এক ধরনের স্ক্র্যাম্বলার ব্যবহার করছে সে। জিয়োলেবের জিপিএস ট্র্যাকারের সিগনালও যাচ্ছে ইন্টারনেটের একটা সার্ভারে—সেটা ভুয়া নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে লোকটা। কোনও পেপার ট্রেইল নেই। প্রতিদিন যদিও ইমেইলে ভিডিও পাঠাচ্ছে গ্যারেট, সেটা আসছে ইয়োরোপের তিনটে গোস্ট সার্ভারের মাধ্যমে। ওগুলোতে উৎসের কোনও তথ্য জমা থাকে না। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের বিস্ফোরণে ধ্বংস হওয়া ট্রাকটা পরীক্ষা করা হয়েছে—ওটা দু'দিন আগে চুরি করা হয়েছিল, মালিকের সঙ্গে গ্যারেটের কোনও সম্পর্ক নেই। এক্সপ্লোসিভের কাঁচামালগুলোও সাধারণ যে-কোনও দোকান থেকে কেনা যায়। ফলে সেদিক থেকেও ট্র্যাক করা যাচ্ছে না লোকটাকে। সবমিলিয়ে চরম হতাশাজনক এক পরিস্থিতি। গ্যারেটকে আটক করবার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছে রানা, কিন্তু তাতে হিতে-বিপরীতও ঘটে যেতে পারে। এখন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন যদি নিজ চেষ্টায় মুক্ত হতে পারেন... কিংবা নিদেনপক্ষে নিজের লোকেশনের ব্যাপারে কোনও সূত্র পাঠাতে পারেন, বড্ড উপকার হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে রানা বলল, 'বসে থেকে লাভ নেই। চলো হোটেলে ফিরি।'

ব্যাকপ্যাকে জিয়োলেব ঢুকিয়ে ফেলল ও। তারপর মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওঅর্কশপ থেকে।

হোটেলে তিন রুমের একটা স্যুইট নিয়েছে ওরা। ভিতরে ঢুকতেই লিভিং রুমের সোফায় রেমিকে বসে থাকতে দেখল রানা আর মুরল্যাণ্ড। মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জেগে আছে মেয়েটা।

'ঘুমোওনি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রানা।

'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল রেমি। 'কাজ হলো? মেরামত করতে পেরেছ ডিভাইসটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যাগ থেকে জিয়োলেবটা বের করে দেখতে দিল রেমিকে। বলল, 'গুড অ্যাজ নিউ!'

'চমৎকার!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেমির মুখ। 'হাত-মুখ ধুয়ে নাও তা হলে। আমি খাবার আনিয়ে রেখেছি।'

'তার কোনও দরকার ছিল না। কাজের ফাঁকে ডিনার সেরে নিয়েছি আমরা। ববি ছেলেমানুষ, খিদে সহ্য করতে পারে না।'

'আহ্ হা!' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বেচারি শখ করে আমাদের খাওয়াতে চাইছে... তুমি মানা করছ কোন আক্কেলে?'

'পেটুক কোথাকার!' চোখ পাকিয়ে বলল রানা।

হেসে ফেলল রেমি। 'বসো তোমরা। আমি নিয়ে আসছি খাবার।'

'কষ্ট করে সার্ভ করবার প্রয়োজন নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তা ছাড়া টেবিলে বসে ভদ্রোচিতভাবেও খেতে পারব না এখন। কোথায় রেখেছেন বলে দিন। আমি রুমে নিয়ে খাব। তারপর সোজা বিছানায়।'

'ফ্রিজের ভিতরে পাবেন। ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কারি আর

মিক্সড ভেজিটেবল। আভনে গরম করে নিন।'

'থ্যাঙ্কস।' খাবার নিয়ে দু'মিনিট পরেই নিজের কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

রানা সোফায় বসে পড়েছে। রেমি জানতে চাইল, 'তুমি খাবে না?'

'উঁহুঁ। খিদে নেই।'

'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'তোমাকেই বা ফ্রেশ দেখাচ্ছে কেন?'

'সন্ধ্যায় এক দফা ঘুমিয়ে নিয়েছি। করার মত কোনও কাজ ছিল না তো!'

'ভাল করেছ।'

মাথা এদিক-ওদিক করল রানা। ককিয়ে উঠল মৃদু। টেবিলের উপরে ঝুঁকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়েছে ওকে, আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘাড়ের পেশি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রেমি। বলল, 'স্থির হয়ে বসো। আমি তোমার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই...' আপত্তি জানাতে গেল রানা।

'চুপ করো তো! দরকার আছে কি নেই, সেটা আমি বুঝব।'

রানার ঘাড়ে হাত রাখল রেমি। ধীরে ধীরে শুরু করল মালিশ। ওর হাতে যেন জাদু আছে, অদ্ভুত এক আরাম অনুভব করল রানা। চোখ মুদে ওর হাতে সঁপে দিল নিজেকে।

দশ মিনিটের মাথায় ঘাড়ের ব্যথাটা অনেকখানিই দূর হয়ে গেল রানার। রেমিকে থামতে বলে সোফায় হেলান দিল ও। এলিয়ে দিল শরীর। ওর মুখোমুখি এসে বসল রেমি। জিজ্ঞেস করল, 'ভাল লাগছে এখন?'

'হুঁ। ধন্যবাদ। তবে এভাবে সেবাযত্ন পেতে অভ্যস্ত নই আমি। চাইও না, কেউ আমার সেবা করুক।'

'দূর! কীসের সেবাযত্ন? এতকিছু করছ তুমি... তার বিনিময়ে কী-ই বা করছি আমি?'

বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কথা বলছে রেমি। রানা তা লক্ষ করে বলল, 'তোমাকে আজ বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ব্যাপার কী?'

'তোমার উপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছি। কেন যেন মনে হচ্ছে, সব ঠিক করে ফেলবে তুমি।'

একটু ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। 'তোমার মনে ভয় ঢোকাতে চাই না... কিন্তু তারপরেও বলছি, এতটা নিশ্চিত হয়ো না। আমি নিজেই ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। সামনের সবকিছুই ভীষণ অনিশ্চিত। কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না।'

একটু হাসল রেমি। 'তোমার ভয়ের কারণ আমি জানি, রানা। পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই, সেজন্যেই ভুগছ অনিশ্চয়তায়। অটোবানে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য চেহারা দেখেছি তোমার। কারণ সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত ছিলে তুমি; জানতে কীভাবে কী করলে পিছনের গাড়িদুটোকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে। কিন্তু এখন তুমি সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছ। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর আমার বোনকে উদ্ধারের কঠিন দায়িত্ব তোমার কাঁধে, অথচ জানো না কীভাবে সেটা করা সম্ভব। সম্ভবত ভয়ও পাচ্ছ আমার আর ববির কিছু হয়ে যায় কি না সে-কথা ভেবে।'

'আমার সাইকো-অ্যানালিসিস করছ?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'উঁহুঁ। শুধু সমস্যাটা ধরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ব্যর্থতার ভয় করছ তুমি, তাই না?'

স্থির হয়ে গেল রানা। রেমি যেন ওর মনের ভিতরটা পড়তে পারছে! ভুল বলেনি মেয়েটা... সত্যিই ব্যর্থতার ভয় জেঁকে বসেছে ওর মনে। গ্যারেট মূলত ওকে টার্গেট করেছে, তাই পুরো ব্যাপারটার জন্য নিজেকেই পরোক্ষভাবে দায়ী করছে ও। ওর কারণেই অপহৃত হয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন... ওর কারণেই

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অভিযানে বেরোতে হয়েছে রেমি আর মুরল্যাণ্ডকে। এখন ওদের কারও যদি কিছু হয়ে যায়, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না রানা।

বিষণ্ন চোখে রেমির দিকে তাকাল ও। 'এসব প্রসঙ্গ কেন তুলছ?'

উঠে এসে রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রেমি। হাত রাখল ওর হাতে। বলল, 'কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, রানা। যা ঘটেছে... অথবা সামনে যা ঘটবে, তার জন্য তুমি দায়ী নও। একাও নও তুমি। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, আমি আর ববি তার সমান ভাগীদার হবো।'

ওর কথাগুলো হৃদয় স্পর্শ করল রানার। সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। চোখে চোখ রাখল দু'জনে, ভুলে গেল সবকিছু। ধীরে ধীরে কাছাকাছি হলো ওদের মুখ। ভারী হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। আর এক ইঞ্চি এগোলেই স্পর্শ করবে দু'জনের ঠোঁটজোড়া। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে চোখের পাতা মুদল রেমি।

আর তখুনি সংবিৎ ফিরে পেল রানা। সচেতন হয়ে উঠল। এ কী করতে চলেছে ও? পরিস্থিতির কারণে ক্ষণিকের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রেমি... এ ধরনের আবেগ সাধারণত চিরস্থায়ী হয় না, পরে ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বুকের ভিতরে দাপাদাপি করছে হৃৎপিণ্ড, বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল ও। সাবধানে রেমিকে ঠেলে দিল দূরে।

বিস্ময় নিয়ে চোখ খুলল রেমি। দৃষ্টিতে মিশে আছে অপমান আর অভিমান। বলল, 'ত্... তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'করি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই আবেগের বশে তুমি যা করতে চাইছ, তার সুযোগ নিতে চাই না। এখন একটা অস্থির সময় কাটাচ্ছি আমরা, রেমি। কেউই ঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছি না। এসব শেষ হোক, তারপর নাহয় ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত

নিয়ো, আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে কি না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রেমি, তারপর ওর দৃষ্টি বদলে গেল। নতুন আলোয় দেখছে রানাকে। হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। বলল, 'ইউ আর আ রিয়েল জেন্টলম্যান, রানা। যুক্তি আছে তোমার কথায়, তবে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবু... তোমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে... অপেক্ষা করব আমি। গুড নাইট।'

'গুড নাইট, রেমি।' ঢোঁক গিলে পাল্টা সম্ভাষণ জানাল রানা।

হাসিমুখে বিদায় নিল রেমি। রানাও গিয়ে ঢুকল নিজের কামরায়। কাপড় বদলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ভেবেছিল ঘুম আসবে না, কিন্তু বালিশে মাথা ঠেকানোর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই তলিয়ে গেল ও অতল ঘুমে।

দশ

অ্যাক্রোপোলিসের ঢালু পথ ধরে উপরে উঠছে বিশালদেহী টমি কাভানো। সঙ্গে রয়েছে তিন সঙ্গী। এদের মধ্যে একজন হলো আন্তোনিয়ো, বাকি দু'জনকে শেষ মুহূর্তে যোগ করেছে মায়া, বোধহয় ভেবেছে ওদের দু'জনের পক্ষে মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ডকে কাবু করা সম্ভব না-ও হতে পারে। ব্যাপারটা একটু অপমানজনক হলেও আপত্তি করেনি টমি, দল বড় হলে ক্ষতি নেই কোনও। হাত নিশপিশ করছে তার। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাইরে

মুরল্যাণ্ড ওদেরকে যেভাবে পিটিয়েছিল... তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে।

ভোর ছ'টায় অ্যাথেন্সে পৌঁছেছে ওরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পরিচিত এক লোকাল সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিল, তার কাছ থেকে জোগাড় করেছে চারটে পিস্তল আর অ্যামিউনিশন। আটটা বাজার আগেই চলে এসেছে পার্থেননে। গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিনেছে টিকেট। এখন অ্যাক্রোপোলিসের চূড়ায় উঠছে শিকারের জন্য ফাঁদ পাতার উদ্দেশ্যে।

অনেকে ভাবে পার্থেনন আর অ্যাক্রোপোলিস বুঝি সমার্থক। বাস্তবে তা নয়। অ্যাক্রোপোলিস আসলে বিশাল একটা পাথুরে মালভূমি, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে অনেকগুলো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওগুলোরই একটা হলো পার্থেনন—গ্রিকদের প্রাচীন মন্দির, যেখানে উপাসনা করা হতো দেবী অ্যাথেনা-র। টমি জানে, এই ধ্বংসাবশেষ ওদের নেপলস নগরীর চেয়েও পুরনো; তবু কোনও ধরনের বিস্ময় বা মুগ্ধতা অনুভব করল না। দূর থেকে পুরো মালভূমিকে স্রেফ একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হলো তার। যে-পার্থেননকে নিয়ে এত মাতামাতি, সেটাও নিজের মহিমা হারিয়েছে। কাঠামোটা যে আজও ধসে পড়ে যায়নি, তা-ই আশ্চর্য।

ইতিমধ্যে কড়া রোদ উঠেছে, কোথাও ছায়া পাবার জায়গা নেই। আনমনে মাথা নাড়ল টমি, পরনের পোশাক নিয়ে আরেকটু মাথা ঘামানো উচিত ছিল। চারজনেই ফুলশার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরেছে, কোমরে গোঁজা পিস্তল লুকানোর জন্য তার উপর চাপিয়েছে ব্লেজার। পায়ে চামড়ার জুতো। গরমে প্রত্যেকে ঘামতে শুরু করেছে। অথচ আশপাশে যত টুরিস্ট দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই পরেছে শর্টস আর টি-শার্ট। পায়ে দিয়েছে স্যাণ্ডেল বা স্নিকার। সন্দেহ নেই, ভিড়ের মাঝে এক দেখাতেই ওদের

চারজনকে আলাদা করতে পারবে যে-কেউ।

কিন্তু এ-নিয়ে হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই এখন। যা হবার তা হয়ে গেছে। সঙ্গীদের কাছে ডেকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিল সে। দু'জন পজিশন নেবে এণ্ট্রান্সের কাছে, বাকি দু'জন তাদের ব্যাকআপ হিসেবে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবে। মালভূমিতে উঠে আসার পথ ওই একটাই বলে মনে হয়েছে টমির কাছে। কাজেই ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছুতেই পার্থেননের মন্দিরে পৌঁছুতে পারবে না মাসুদ রানা বা তার সঙ্গীরা।

প্রোপিলেয়া-র দিকে অগ্রসর হবার সময় ভুরু কুঁচকে গেল টমির। ওটা একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি, যেটা ধরে অ্যাক্রোপোলিসের মূল অংশে পৌঁছুনো যায়। সিঁড়িতে টুরিস্টদের ছোটখাট একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা কী করে হয়? ওরাই তো সবার আগে ঢুকল অ্যাক্রোপোলিসের গেট দিয়ে! তা হলে সামনের গ্রুপটা এল কোত্থেকে?

ডানে তাকাতেই নতুন একদল টুরিস্টকে এগিয়ে আসতে দেখল টমি। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল নিজের ভুল। উপরে ওঠার রাস্তা আসলে একটা নয়, দুটো। কী কপাল... যেটা দিয়ে তাড়াতাড়ি ওঠা যায়, সেটা দিয়ে ওঠেনি ওরা। উঠেছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথটা ধরে! বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল সে। আরেকটু খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল।

ছবি দেখে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের চেহারা মনের ভিতর গেঁথে নিয়েছে ওরা। তাড়াতাড়ি ভিড়ের উপর নজর বোলাল টমি। নাহ্, এখানে নেই ওদের কেউ। দ্রুত নিজের প্ল্যানে সংশোধন করল। প্রোপিলেয়া-র সামনে পজিশন নিলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আশপাশে তাকাল বসবার মত একটা জায়গা পাবার আশায়। সারাদিন থাকতে হবে এখানে, দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। পছন্দসই একটা জায়গা পেল খানিক পরেই, তবে গেল না

ওখানে। সতর্কতা হিসেবে পার্থেননের সামনেটা দেখে আসা প্রয়োজন। বলা যায় না, রানা হয়তো এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে।

তিন সঙ্গীকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল টমি।

'এখানে সিন ক্রিয়েট করা চলবে না,' বলল সে। 'শিকারকে যদি স্পট করতে পারি, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে। বাইরে যাবার পর মুরল্যাণ্ড আর ড. হ্যাডলিকে রাস্তার ধারে গুলি করে ফেলে দেব। ক্লিয়ার? আর হ্যাঁ... ওই বজ্জাত মুরল্যাণ্ড কিন্তু আমার আর আন্তোনিয়োর শিকার, এ-কথা খেয়াল রেখো সবাই।'

'ওরা যদি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি না হয়?' জানতে চাইল আন্তোনিয়ো। 'যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে?'

'সেক্ষেত্রে এখানেই মরবে ওরা, আমরা ওদের জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়ব,' বলল টমি। 'বসের সে-রকমই হুকুম।'

হাসি ফুটল গুণ্ডাদের মুখে। হুকুমটা পছন্দ হয়েছে।

'আন্তোনিয়ো, তুমি আমার সঙ্গে চলো,' বলল টমি। 'পার্থেননের সামনে একবার চক্কর দিয়ে আসা দরকার। আর তোমরা...' বাকি দু'জনের দিকে তাকাল, 'এখানেই পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করো।'

দু'ভাগ হয়ে গেল দল। আন্তোনিয়োকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

সংক্ষিপ্ত পথটা ধরে উঠে আসায় বেশ দ্রুতই অ্যাক্রোপোলিসের মালভূমিতে পৌঁছেছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড; কিন্তু উপরে ওরাই প্রথম পা রাখেনি। পার্থেননের দিকে এগোতে গিয়ে বেশ কিছু শ্রমিকের দেখা পেল ওরা—গ্যাণ্ট্রি ক্রেইনের সাহায্যে বড় বড় মার্বেল-ব্লক সরাচ্ছে। রোববার ছুটির দিন, তারপরেও এদেরকে

কাজ করতে দেখে অবাক হলো না ওরা; আসার পথে এক গাইডের কাছে শুনেছে—সামনের জুনে কী যেন একটা অনুষ্ঠান হবে এখানে, তাই জোরেশোরে রেস্টোরেশনের কাজ চলছে।

রানা আর মুরল্যাণ্ড এই প্রথম এল অ্যাক্রোপোলিসে, তবে রেমির এটা তৃতীয় ভিজিট। তারপরেও ওদের মতই মুগ্ধ, অভিভূত হলো ও। কিছু কিছু দৃশ্য আসলে কখনোই পুরনো হয় না, হারায় না নিজের জাদু। বিশেষ করে পার্থেনন... সময়ের করাল থাবা, কিংবা আড়াই হাজার বছরের ধ্বংসযজ্ঞ... কিছুই ম্লান করতে পারেনি ওটার আভিজাত্য। আর্কিটেক্টরা বলেন, ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে নিখুঁত বিল্ডিং; তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত নেই রেমির। কলামগুলো পুরোপুরি সমান্তরাল নয়, কিছুটা সিগার-শেপের। এর ফলে এক ধরনের দৃষ্টি-বিভ্রম দেখা দেয়। মনে হয় যেন সমান্তরাল রেখাগুলোই হঠাৎ করে পরস্পরের দিকে বেঁকে গেছে। পুরোপুরি খাড়াও নয় ওগুলো, একটু হেলানো। হিসেব করে দেখা গেছে, কলামগুলোর দৈর্ঘ্য আকাশের দিকে এক মাইল বাড়ানো হলে ওগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করবে। এ-ধরনের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য হাল-জামানার কোথাও পাওয়া যাবে না।

রেমির মুগ্ধতা ওখানেই। কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষেরা তাদের কীর্তি দিয়ে আজও বিস্মিত করে চলেছে ওদের। কী অদ্ভুত এক ব্যাপার! রানা আর মুরল্যাণ্ডকে ঈর্ষা হলো ওর। এমন জিনিস প্রথমবার দেখার আনন্দই আলাদা।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রেমি। নুড়ি বিছানো পথে উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরে পা বেধে হোঁচট খেলো। পড়ে যাবার আগেই খপ্ করে ওকে ধরে ফেলল রানা।

'থ্যা... থ্যাঙ্কস!' বিব্রত কণ্ঠে বলল রেমি।

'সাবধানে হাঁটো,' নরম গলায় বলল রানা। 'পথটা ভীষণ উঁচু-নিচু। সবখানে পাথর বেরিয়ে আছে।'

'জানি। আগেও হোঁচট খেয়েছি। গতবার তো মুখ থুবড়ে পড়েই গিয়েছিলাম।'

'সে কী! তা হলে আজও এত অসাবধান কেন?'

'আসলে... এখানে এলেই অন্য জগতে হারিয়ে যাই আমি। রাস্তার দিকে আর মনোযোগ থাকে না।'

হাসল রানা। 'এতটা হারিয়ে যাওয়া ভাল নয়, ম্যাডাম!'

রেমিও হাসল। কৃতজ্ঞ বোধ করছে রানার প্রতি। গত রাতের ঘটনার পর ওদের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে না বলে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। সহজ আচরণ করছে রানা, যেন কাল কিছুই ঘটেনি ওদের মাঝে। ভালই হয়েছে তাতে, নতুন কোনও দুশ্চিন্তা আর চেপে বসছে না মাথায়।

মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। রেমি বলল, 'কী অদ্ভুত সুন্দর, দেখেছ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কত পুরনো এটা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭ সালে তৈরি হয়েছে পার্থেনন,' বলল রেমি। 'চারদিকের ভাস্কর্যগুলোও সেই আমলের। এখন সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু শুরুতে সবগুলোই ছিল রঙিন।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'সময়ের প্রভাবে রঙ নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু স্পেক্টোগ্রাফির মাধ্যমে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন আর্কিয়োলজিস্টরা।'

'এখান থেকে তো সব স্কাল্পচার নেয়া হয়নি ইংল্যাণ্ডে,' বলল রানা। 'কোথায় ওগুলো?'

'নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়ামে,' বলল রেমি। 'ওটা মালভূমির দক্ষিণ পাশে। পুরনো মিউজিয়ামটা ওইদিকে।' আঙুল তুলে পার্থেননের পশ্চিমে একটা ভাঙাচোরা বিল্ডিং দেখাল ও।

দরজা-জানালা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চারদিকে তারকাঁটার বেড়া।

'বন্ধ নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'বন্ধ এবং পরিত্যক্ত,' বলল রেমি। 'বড্ড ছোট ছিল ওটা। আর্টিফ্যাক্ট রাখবার মত প্রয়োজনীয় সুবিধেও ছিল না। তাই অত্যাধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সহ নতুন মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে। এখন ওটা দেখিয়েই এলজিন মার্বলস্ ফেরত চাইছে গ্রিক সরকার। এতদিন ব্রিটিশরা যুক্তি দেখাচ্ছিল, এখানে রাখলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন সে-যুক্তি ধোপে টিকছে না।'

'হুম। বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে তা হলে!'

'তা তো বটেই। নতুন মিউজিয়ামটা বানানোই হয়েছে গ্রিকদের পাল্লা ভারী করবার জন্য।'

মন্দিরের পূর্ব দিকে চলে গেল ওরা। ওদিককার পেডিমেণ্ট পুরো নষ্ট হয়ে গেছে বলা চলে। কলামের উপরে কোনোমতে টিকে আছে ছাতের ভাঙাচোরা খানিকটা অংশ। একটাই মূর্তি দেখা যাচ্ছে ওখানে। হেলান দিয়ে বসে থাকা হেরাক্লিস... তবে ওটা রিপ্রোডাকশন। আসলটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থাকায় নতুন একটা বানিয়ে বসানো হয়েছে ওখানে, যাতে লোকে বুঝতে পারে মূর্তিসহ পেডিমেণ্টটা দেখতে কেমন ছিল।

মোট আটটা কলাম আছে এ-পাশে। হেরাক্লিসের মূর্তি রয়েছে বাম থেকে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কলামের মাঝামাঝি। ব্যাগ থেকে একটা প্রিণ্টআউট বের করল রানা। ল্যারি কিং পাঠিয়েছে ওটা—প্রাচীন আমলের অক্ষত পেডিমেণ্টের কাল্পনিক ডায়াগ্রাম। আফ্রোদিতির পা ওতে বাম থেকে সাত নম্বর কলামের উপর দেখা যাচ্ছে।

কাগজটা রেমির হাতে দিয়ে এবার জিয়োলেব বের করল রানা। রওনা হবার আগে স্টোমাকিয়োন পাজলের সাহায্যে

ক্যালিব্রেট করে এনেছে ওটা। ডায়ালের তিনটে কাঁটাই এখন ব'রোটার পজিশনে। আর্কিমিডিসের নির্দেশনা অনুসারে কাত করে ধরল ডিভাইসটা, মুখোমুখি হলো ইস্ট পেডিমেন্টের।

'মনে হয় বেশি কাছ থেকে ধরছ,' বলল রেমি। 'এখান থেকে জিয়োলেবের ডায়ালে পুরো পেডিমেন্ট কাভার করবে না। পিছাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল রানা। যেখানে পৌঁছুবার পর পেডিমেন্টের দু'প্রান্ত ডায়ালের সঙ্গে অ্যালাইন হয়ে গেল, সেখানে থামল।

'আরও পিছাও,' বলল রেমি। 'আমার ধারণা, জিনিসটা ওখানে রাখতে হবে।'

ঘাড় ফেরাতেই পাথরে তৈরি একটা বেদি দেখতে পেল রানা। মাটি থেকে চার ফুট উঁচু। সারফেসটা বৃত্তাকার। চলে গেল ওখানে। বেদির উপর জিয়োলেব খাড়া করে রাখল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে মিলিয়ে দেখল অ্যালাইনমেন্ট।

হ্যাঁ, এবার মিলেছে পুরোপুরি। শুধু দুই প্রান্ত নয়, পেডিমেন্টটা অক্ষত থাকলে এখন ওটার ডগাও জিয়োলেবের সঙ্গে এক লাইনে এসে যেত।

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'ববি, নোট নাও।' নব ঘোরাতে শুরু করল ও। একটা কাঁটা নিয়ে গেল হেরাক্লিসের আসন বরাবর। ডায়ালে দেখে নিল কাঁটার অ্যাঙ্গেল। 'বত্রিশ ডিগ্রি।'

নোটবুক বের করে টুকে ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'বত্রিশ ডিগ্রি।'

এবার অন্যপাশের নব ঘোরাল রানা। আফ্রোদিতির পা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নিয়ে গেল দ্বিতীয় কাঁটা। ডায়াল দেখল এরপর। 'একাত্তর ডিগ্রি।'

'একাত্তর ডিগ্রি।' পুনরাবৃত্তি করল মুরল্যাণ্ড।

জিয়োলেবটা আবার ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। রেমি একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ব্যস, এ-ই?'

'উঁহুঁ,' রানা বলল। 'এবার অ্যাঙ্গেলদুটো ম্যাপে বসাতে হবে।'

ব্যাগ থেকে নেপলসের ম্যাপ বের করল ও। বিছাল বেদির উপরে। আঙুল বুলিয়ে খুঁজে বের করল কাসল ডেলোভো আর কাসল সান্তেলমোর অবস্থান। ওগুলোকে কেন্দ্র করে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে আঁকল বত্রিশ ডিগ্রি আর একাত্তর ডিগ্রি নির্দেশক মোট চারটে রেখা। যেখানে ওগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করল সে-জায়গার নাম পড়ল।

'পিয়াৎজা স্যান গেতানো।' বলল ও। 'মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনোর জন্য ওখানকার কোনও একটা কুয়ো দিয়ে ঢুকতে হবে আমাদেরকে।'

'...যেটার গায়ে কাঁকড়ার ছবি থাকবে। রাইট?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'ঠিক ধরেছ?'

'সত্যি?' একটু বিস্ময় নিয়ে বলল রেমি। বিশ্বাসই করতে পারছে না, পার্থেননের কাজটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। 'এতই সহজ?'

'না, সহজ নয়,' আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সঙ্গীদের ছাড়িয়ে পিছনে আটকে গেছে ওর দৃষ্টি। 'সাবধান, নোড়ো না কেউ।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ববি, ওই লোকটাকে কি টুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে তোমার কাছে?'

একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। রুক্ষ চেহারার এক লোক চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে মন্দিরের

পানে। গায়ে কালো রঙের ব্লেজার আর ফুলপ্যান্ট—টুরিস্টের পোশাক এমন হয় না।

তিক্ত চেহারা নিয়ে রানার দিকে ফিরল মুরল্যাণ্ড। 'না, টুরিস্ট না। ব্যাটা একটা মাথামোটা ইটালিয়ান গুণ্ডা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাইরে যে-তিন গর্দভকে প্যাঁদানি দিয়েছিলাম, ও তাদেরই একজন।'

এগারো

ব্যস্ত চোখে টুরিস্টদের চেহারা দেখতে দেখতে এগোচ্ছে ইটালিয়ান গুণ্ডা। দেখামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে মুরল্যাণ্ড। নাকভাঙা ওই গরিলাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। নামটাও মনে আছে—টমি। হাবভাবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওদেরকেই খুঁজছে লোকটা; তবে এখনও দেখতে পায়নি।

'কুইক!' সঙ্গীদের তাড়া দিল রানা। একছুটে একটা ভাঙা দেয়ালের পিছনে গিয়ে লুকাল তিনজনে।

'কী করে জানল ওরা, আমরা এখানে আসব?' বিস্মিত গলায় বলল রেমি।

'ধারণা করছি কীর্তিটা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ড. ফিলবির,' বাঁকা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'ইংল্যাণ্ডে আমাদেরকে এক দফা বেচেছেন ভদ্রলোক, এখানে আবার বেচতে সমস্যা কোথায়?'

'মায়া সম্ভবত অ্যাথেন্স মিউজিয়াম থেকে রেপ্লিকা চুরির

'খবরও পেয়েছে,' বলল রানা। 'সকালে দেখলাম টেলিভিশন আর পত্র-পত্রিকায় খুব হৈচৈ হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে ও।'

'লোকটা নিশ্চয়ই একা আসেনি,' অনুমান করল রেমি। 'আমরা ফিরব কী করে? চারদিকে ফাঁকা জায়গা... আমরা এখান থেকে বেরুলেই দেখে ফেলবে।'

'হুম! সমস্যা বটে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া কঠিনই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'যদি অনুমতি দাও তো এই অধম একটা আইডিয়া দিতে পারে।'

'নিশ্চয়ই!'

'ডিফেন্সের বদলে অফেন্সে চলে গেলে কেমন হয়? আমাদের উপর হামলা চালাবার আগে আমরাই ওর উপর হামলা চালাই না কেন? ওকে ধরে এনে দু'ঘা লাগালেই জানা যাবে আশপাশে আরও ক'জন-কোথায় ওঁত পেতে আছে।'

'মন্দ নয় বুদ্ধিটা। তবে তার জন্য ওকে সরিয়ে নিতে হবে সাধারণ টুরিস্টদের চোখের আড়ালে।'

'তা হলে ওর নাকের সামনে একটা মুলো ঝোলানো যাক।'

'মুলোটা সেক্ষেত্রে তোমাকেই হতে হচ্ছে, ববি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমাকে ও চেনে না।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে,' কপট রাগ দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি বানানো তোমার পুরনো অভ্যাস।'

দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে রেমি। 'তোমাদের প্ল্যানে পানি ঢালতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' বলে উঠল ও। 'লোকটা একা নয়। ওই দেখো।'

রানা আর মুরল্যাণ্ডও উঁকি দিল। প্রথম গুণ্ডার পঞ্চাশ গজ দূরে

আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে—নাকের তলায় সরু এক টুকরো গোঁফ, গায়ে একই ধরনের পোশাক। ভিড়ের মাঝে ঢুঁ মারছে সে।

'ওকেও চিনি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'লণ্ডনে দেখা আরেক গুণ্ডা, গরিলাটার দোস্ত।'

'হুমম... তা হলে দু'জনকে ঘায়েল করতে হবে,' বলল রানা। 'কঠিন কিছু না। দু'দিকে নজর রাখছে ওরা, পরস্পরের দিকে নয়। আলাদাভাবে ওদেরকে টার্গেট করলেই চলে।' মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল। 'গরিলাকেই প্রথমে ধোলাই দেয়া যাক, কী বলো?'

হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। 'এক্কেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ। কীভাবে এগোতে চাও?'

'পুরনো মিউজিয়ামের পিছনে নিয়ে যাও ওকে। আমি ওখানে ঘাপটি মেরে থাকব।'

'আর আমি?' জানতে চাইল রেমি।

'এখানেই থাকো।' ব্যাকপ্যাক থেকে সেলফোনের একটা বাড়তি ইয়ারপিস বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'তুমি আমাদের লুকআউট। গোঁফঅলাকে মিউজিয়ামের দিকে যেতে দেখলেই জানাবে।'

রানার নাম্বারে রিং করল রেমি, কানেকশন নিল। কানে গুঁজল ইয়ারপিস। 'ঠিক আছে।'

'তা হলে শুরু করা যাক,' মুরল্যাণ্ডকে বলল রানা।

ভাঙাচোরা দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় পুরনো মিউজিয়ামের দিকে যতখানি সম্ভব এগোল মুরল্যাণ্ড। তারপর বড় করে দম নিয়ে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটল কয়েক মিনিট, সেই সঙ্গে একটা চোখ রাখল পিছন দিকে। খানিক পরেই গরিলাকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখল, ওকে দেখতে পেয়েছে। সঙ্গীকে ডাকার জন্য ইতি-উতি তাকাল... তবে তাকে সে-সুযোগ দিল না মুরল্যাণ্ড। চট করে সরে গেল একটা দেয়ালের পিছনে।

ওকে হারাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল টমি, আন্তোনিয়োকে ডাকাডাকি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না।

নিজের পিছু পিছু গুণ্ডাকে বেশ কিছুদূর নিয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। আড়াল থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মাঝে সময় ব্যয় করল কিছুটা, রানাকে সময় দিল পজিশনে পৌঁছুবার। এরপর দ্রুত পা চালিয়ে পরিত্যক্ত মিউজিয়াম বিল্ডিঙের দিকে এগোল। পাশ ঘুরে চলে গেল ওটার পিছনে।

বিল্ডিঙের পিছনটা যেন ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। গার্বেজ ব্যাগের বিশাল এক স্তূপ দেখা যাচ্ছে ওখানে। পাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে একটা অচল ক্রেইন। মাটিতে একটা রেললাইন রয়েছে—পুরনো মিউজিয়ামের আর্টিফ্যাক্টগুলো এই রেললাইন ব্যবহার করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে নতুন মিউজিয়ামে। রেললাইনের উপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো ট্রলি। চারকোনা বড়-সড় একটা লোহার বাকেট বসানো আছে ওটার উপরে, সারা গায়ে মরিচা।

রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকল মুরল্যাণ্ড, দু'কান খাড়া করে রেখেছে। কিন্তু পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল না। টমির মতলব আঁচ করতে কষ্ট হলো না—নিশ্চয়ই বিল্ডিঙের অন্যপাশ ঘুরে আসছে সে। সামনে থেকে ওর পথরোধ করবে।

তা-ই হলো। ট্রলির কাছাকাছি পৌঁছুতেই গরিলাকে বিল্ডিঙের পাশ থেকে উদয় হতে দেখল মুরল্যাণ্ড। হাতে উদ্যত পিস্তল। ওকে দেখামাত্র গর্জে উঠল, 'থামো!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দু'হাত। মুখে অনাবিল হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখা হয়েছিল, তাই না? বিচির ব্যথাটা কি গেছে, নাকি এখনও আছে?'

'চুপ করো!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল টমি। পায়ে পায়ে

এগোতে শুরু করল ওর দিকে। হাতের পিস্তল একচুল নড়েনি।

'আহ্-হা! এত খেপছ কেন?' আবারও বলল মুরল্যাণ্ড। 'লণ্ডনের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। আসলে... ভেবেছিলাম তুমি বুঝি চাঁদা চাইতে আসছ!'

'চুপ করতে বলেছি তোমাকে!' হিসিয়ে উঠল টমি। ইতিমধ্যে গার্বেজ ব্যাগের স্তূপটা পেরিয়ে এসেছে সে।

আর তখুনি স্তূপের ভিতর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল রানা। বিদ্যুৎবেগে চলে গেল গরিলার পিছনে, হাতের ছোট্ট ছুরিটা ঠেকাল তার করোটিড আর্টারিতে।

'এবার তুমি চুপ করলেই ভাল করবে,' নরম গলায় বলল ও।

জমে গেল টমি। তিরতির করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট। এভাবে ফাঁদে পড়ায় গালমন্দ করছে নিজেকে।

'পিস্তলটা ফেলে দাও, বন্ধু,' বলল মুরল্যাণ্ড।

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল টমি। তার ঘাড়ের উপর ছুরিটা আরেকটু চেপে ধরল রানা। 'না ফেললে মরবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টমি। হাতের মুঠো আলগা করতে যাবে, এমন সময় রানার ইয়ারপিসে চিৎকার করে উঠল রেমি।

'রানা! বিপদ!!'

পরমুহূর্তে অ্যাক্রোপোলিসের মালভূমি প্রকম্পিত হলো গুলির আওয়াজে।

ভাঙা দেয়ালের পিছন থেকে সরু গোঁফঅলা আন্তোনিয়োর উপরে নজর রাখছে রেমি। কিছুটা সময় তাকে চোখে চোখে রাখল বটে, কিন্তু হারিয়ে ফেলল হঠাৎ।

চঞ্চল হয়ে উঠল রেমি। লোকটা কোন্‌দিকে গেছে জানতে হবে। রানা আর মুরল্যাণ্ডের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে সর্বনাশ। ঝুঁটি খুলে মাথার চুল ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে দিল ও।

সানগ্লাস পরাই আছে, ব্যাকপ্যাক থেকে টুপি বের করে পরে ফেলল মাথায়। চেহারা অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেল এতে, হঠাৎ দেখে কেউ ওকে চিনতে পারবে না।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রেমি। গোঁফঅলা গুণ্ডাকে শেষ যেখানে দেখেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে নজর বোলাল। নাহ্, নেই কোথাও লোকটা। গেল কোথায়? লোকের ভিড়ে মিশে যায়নি, গায়ের পোশাকের কারণে ভিড়ের ভিতরে লুকানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

মুরল্যাণ্ডকেও দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না ওর পিছু নেয়া বিশালদেহী লোকটাকেও। রানা তো আগেই উধাও হয়ে গেছে। অসহায় বোধ করল রেমি। ঝুঁকির কাজটা ওরা করছে, ওকে দেয়া হয়েছিল সহজ একটা দায়িত্ব। তাতেও বুঝি ব্যর্থ হলো?

অস্থির হয়ে উঠেছে রেমি, তারপরেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে চেষ্টা করল। কোথায় যেতে পারে লোকটা? পুরনো মিউজিয়ামের দিকে নজর চলে গেল ওর। ওখানে বিশালদেহীর জন্য ফাঁদ পেতেছে রানা আর মুরল্যাণ্ড, তাই ওদিকেই মনোযোগ দেয়া দরকার। দ্বিতীয় গুণ্ডা যদি ওখানে যাবার চেষ্টা করে, দেখতে পাবে।

ভিড় ঠেলে পরিত্যক্ত বিল্ডিংটার দিকে এগোল রেমি। কাছাকাছি যেতেই কেঁপে উঠল বুক। দেরি করে ফেলেছে... ওই তো, বিল্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে এগোচ্ছে লোকটা, হাতে পিস্তল। দেখতে দেখতে পিছনের কোনায় পৌঁছে গেল। দেয়ালের আড়াল থেকে তাকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখল রেমি, এরপরেই পিস্তল তুলল।

নিশ্চয়ই রানা আর মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পেয়েছে, আন্দাজ করল রেমি। গুলি করতে চলেছে ওদেরকে। রক্ত সরে গেল মুখ থেকে।

সেলফোনে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'রানা! বিপদ!!'
আর তখুনি ট্রিগার চাপল লোকটা।

রেমির সতর্কবাণী শুনতে পায়নি মুরল্যাণ্ড, শুনতে পাওয়ার কথাও নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে নড়ে উঠল ও। সেটাই জীবন বাঁচাল ওর। শরীরের মাত্র এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। ডাইভ দিল মাটিতে।

রানাও নড়ে উঠেছে ইনস্টিঙ্কটের বশে, কিন্তু সেটা ঠিক হয়নি। ঘাড়ের উপর থেকে ছুরি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল টমির শরীরে। পিস্তল আর ফেলল না সে, বরং মুঠো শক্ত করে দ্রুত ঘুরল, পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করল রানাকে। এক হাত তুলে সেই আঘাত ঠেকাল রানা। দু'জনের হাত বাড়ি খেলো, একই সঙ্গে ব্যথায় ককিয়ে উঠল ওরা।

রানার দিকে পিস্তল তাক করবার চেষ্টা করল টমি, কিন্তু থাবড়া দিয়ে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে দিল রানা। শরীরের সম্মুখভাগ অরক্ষিত হয়ে পড়ল গরিলার, গায়ের জোরে তার সোলার প্লেক্সাসে একটা ঘুসি বসাল রানা।

গুঙিয়ে উঠল লোকটা, এক হাতে পেট চেপে ধরে একটু ভাঁজ হয়ে গেল, আরেক হাতে ব্যস্ত হয়ে পিস্তল ফের তাক করবার চেষ্টা করছে। চেহারায় ব্যথা ও বিস্ময়, দুটোই ফুটে আছে। মরিয়া হয়ে গেছে রানা, কাজেই দেরি করল না। ঘুসিটা মেরেই চট্ করে এক পা ডানে সরল, ধাঁই করে আরেকটা হাঁকাল তার বাঁ চোয়ালে। ঠকাস করে জোর আওয়াজ উঠল, মাথা ঘুরে পড়ে গেল টমি। পুরো নয়, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে।

আবার এগোল রানা, পাশ থেকে সজোরে টমির পাঁজরে একটা লাথি মারল ও। মাটির উপর গড়িয়ে গেল লোকটা।

এতকিছুর পরেও হাত থেকে অস্ত্র ফেলেনি, ওটা কেড়ে নেবার জন্য এগোতে গিয়ে থমকে গেল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়েছে নড়াচড়া। ঘাড় ফেরাতেই বিল্ডিঙের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল দ্বিতীয় গুণ্ডাকে, ওকে গুলি করতে চলেছে।

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা—গুলির আঘাত সহ্য করবার জন্য। তবে তার প্রয়োজন হলো না। মাটি থেকে ওকে লক্ষ্য করে বাঘের মত ঝাঁপ দিল মুরল্যাণ্ড, জাপটে ধরে আবার আছড়ে পড়ল মাটিতে। ওদের শরীরের উপর দিয়ে ছুটে গেল আন্তোনিয়োর লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

'এদিকে!' চাপা গলায় বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

হাণ্ড্রেড মিটার স্প্রিন্টের স্টার্টিঙের মত শরীর জাগাল দু'বন্ধু, এক ছুটে চলে এল রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলির পিছনে। আবারও গুলি করল আন্তোনিয়ো, তবে বুলেটগুলো মাথা কুটে মরল লোহার বাকেটের শরীরে।

খড়খড় করে উঠল রানার কানের ইয়ারপিস। রেমি উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল, 'রানা! কী হচ্ছে ওখানে?'

'এদিকে এসো না। গুলি করছে ওরা!'

'আমি তো মিউজিয়ামের পাশে।'

'কেন এসেছ এদিকে? পালাও... পালাও এখুনি!'

'ওহ্ গড! আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা!'

'দৌড়াও!'

গুলিবর্ষণ থেমে গেছে। ইটালিয়ানে চেঁচামেচি শুনতে পেল রানা। ঝুঁকি নিয়ে ট্রলির পিছন থেকে মাথা বের করল, দেখল গোঁফঅলাকে ছুটে চলে যেতে... নিশ্চয়ই রেমিকে ধরবার জন্য যাচ্ছে। টমি ইতিমধ্যে আঘাত সামলে নিয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল। চট্ করে মাথা টেনে নিল রানা।

'পরিস্থিতি গুরুতর,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো মুরল্যাণ্ড। 'এভাবে পাশার ছক উল্টে যাবে ভাবিনি।'

'রেমি বিপদে পড়েছে, আমাদের সাহায্য দরকার ওর।'

'আমরা বুঝি বিপদে পড়িনি? কী করা যায় ভেবেছ কিছু?'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিল রানা। 'আপাতত এগুলোই আমাদের অস্ত্র।'

'পিস্তলের বিরুদ্ধে ঢিল? বলিহারি তোমার আইডিয়া!'

'ফাজলামি থামাও, ববি,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'পাথর নাও হাতে। আমি বললেই ছুঁড়তে শুরু করবে।'

রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে টমি। অযথাই একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে ট্রলি লক্ষ্য করে। খানিক পরেই খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। গাল দিয়ে উঠল সে। পকেট হাতড়াতে শুরু করল স্পেয়ার অ্যামিউনিশনের খোঁজে।

'এখন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

গড়ান দিয়ে ট্রলির পিছন থেকে বেরিয়ে এল দু'বন্ধু। একযোগে ছুঁড়ল হাতের পাথর। টমির শরীরের এখানে-সেখানে আঘাত হানল সেগুলো। একটা পাথর চাঁদির উপর ঠকাস করে পড়তেই ককিয়ে উঠল সে, বসে পড়ল আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে।

'ট্রলিতে ওঠো!' বন্ধুকে বলল রানা, মুরল্যাণ্ড লাফ দিয়ে তাতে চড়ে বসতেই ট্রলির উল্টোদিকে চলে গেল ও, কাঁধ লাগিয়ে সজোরে ঠেলতে শুরু করল ওটাকে। হ্যাণ্ডব্রেক ইতিমধ্যে রিলিজ করে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড, ফলে ঢালু ট্র্যাক ধরে সহজেই ঘুরতে লাগল চাকা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি পেয়ে গেল ট্রলি।

টমির ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল পিছন থেকে। ব্যস্ত হাতে পিস্তল রিলোড করছে সে। কিছুতেই পালাতে দেবে না দুই শিকারকে। তাকে পাত্তা না দিয়ে এক লাফে বাকেটের কিনার আঁকড়ে ধরল

রানা, শরীর জাগাল। মুরল্যাণ্ড ওকে টেনে তুলল ট্রলিতে। সোজা হয়ে ঘাড় ফেরাল ও। দৌড়াতে শুরু করেছে টমি, তবে ট্রলির তুলনায় তার গতি অনেক কম। চোখের পলকে পরিত্যক্ত বিল্ডিঙের পিছন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাঁক নিয়ে ট্রলি এবার ছুটল অ্যাক্রোপোলিসের দক্ষিণ প্রান্ত লক্ষ্য করে।

মালভূমির উপর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে পর্যটকের দল। পাগলের মত ছুটছে তারা নিরাপত্তার সন্ধানে। একই দশা শ্রমিকদেরও। প্রোপিলেয়া-র সামনে বিশাল এক জটলার সৃষ্টি হয়েছে। হুড়োহুড়ি করছে সবাই... কে কার আগে বেরোতে পারে।

রেমির খোঁজে ব্যগ্র দৃষ্টি বোলাল রানা, যদিও জানে ভিড়ের মাঝে ওকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। খানিক পরেই অবশ্য দেখতে পেল ওকে—ভিড়ের মাঝে নয়, প্যাণ্ডিয়নের স্যাঙ্কচুয়ারির ধ্বংসাবশেষের কাছে। সশস্ত্র গুণ্ডার ধাওয়া খেয়ে ওদিকে চলে গেছে ও। প্রমাদ গুনল রানা, গোঁফঅলা লোকটা একা নয়, আরও দু'জন লেগেছে রেমির পিছনে। এরা সম্ভবত এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি ছিল, গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে। সবার হাতে শোভা পাচ্ছে পিস্তল।

টমি অনেক পিছনে পড়ে গেছে, ওদিক থেকে আপাতত বিপদের আশঙ্কা নেই, তাই হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ধরল রানা। ট্র্যাকের উপরে ফুলকি ছিটিয়ে থমকে দাঁড়াল ট্রলি। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে এক লাফে নেমে পড়ল রানা।

'ড. হ্যাডলিকে দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু কীভাবে ওঁকে গাড্ডা থেকে বের করে আনা যায় বুঝতে পারছি না। ওঁর পিছনে তিনটা পিস্তল... কিন্তু আমাদের হাত খালি।'

'কেন, আগের প্ল্যানটা কী দোষ করল?' সোজাসাপ্টা বলল রানা। 'এ-কথা বোলো না যে, ঢিল ছুঁড়ে কাজ হয়নি।'

'আবার ঢিল ছুঁড়বে?' চোখ কপালে তুলল মুরল্যাণ্ড। 'যাহ্! ঠাট্টা করছ।'

'ঠাট্টা না, সত্যিই ঢিল ছুঁড়ব,' বলল রানা। 'তবে আকারে একটু বড়।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গ্যান্ট্রি ক্রেইনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ক্রেইন অপারেটর আর ওয়ার্কাররা পালিয়ে গেছে ওটা চালু রেখে—কেইবলের সাহায্যে ওটার বাহুতে ঝুলছে বিশাল এক মার্বেল পাথরের চাঁই। মুরল্যাণ্ডও দেখল ওটা। হাসি ফুটল তার মুখে।

'হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা লাগসই অস্ত্র খুঁজে বের করেছ।'

ছুটে গিয়ে ক্রেইনের অপারেটর'স্ বক্সে উঠে পড়ল দু'জনে। কণ্ট্রোল প্যানেলের উপর নজর বোলাল রানা, ছ'টা লিভার দেখা যাচ্ছে। মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'অপারেট করতে পারবে?'

'আবার জিজ্ঞেস করে!' অপারেটরের আসনে বসে পড়ল মুরল্যাণ্ড। প্যানেলের উপরে নাচতে শুরু করল তার হাত। 'চুপচাপ মজা দেখো।'

ট্র্যাকের উপর দিয়ে পুরো ক্রেইনকে প্যাণ্ডিয়নের স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে নিয়ে গেল সে। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিভার নিয়ে। বিকট আওয়াজ তুলে ঘুরতে শুরু করল ক্রেইনের বিশাল আর্ম। ততক্ষণে রেমিকে একটা দেয়ালের কাছে কোণঠাসা করে ফেলেছে গুণ্ডারা, ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিনদিক থেকে। পিছনে আওয়াজ হতেই চমকে গিয়ে ঘাড় ফেরাল তারা।

অতিকায় পেণ্ডুলামের মত মার্বেল-ব্লকটাকে দোলাল মুরল্যাণ্ড। সরবার সময় পেল না শীর্ণদেহী এক গুণ্ডা, সজোরে তাকে আঘাত করল ব্লকটা, গলফ্ বলের মত উড়িয়ে দিল। বাতাস কেটে ত্রিশ ফুট দূরে আছড়ে পড়ল লোকটা, শরীরের একপাশের সমস্ত হাড় ভেঙে গেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করেই নেতিয়ে পড়ল সে।

হতভম্ব চোখে অপারেটর'স্ বক্সের দিকে তাকাল রেমি। প্লেক্সিগ্লাসের উল্টোপাশে দেখা যাচ্ছে রানা আর মুরল্যাণ্ডের হাসিমাখা চেহারা, হাত নাড়ছে ওকে উদ্দেশ করে।

আন্তোনিয়োও চমকে গেছে, তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। পজিশন বদলে গুলি করল অপারেটর'স্ বক্সের দিকে। নির্দয় ভঙ্গিতে এবার তার দিকে মার্বেল-ব্লক দোলাল মুরল্যাণ্ড। ঝাঁপ দিয়ে ওটার সামনে থেকে সরে গেল সে। স্যাঙ্কচুয়ারির নড়বড়ে দেয়ালে গিয়ে আঘাত হানল ব্লক, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধসে পড়ল ওটা। রেমিকে চিৎকার করে হাত নাড়তে দেখল রানা—চরম বিপদের মাঝেও জেগে উঠেছে ওর আর্কিয়োলজিস্ট সত্তা, ওদেরকে মানা করছে এখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে। রানাও বুঝল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

'থামো, ববি,' মুরল্যাণ্ডের কাঁধে হাত রাখল ও। 'এখানকার কোনোকিছু নষ্ট করা চলবে না।'

'কথাটা ওদেরকে বোঝাতে পারো কিনা দেখো,' টিকে থাকা দুই গুণ্ডার দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। কাভার খুঁজে নিয়ে ইতস্তত গুলি ছুঁড়ছে দু'জনে। যদিও খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। 'খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুক, তাতে বেশ ভালই হয়।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই। এমনিতেই যথেষ্ট চমকে দেয়া গেছে ওদের। বাকি কাজ সারবে এটা।'

ব্যাকপ্যাক ঘেঁটে একটা স্মোক গ্রেনেড বের করল রানা। দুটো কিনেছিল গতকাল—একটা অ্যাথেন্সের মিউজিয়ামে ব্যবহার করেছিল, অন্যটা রয়ে গেছে ব্যাগের ভিতরে।

দেরি করল না, বক্সের দরজা খুলে শরীরের একাংশ বের করল ও। পিন খুলে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল গুণ্ডাদের মাঝখানে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিস্ফোরণ ঘটল, ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে

গেল চারপাশ। টপাটপ ক্রেইন থেকে লাফিয়ে নামল রানা ও মুরল্যাণ্ড। ধোঁয়ার মাঝে হাতড়ে রেমিকে খুঁজে বের করল ওরা। তখুনি আবার গুলি করল আন্তোনিয়ো ও তার সঙ্গী। কিছু দেখতে না পেলেও আন্দাজের উপর নির্ভর করে ফায়ার করছে ওরা।

মাটিতে বসে পড়ল রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। ওদের উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা বুলেট। আশপাশ দিয়ে গেল আরও কিছু।

'এবার কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'এন্ট্রান্সের দিকে ঝেড়ে দৌড় দেবে?'

'তাতে লাভ হবে না,' বলল রানা। 'ওখানে যে-রকম জটলা দেখেছি... বের হতে পারব না। আটকা পড়ে যাব।'

'তা হলে?'

'আরেকটা প্ল্যান আছে আমার, তবে ওটা খানিকটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।'

'অসুবিধে কী,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'গত দু'দিন থেকে তো পাগলামিই করে বেড়াচ্ছি আমরা।'

গুঙিয়ে উঠল রেমি। 'আবার কী করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'দেখতেই পাবে। এসো আমার সঙ্গে।'

ধোঁয়া ভেদ করে করে ছুট লাগাল রানা। ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। মালভূমির পূর্ব প্রান্ত বেশি দূরে নয়, ওখানে পৌঁছে গেল দু'মিনিটের মধ্যে। জায়গাটা পাহাড়ি ব্লাফের মত। নিচু একটা রেলিং আছে, ওটার গোড়া থেকে কয়েকশো ফুট নেমে গেছে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল।

'এখান দিয়ে নামবে?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'কীভাবে? আমাদের সঙ্গে ক্লাইম্বিং গিয়ার নেই।'

'ক্লাইম্ব করব না,' বলল রানা। 'আমরা শর্টকাট ব্যবহার করব।'

কয়েক ফুট দূরেই রয়েছে উঁচু একটা ইলেকট্রিক পোল।

সম্প্রতি বসানো হয়েছে ওটা। রেস্টোরেশনের কাজে ব্যবহারের জন্য নীচ থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ আসছে মোটা চারটে লাইনের মাধ্যমে। ত্রিশ ডিগ্রি কোণে লাইনগুলো ঢালু হয়ে চলে গেছে দু'মাইল দূরে। ওগুলোর দিকে ইশারা করল রানা।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'সত্যিই পাগল হয়ে গেছ তুমি। ইলেকট্রিকের লাইন বেয়ে নীচে নামবে? তারে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে শক খেয়ে মরব আমরা!'

'ইনসুলেটেড লাইন,' বলল রানা। 'শক খাবার ভয় নেই। তা ছাড়া তার বাইতেও যাচ্ছি না আমরা। স্লাইড করে নামব।'

সঙ্গীদেরকে প্রতিবাদ করবার সুযোগ দিল না ও। ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল পোলের পাশে। মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কারদের কাজের সুবিধের জন্য পোলের গায়ে লোহার ধাপ লাগানো আছে, সেগুলো বেয়ে খুব দ্রুত উপরে উঠে গেল তিনজনে। তারের কাছে পৌঁছে থামল। ততক্ষণে ওদেরকে দেখে ফেলেছে গুণ্ডারা। নতুন করে ছুটে এল গুলি।

এক টানে কোমর থেকে প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলল রানা। ইলেকট্রিকের তারের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আবার লাগিয়ে ফেলল হুক। লুপে পরিণত হলো ওটা।

'আহ্হ্!' হঠাৎ কাতরে উঠল মুরল্যাণ্ড। একটা গুলি ওর উরু স্পর্শ করে গেছে। বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচাল, 'জলদি করো, রানা। নইলে মোরব্বা হয়ে যাব।'

বেল্ট ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ওর ওজনে ঢালু তার ধরে পিছলাতে শুরু করল জিনিসটা। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল গতি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একই পদ্ধতিতে ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। শাঁই শাঁই করে মালভূমির কিনার পেরিয়ে নীচের দিকে ছুটে গেল তিনটে দেহ।

দৌড়ে ব্লাফের কিনারায় এল আন্তোনিয়ো ও তার সঙ্গী।

কয়েক মিনিট পর টমিও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। বৃথাই রানাদের উদ্দেশে শেষ কয়েকটা বুলেট অপচয় করল তিনজনে।

প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে রানা ও তার সঙ্গীরা। কানের পাশে শোঁ শোঁ করে বাতাসের চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই... ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চোখ খুলে রাখা দায়। কষ্ট করে সামনে তাকাল রানা। নীচে চলে এসেছে ওরা। একতলা একটা বিল্ডিঙের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ছেড়ে দিল হাত। ঝুপ করে নামল ছাতে। ভীষণ ঝাঁকি খেলো গোটা শরীর, গতির কারণে গড়ান দিয়ে কিছুদূর চলে গেল ও। পড়ে রইল ওভাবেই। বেশ ব্যথা পেয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রেমি আর মুরল্যাণ্ডও নামল। একই ভঙ্গিতে গড়ান খেয়ে রানার গায়ে ধাক্কা খেলো দু'জনে। কিছুটা সময় নিস্তেজ পড়ে রইল তিনটে দেহ।

খানিক পরে ককিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাবা রে... মরে গেছি!'

আস্তে আস্তে উঠে বসল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ সবাই? কোথাও লাগেনি তো?'

'আবার জিজ্ঞেস করে!' মুরল্যাণ্ডও উঠল। 'সারা শরীর টনটন করছে, আর তুমি কিনা...'

'সিরিয়াস ইনজুরির কথা বলছি। আহত হওনি তো?'

দেখা গেল কেটে-ছড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছু হয়নি কারোই। স্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো। হাতে সময় নেই, এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

বারো

আইপডে মেটালিকার গানের সঙ্গে গুনগুন করে সুর মেলাচ্ছে রেনফিল্ড, তবে তার হাত থেমে নেই। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের কন্টেইনারে ডেটোনেটর সেট করায় ব্যস্ত সে। কাজের সময় গান শোনা তার অভ্যাস। দ্রুত লয়ের হেভি মেটাল মিউজিক তার কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়।

গ্যারেট আর কাটনার ইয়োরোপে চলে যাওয়ায় এ-মুহূর্তে বেনসন ছাড়া আর কেউ নেই তার সঙ্গে। সে আবার বেসবলের পাগল। সুযোগ পেলেই খেলার বিভিন্ন রেকর্ড, স্ট্যাটিসটিক্স, খেলোয়াড় আর দল নিয়ে বকবক শুরু করে দেয়। কিছুতেই আর থামতে চায় না। মাথা ধরিয়ে দেয় একেবারে। অগত্যা তাকে এড়িয়ে চলছে রেনফিল্ড। কাজের সময় হোক, বা অবসর... আইপড-টাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বেনসনকে বাদ দিলে পরিবেশটা খুব একটা অপছন্দ নয় রেনফিল্ডের। ওয়্যারহাউসে এয়ার-কণ্ডিশনিঙের ব্যবস্থা নেই, তবে উঁচু ছাতের কারণে তাপ ঠিকমত পৌঁছায় না নীচে। কাজের জায়গাটুকু মোটামুটি ঠাণ্ডা থাকে। এক্সপ্লোসিভ নিয়েও চিন্তার কিছু নেই, ওগুলো যথেষ্ট স্টেবল। আগুন, সংঘর্ষ, বা বৈদ্যুতিক চার্জ... কোনোকিছুতেই বিস্ফোরণ ঘটবে না। তাই নিশ্চিন্ত মনে একটানা কাজ করে চলেছে সে—খাওয়া আর ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে।

পঞ্চাশ গ্যালন কন্টেইনারের ঢাকনা বন্ধ করল রেনফিল্ড। ইশারা পেয়ে ওর দিকে একটা হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে এগিয়ে এল বেনসন—ওটার সাহায্যে ড্রামগুলো সরাচ্ছে ওরা।

'কোথায় রাখব এটাকে?' বেনসন জানতে চাইল।

ওয়্যারহাউসের অভ্যন্তরে নজর বোলাল রেনফিল্ড। পুরো সীমানা জুড়ে পঞ্চাশ ফুট অন্তর অন্তর একই রকম অনেকগুলো ড্রাম সাজিয়েছে ওরা—ওয়ায়্যারের সংযোগ দেয়া হয়েছে সবক'টায়। খালি জায়গা বলতে বন্দিশালার দু'পাশের দেয়াল, বাকি সব কাভার হয়ে গেছে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কামরার পাশে রাখো,' বলল সে। 'বাইরের দেয়াল ঘেঁষে রাখবে।'

ড্রাম নাড়াচাড়ায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বেনসন, এক ঝটকায় কার্টে তুলে ফেলল নতুন ড্রামটা। ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। রেনফিল্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরেকটা ড্রাম নিয়ে—এটাই শেষ।

বাইনারি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে পুরো ওয়্যারহাউস উড়িয়ে দেবার আইডিয়াটা ওর-ই। ওরা চলে যাবার পর এখান থেকে পুলিশ বা এফবিআই কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না। প্রস্তাবটার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হয়নি গ্যারেটের—যে-ধরনের অপরাধ ওরা ঘটাতে চলেছে, তাতে কোনও প্রমাণ রাখা চলে না। তাই রাজি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিস্ফোরকের সেটআপের দিকে তাকাল রেনফিল্ড। এমনভাবে ড্রামগুলো বসানো হয়েছে, যাতে বিস্ফোরণের পর পুরো ওয়্যারহাউস ধুলোয় মিশে যায়। বাড়তি তিন ড্রাম গ্যাসোলিনও রেখেছে সে—কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আরও একটা কাজ সেরেছে রেনফিল্ড, সেটা বাইনারি

এক্সপ্লোসিভ তৈরির চেয়ে শতগুণ কঠিন ছিল। রেডিও-অ্যাকটিভ মেটেরিয়ালের সাহায্যে আরও বড় একটা বোমা বানাতে হয়েছে তাকে। কাজটা করতে হয়েছে হ্যাজম্যাট সুট পরে, নইলে রেডিয়েশনে নিজেই অক্কা পেত। যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল ওতে, তবে শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়েছে সব। গ্যারেটের ধারণা, এসবের পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য জানা নেই রেনফিল্ডের; তবে যতটা বোকা দেখায়, ততটা নয় তার বোমা-বিশেষজ্ঞ।

দু'দিন আগেই গ্যারেটের কম্পিউটার হ্যাক করেছে রেনফিল্ড, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছে আর্কিমিডিস কোডেক্সের অনূদিত কপি; পড়ে ফেলেছে ওটা। চুরি করে গ্যারেটের ব্যাগেও উঁকি দিয়েছে সে, দেখে ফেলেছে নিরেট সোনায় গড়া হাতটা। ফলে কোনও কিছুই এখন আর অজানা নয় তার। রেনফিল্ড জানে, রাজা মাইডাসের অতুল গুপ্তধন উদ্ধার করতে চলেছে তার নিয়োগকর্তা। পারিশ্রমিক হিসেবে যে-দুই মিলিয়ন ডলার তাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গ্যারেট, সেটা এখন নিতান্তই সামান্য বলে ঠেকছে তার কাছে।

শেষ ড্রামে বাইনারি এক্সপ্লোসিভ ঢালতে ঢালতে চিন্তায় ডুবে গেল রেনফিল্ড। না, এত অল্পে সন্তুষ্ট হবার প্রশ্নই ওঠে না। পুরো অপারেশনে তার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। উদ্ধার করা সোনার দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলতে চলেছে গ্যারেট, ফলে বিলিয়নেয়ার নয়... ট্রিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে সে। ও কেন বঞ্চিত হবে, কোন্ দুঃখে মাত্র দুই মিলিয়ন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে সে?

ঘাড় ফিরিয়ে *উইলবিক্স কনস্ট্রাকশন*-এর ছাপ্পড় মারা ট্রাকটার দিকে তাকাল রেনফিল্ড। গর্বের হাসি হাসল। তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হতে চলেছে ওটা। ওই ট্রাকই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত করবে তাকে। অগাস্ট রেনফিল্ডকে সারা দুনিয়া চিনবে সেই লোক হিসেবে, যে মহাপরাক্রমশালী

আমেরিকার সুপারপাওয়ার চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছিল। দুঃখ একটাই—তার এই অর্জনের স্বীকৃতি সরাসরি ভোগ করা সম্ভব হবে না। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য কৃতিত্বটা চাপাতে হবে অন্যের ঘাড়ে।

মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর আইডিয়া গ্যারেটের। চরমপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ করা হয়, এমন দু'জন মুসলিম ছাত্রকে সেই কারণেই কিডন্যাপ করে এনেছে ওরা। এমনভাবে ঘটনা সাজানো হবে, যাতে মনে হয় আল-কায়েদার ছত্রছায়ায় ওরাই ঘটিয়েছে বিস্ফোরণটা। সওডাস্ট বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভারকে সেজন্যেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ আর এফবিআই-এর কাছে সাক্ষ্য দেবে সে—দু'জন মুসলিম টেরোরিস্ট হাইজ্যাক করেছে তার ট্রাক... যেটা ব্যবহার করা হয়েছে নাশকতার কাজে। মুখোশ পরে আরব উচ্চারণে কথা বলে তাকে চমৎকারভাবে ধোঁকা দিয়ে এসেছে গ্যারেট আর বেনসন। আগামীতে ওয়্যারহাউসের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া যাবে ছাত্রদুটির উপস্থিতির চিহ্ন। আর তাদের ছিন্নভিন্ন লাশ আবিষ্কৃত হবে বিস্ফোরিত ট্রাকের ভিতরে।

মুখের হাসি বিস্তৃত হলো রেনফিল্ডের। নিখুঁত ছক সাজানো হয়েছে। কেউ ভাবতেই পারবে না, কাণ্ডটা ওরা ঘটিয়েছে। সমস্ত দোষ চাপবে মুসলিম দুই যুবকের উপর। নতুন করে দু'চারটে মুসলিম দেশের উপর হয়তো হামলাও চালানো হবে। তাতে কী? রেনফিল্ড ও তার সহকর্মীরা তখন পছন্দসই কোনও দ্বীপরাষ্ট্রে বসে উপভোগ করবে সফল অপারেশনের পুরস্কার। রাজার হালে জীবন কাটাবে ওরা... নির্ভয়ে।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির কথা ভাবল রেনফিল্ড। ওদের গোমর শুধু এরাই ফাঁস করে দিতে পারে। তবে সেটা ঠেকানো এমন কোনও কঠিন কাজ নয়। সময়মত দু'জনের

খুলিতে একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই হবে। এরপর পায়ে পাথর বেঁধে লাশদুটো ফেলে দিতে হবে পটোম্যাক নদীতে, যাতে গোটা অপারেশনের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কেউ খুঁজে না পায়।

কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আবারও মৃদু হতাশা ভর করল রেনফিল্ডের মাঝে। এত বড় একটা সাফল্য... অথচ তার নাম জানবে না কেউ? ছোটখাট কোনও চিহ্ন দিয়ে রাখা যায় না? এখন না হোক, দু'চার বছর পরে যেটার রেফারেন্স দিয়ে নিজের কৃতিত্ব দাবি করা যাবে? তখন যথেষ্ট বড়লোক এবং ক্ষমতাবান হয়ে যাবে সে, বিপদের ভয় থাকবে না। কেউ টিকিটিও ছুঁতে পারবে না তার। তলে তলে অনেকে হয়তো ঘৃণা করবে তাকে, গালমন্দ করবে... কিন্তু দুনিয়ার বহু জায়গায়, বিশেষ করে আমেরিকা-বিদ্বেষীর মাঝে তাকে যে বীরের মর্যাদা দেয়া হবে, তাতে সন্দেহ নেই। জলজ্যান্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হবে সে।

ট্রাক-বোমাটার দিকে যতবারই তাকায়, গর্বে বুক ফুলে ওঠে রেনফিল্ডের। সত্যিই চমৎকার এক ডিজাইন হয়েছে ওটা। পাঁচশো পাউণ্ড বাইনারি এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে তিনশো গ্যালন গ্যাসোলিনের তলায়। ওগুলো চাপা পড়ে আছে অতি-দাহ্য ষাট হাজার পাউণ্ড সওডাস্ট, অর্থাৎ কাঠের গুঁড়োর নীচে। বিশেষ একটা সীসার কেইসে ভরে স্ট্রনটিয়ামও রাখা হয়েছে ওগুলোর সঙ্গে। বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মেটেরিয়ালটা মিশে যাবে সওডাস্টের সঙ্গে, জিনিসটা পরিণত হবে রেডিও-অ্যাকটিভ অ্যাশ... মানে তেজস্ক্রিয় ছাইয়ে। বাতাসে ভেসে গিয়ে মাইলের পর মাইল এলাকা বিষাক্ত করে তুলবে এই ছাই।

আক্রান্ত এলাকার বিল্ডিংগুলোর এয়ার-হ্যাণ্ডলিং ইউনিট এর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেবে। ওগুলোর কল্যাণে প্রতিটা দালানের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়বে ছাইয়ের কণা, আক্ষরিক অর্থেই দালানগুলোকে করে তুলবে একটা করে মৃত্যুফাঁদ। এমন

তেজস্ক্রিয়তা কোনও ভাবেই দূর করা সম্ভব নয়, বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া গতি থাকবে না আর। আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে দূর-দূরান্তে পালিয়ে যাবে মানুষ।

ইতিমধ্যেই সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। ট্রাক নিয়ে আগামীকাল বেরিয়ে পড়বে রেনফিল্ড আর বেনসন। গ্যারেট ওদের অ্যাকাউন্টে পারিশ্রমিকের টাকা জমা করে দিলে পূর্ব-নির্ধারিত লোকেশনে ট্রাকটা পার্ক করবে ওরা। তারপর দ্রুত কেটে পড়বে। দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘটাবে বিস্ফোরণ।

সোমবার নাগাদ পুরোপুরি বদলে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা। ধ্বংস হয়ে যাবে স্টক মার্কেট। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এই অর্থনৈতিক চালিকা-কেন্দ্র যখন অচল হয়ে পড়বে, মুখ থুবড়ে পড়বে জাতীয় অর্থনীতি। রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে লক্ষ-কোটি ডলার। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এই বিপর্যয়ের পর মানুষ তাদের পুঁজি বাঁচাবার জন্য ছুটবে বিনিময়যোগ্য নিরেট সামগ্রীর পিছনে। আর দুনিয়ায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিনিময়-সামগ্রী একটাই—সোনা! ওই সোনাই কিনতে চাইবে সবাই, ফলে চরম চাহিদার মুখে রকেটের মত ঊর্ধ্বগতি পাবে সোনার দাম।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রেনফিল্ড। জেমস বণ্ডের ভিলেন গোল্ডফিঙ্গার সঠিক পদ্ধতিই খুঁজে বের করেছিল আমেরিকার পায়ে কুড়াল মারার জন্য—নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে তেজস্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল মার্কিন সোনার সবচেয়ে বড় মজুদ। তবে লোকেশন বাছাইয়ে সামান্য ভুল ছিল তার। কেন্টাকির ফোর্ট নক্সে হামলা করেছিল সে। ওখানকার সোনার মজুদ আসলে আমেরিকার সবচেয়ে বড় মজুদ নয়। আসল মজুদ রয়েছে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে... ওখানে দুনিয়ার দশ শতাংশ স্বর্ণ সংরক্ষিত আছে বলে ধারণা করা হয়। দামের ওঠানামার

গড়পড়তা হিসেব মাথায় রাখলে... ওখানে রয়েছে প্রায় তিনশো বিলিয়ন ডলারের সোনা!

কিন্তু আগামীকালের পর ওই সোনার চার আনা দামও থাকবে না। রেনফিল্ডের বোমা গোল্ডফিঙ্গারের প্ল্যানকে সত্যি করে তুলবে! মাটির আশি ফুট নীচে রাখা ওই সোনা এয়ার-সার্কুলেশন সিস্টেমের কল্যাণে ছেয়ে যাবে রেডিও-অ্যাকটিভ ছাইয়ে। পুরো মজুদ হয়ে পড়বে তেজস্ক্রিয়... ব্যবহারের অনুপযোগী!

অনেক চিন্তাভাবনা করে বাছাই করা হয়েছে এই লোকেশন। নিউইয়র্কের ফিনানশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট—ওখানে অল্প কয়েক বর্গমাইলের ভিতর রয়েছে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর নিউ ইয়র্ক স্টক একচেঞ্জ-সহ অসংখ্য ইনভেস্টমেণ্ট ও ব্রোকারেজ ফার্ম। সোজা কথায় গোটা আমেরিকার অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু এই জায়গা। ওখানেই ফাটানো হবে বোমা।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেনফিল্ডের। আর মাত্র একটা দিন... তারপরেই বদলে যাবে সব। যে-সরকার আর সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা নিয়ে বাঁচছে সে, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়া যাবে তার বিরুদ্ধে। নিজেকে অমিত শক্তিশালী মনে হলো তার। চব্বিশ ঘণ্টা পরেই রিমোট কণ্ট্রোলের বাটনে একটা চাপ দিয়ে লোয়ার ম্যানহাটনকে ধ্বংস করে দেবে সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি আর প্রগতির প্রতীককে পরিণত করবে স্রেফ এক পরিত্যক্ত বন্ধ্যাভূমিতে!

ধ্বংসের নেশায় উন্মাদের মত হেসে উঠল রেনফিল্ড।

তেরো

ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায়, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে নুমার এগজিকিউটিভ জেট। আর এক ঘণ্টা পরেই পৌঁছে যাবে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে। প্যাসেঞ্জার কেবিনে বসে, নুমার সিকিওর্ড ভিডিও চ্যানেলে ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। শেষ মুহূর্তের আলোচনা চলছে, ল্যারি কিং-কে নিয়ে ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে নিজেই যাবেন রেডক্লিফ। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে যদি সত্যি সত্যি মুক্তি দেয় গ্যারেটের লোকেরা, তাঁকে নিয়ে আসবেন। অবশ্য তেমন সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

'এফবিআই-কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই,' তাঁকে বলল রানা। 'ওরা কাজের চেয়ে অকাজ বেশি করে। শুধু আপনারা দু'জনই গেলে ভাল হয়।'

'প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বললেন রেডক্লিফ। 'আমি ভাবছিলাম, এফবিআইয়ের সাহায্য নিয়ে ফাঁদ পাতব। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে যারা নিয়ে আসবে, তাদেরকে আটক করব।'

'ভুলেও ও-কাজ করতে যাবেন না। ওরা যদি ফাঁদের গন্ধ পায়, অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেলকে খুন করবে নির্ঘাত। এমন ঝুঁকি নেয়া চলে না। তারচেয়ে ওদের কথামত কাজ করা যাক।

লোকগুলো পালিয়ে গেলে তেমন কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে না, অন্তত হোস্টেজদের তো ফিরে পাচ্ছেন! আমাদের আসল টার্গেট গ্যারেট, ওকে সামাল দেবার জন্য আমি আর ববি আছি।'

'তোমাদের ব্যাপারেই আসলে আমি বেশি দুশ্চিন্তা করছি। একাকী যাচ্ছ... ইটালিয়ান পুলিশের সাহায্য নিতে পারো না?'

'*ক্যারাবিনিয়ারি* কিছু করবে বলে মনে হয় না। আমাদের পাওয়া ইনফরমেশন বলছে, ইটালিতে গ্যারেট কোনও অপরাধ করেনি।'

'যদি বিপদে পড়ো?'

'পড়ব, তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যে ব্যাকআপও থাকবে। পার্থেননের ঘটনায় বিশাল একটা শিক্ষা হয়ে গেছে। ভাবছি আমার এজেন্সির দু'একজন অপারেটরকে সঙ্গে নেব।'

'গ্রিসেই সেটা করা উচিত ছিল।'

'তখন তো কল্পনাই করিনি, অ্যাক্রোপোলিস পর্যন্ত আমাদেরকে ধাওয়া করতে পারে মায়ার লোকেরা।'

'বেটি যথেষ্ট একরোখা, স্বীকার করতেই হচ্ছে,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'একরোখামি করবে না কেন?' বললেন রেডক্লিফ। 'কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনা পাবার লোভ যে-কাউকেই পাগল করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। আমি সে-কারণেই ভয় পাচ্ছি, রানা। ওই সোনার জন্য রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে দ্বিধা করবে না মায়া লরেঞ্জো... আর আমার ধারণা তোমরা ওর হিটলিস্টের শুরুর দিকে রয়েছ।'

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'পরিস্থিতি এমনিতেই জটিল। তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে স্ট্রনটিয়াম। গ্যারেট ওটা দিয়ে কী ঘটাতে চাইছে, জানি না আমরা। ওকে আটকানোটা একটা প্রায়োরিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে কিন্তু আমরা কেউই শিয়োর না,'

বললেন রেডক্লিফ। 'গোপনে খোঁজখবর নিচ্ছি আমি, এখন পর্যন্ত স্ট্রনটিয়ামের কোনও অবৈধ বা বৈধ শিপমেন্টের ইনফরমেশন পাইনি।'

'তারমানে এই নয় যে, জিনিসটা গ্যারেটের হাতে নেই। শিয়োর না হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সতর্ক করতেন না আমাদের।'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করলেন রেডক্লিফ। 'কিন্তু কীভাবে গ্যারেটকে আটকাবে বলে ভাবছ তোমরা?'

'পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর ওই আউটডোর কনসার্টে যাব আমি আর রেমি,' বলল রানা। 'জায়গাটা নেপলস ওয়াটারফ্রন্টের পাশে। প্রচুর দর্শক থাকবে ওখানে, সে-কারণেই দেখা করবার জন্য জায়গাটা বেছে নিয়েছে গ্যারেট। ঝামেলা দেখা দিলে ভিড়ের মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সটকে পড়তে পারবে। তবে সেই সুযোগ পাবে না সে।'

'রোমে পৌঁছেই রানা এজেন্সির অপারেটরদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে রানা,' যোগ করল মুরল্যাণ্ড। 'আলাদাভাবে নেপলসে যাব আমরা, পিয়াৎজা-র কাছাকাছি ঘাপটি মেরে থাকব... গ্যারেটের চোখের আড়ালে। রানার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমাদের, ওর সিগনাল পেলেই ঝটিকা হামলা চালিয়ে গ্যারেটকে আটক করব।'

'একই প্ল্যান গ্যারেটের মাথাতেও থাকতে পারে,' বললেন রেডক্লিফ। 'জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে তোমাদের লোকেশন ও জানতে পারছে। কনসার্টে যাবার আগেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে আটক করতে পারে।'

'সেটা আমিও ভেবেছি,' বলল রানা। 'তাই ট্র্যাকারটা জিয়োলেব থেকে খুলে ফেলেছি আমি। ওটা ববির কাছে থাকবে। গ্যারেট যদি আগেভাগে হামলা চালায়, আমাকে বা রেমিকে পাবে

না। ববিরও ভয় নেই, ওকে রক্ষা করবে আমার অপারেটররা।'

'আর ও যদি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি না দেয়?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র অসহায় বোধ করল রানা। আড়চোখে তাকাল রেমির দিকে—ওরও একই দশা।

'দুঃখিত, মি. রেডক্লিফ,' বলল রানা। 'এ-মুহূর্তে দ্বিতীয় কোনও প্ল্যান নেই আমার। যে-কোনও মূল্যে গ্যারেটকে বাগে পেতে হবে, নইলে...'

কথাটা শেষ করল না ও। তবে এর গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হলো না মি. রেডক্লিফের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এগিয়ে যাও। আমার শুভকামনা রইল। সাবধানে থেকো।'

'আপনিও।'

'গুড বাই।'

স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। সুইচ টিপে ওটা বন্ধ করে দিল রানা।

'একটা ড্রিঙ্ক দরকার আমার।' সিট থেকে উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। 'তোমাদের কিছু লাগবে?'

মাথা নাড়ল রানা ও রেমি। মুরল্যাণ্ড চলে গেল বিমানের পিছনদিকে। সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদল রানা।

'কী ভাবছ?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'তেমন কিছু না,' চোখ না খুলেই বলল রানা। 'প্ল্যানের খুঁটিনাটি যাচাই করে নিচ্ছি।'

'কাজ হবে ওতে? সন্দিহান গলায় বলল রেমি। 'সহজে ধরা দেবার পাত্র বলে তো মনে হয় না গ্যারেটকে। পাল্টা কোনও ফন্দি যে ও আঁটছে না, তা জানছ কী করে?'

'ফন্দি আঁটছে, তাতে সন্দেহ নেই।' সোজা হয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও উপায় নেই। দর

কষাকষির মত কিছুই নেই আমাদের হাতে।'

'জিয়োলেবটা আছে। ওটার সাহায্যে আমরা নিজেরাই মাইডাসের চেম্বার খুঁজে বের করি না কেন? চেম্বারটা আমাদের দখলে এসে গেলে ও আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।'

'অত সময় নেই আমাদের হাতে। আজ রাতেই দেখা করতে হবে গ্যারেটের সঙ্গে। ওকে ধাপ্পা দিয়েও কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

গুম মেরে গেল রেমি।

নরম গলায় রানা বলল, 'আজ রাতে তোমার না গেলেও চলে। আমি একাই সামলাতে পারব গ্যারেটকে। ববি আর আমার এজেন্সির অপারেটররা তো থাকছেই।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল রেমি। 'তোমরা ওদিকে ঝুঁকি নেবে, আর আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? তা হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। তোমার যা মর্জি।' সিটে আবার হেলান দিল ও।

'রানা!' খানিক পর মৃদুস্বরে ডাকল রেমি।

'কী?'

'কী মনে হয় তোমার... সত্যিই কি আজ রাতে র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ছেড়ে দেবে গ্যারেট?'

'ছাড়বে,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'নিজ থেকে ছাড়তে না চাইলে ওকে আমরা বাধ্য করব!'

নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। সেদিকে তাকিয়ে রেমির নিজেরই ভয় ভয় করে উঠল। বুঝল, রানাকে চিনতে ভুল হয়েছিল ওর। শান্ত, নম্র, ভদ্র মানুষটির ভিতরে লুকিয়ে আছে নির্মম আরেকটি সত্তা—তা ও বুঝতেই পারেনি। গ্যারেটের জন্য এক অর্থে মায়াই হলো ওর। ভুল মানুষের সঙ্গে লাগতে গেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, রানা তাকে কিছুতেই রেহাই

দেবে না। ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মনের বোঝা হঠাৎ করেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল রেমির। র‍্যাচেলকে ফিরে পাবে কি না জানে না; কিন্তু গ্যারেট যে তার অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পাবে, তা ভেবে ভাল লাগছে।

রানার পাশের সিটে শরীর এলিয়ে দিল ও। চোখ মুদল স্বস্তি নিয়ে।

চোদ্দ

প্রকোষ্ঠের দরজার ফোকর খুলে গেল, শোনা গেল হ্যাণ্ডকাফের ধাতব ঝনঝনানি। এরপরেই ভেসে এল বেনসনের কণ্ঠ।

'উঠে পড়ুন, অ্যাডমিরাল! আজকের ভিডিও করবার সময় হয়ে গেছে।'

ফোকর দিয়ে ভিতরে ছুঁড়ে দেয়া হলো দুই জোড়া হ্যাণ্ডকাফ। বিছানায় ধীরে ধীরে উঠে বসলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। দুর্বল বোধ করছেন। গত দু'দিনে মাত্র দু'বার খেতে দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাই বলে দমে যাননি তিনি, আজ একটা এস্পার-ওস্পার করেই ফেলবেন।

সন্দেহ নেই, যা করতে চাইছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক; কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সাফল্য নির্ভর করছে প্রতিপক্ষকে কতটা চমকে দিতে পারেন, তার ওপর। একটামাত্র সুবিধা আছে তাঁর—কিডন্যাপাররা তাঁকে অথর্ব এক বৃদ্ধ বলে ভাবছে। তিনি যে

কিছু করে বসতে পারেন, তা ভাবছেই না। গত চারদিনে ওদের এ-মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁর কাছে। দেখা যাক ওদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেয়া যায় কি না।

চারদিনের না-কামানো দাড়িতে হাত বোলালেন তিনি। কুটকুট করছে গাল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেননি এই ক'দিন, তবে আশা করছেন গাল-টাল ভেঙে চোখ গর্তে বসে গেছে। চেহারা যত হতশ্রী দেখায়, ততই ভাল—ওরা তাঁকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবে।

ঝুঁকে মেঝে থেকে হ্যাণ্ডকাফগুলো তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল। প্রকোষ্ঠ থেকে বের হবার আগে প্রতিদিন একই রুটিন—পা আর হাতে পরে নিতে হয় হ্যাণ্ডকাফ। এরপর দরজা খোলে বেনসন, হাতে থাকে বৈদ্যুতিক টেযার; ওকে দেখিয়ে নিতে হয় কাফগুলো ঠিকমত আটকেছেন কি না। সন্তুষ্ট হবার পর তাঁকে প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে বেনসন।

এই রুটিনে আজ সামান্য কারসাজি করবেন বলে ঠিক করেছেন হ্যামিলটন। বন্দি করার সময় তাঁর সবকিছুই কেড়ে নিয়েছে ওরা, কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস রয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে। শার্টের কলারের ভিতরে এক টুকরো সরু প্লাস্টিক স্টে। ওটা আসলে শার্টেরই অংশ—কলারকে শক্ত রাখবার জন্য সেলাইয়ের সময় ঢুকিয়ে দিয়েছে দর্জি। সেলাই খুলে জিনিসটা বের করে এনেছেন তিনি, সময় নিয়ে বার বার ভাঁজ করে ও-থেকে সরু দুটি টুকরো ভেঙে নিয়েছেন। ওগুলোই অ্যাডমিরালের গোপন অস্ত্র।

হ্যাণ্ডকাফ পরবার সময় তাঁর উপর নজর রাখে না বেনসন, এই সুযোগটাই কাজে লাগালেন তিনি। দ্রুত কাফদুটোর চাবির ফুটোয় ঢোকালেন প্লাস্টিকের টুকরোগুলো। এমনভাবে সেট করলেন, যাতে হাত-পায়ে এঁটে নেবার পরেও কাফের খোলা অংশটা ভিতরের খাঁজে ঠিকমত না বসে। ঝটকা দিলেই খুলে

যাবে ওগুলো, তবে হঠাৎ দেখায় ধোঁকাটা বুঝবার উপায় নেই।

'আমি রেডি,' খানিক পরে গলা চড়িয়ে জানালেন অ্যাডমিরাল।

দরজা খুলল বেনসন, হাতে উদ্যত টেযার। 'হাত-পা দেখান।'

দেখালেন অ্যাডমিরাল। কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না বেনসন, শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। 'ঠিক আছে, বেরোন।'

সাবধানে পা ফেললেন হ্যামিলটন। ঝাঁকি, অথবা পায়ের টান খেয়ে হ্যাণ্ডকাফ খুলে গেলে সব শেষ। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ নজর বুলালেন চারপাশে। ওয়্যারহাউসের চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো ড্রাম বসানো হয়েছে। নানান রঙের ওয়ায়্যার লাগানো হয়েছে ওগুলোর সঙ্গে। দূরে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে কী নিয়ে যেন কাজ করছে রেনফিল্ড, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গতকাল গ্যারেট আর কাটনারকে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যেতে দেখেছেন তিনি, ওরা বোধহয় আর ফেরেনি। খুশি হলেন অ্যাডমিরাল, এমনটাই তো চাই!

দেয়ালের পাশে রাখা চেয়ারে তাঁকে বসাল বেনসন। কোলের উপর রাখল দৈনিক পত্রিকা, তারপর ট্রাইপডে রাখা ভিডিও ক্যামেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিল ছেড়ে উঠল না রেনফিল্ড, আজ বেনসন একাই ভিডিও করবে।

ক্যামেরার লাল বাতি জ্বলে উঠল। জুম করে পত্রিকার প্রথম পাতার ছবি তুলল বেনসন, তারপর লেন্স তাক করল অ্যাডমিরালের মুখের দিকে। নাম জানতে চাইল।

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।'

'আপনি কেমন আছেন, অ্যাডমিরাল?'

'সুস্থ। আমার উপর কোনও অত্যাচার করা হয়নি।'

'গুড!' ক্যামেরা অফ্ করে দিল বেনসন। 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! এবার উঠুন। আপনাকে কামরায় পৌঁছে দিয়ে মেয়েটাকে আনতে হবে।'

নড়লেন না অ্যাডমিরাল।

'কী হলো?' অধৈর্য গলায় বলল বেনসন। 'উঠছেন না কেন?'

'ওই খুপরির মত কামরা আমার ভাল লাগে না,' বললেন হ্যামিলটন। 'আমি ওখানে ফিরছি না।'

'কী বললেন?' ভুরু কোঁচকাল বেনসন। 'আপনার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? ভালয় ভালয় উঠুন বলছি! নইলে...'

'পারলে ওঠাও!' চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন হ্যামিলটন।

ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল বেনসন। তারপরেই হিংস্র হয়ে উঠল তার চেহারা। 'মামদোবাজি? অ্যাঁ? এমন শক দেব...'

'কচু দেবে!'

আর সহ্য হলো না বেনসনের। কোমর থেকে খুলে আনল টেযার। এগিয়ে গেল অবাধ্য অ্যাডমিরালের দিকে। তাকে কাছে আসার সুযোগ দিলেন হ্যামিলটন, তারপরেই ঝটকা দিলেন হাত। ঝনঝন আওয়াজ তুলে হ্যাণ্ডকাফ খসে পড়ল মেঝেতে।

চমকে উঠল বেনসন, তবে ততক্ষণে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে সে—পৌঁছে গেছে অ্যাডমিরালের নাগালের মধ্যে। সাপের মত ছোবল দিল হ্যামিলটনের হাত। বজ্রমুষ্টিতে বেনসনের কবজি চেপে ধরলেন তিনি। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গায়ের জোরে হাতটা নামিয়ে দিলেন, টেযারের মাথা ঠেকালেন তার উরুতে, টিপে দিলেন সুইচ।

ভয়ানক এক ঝাঁকি খেলো বেনসন। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পায়ের কাফ খুলে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল। হাত থেকে কেড়ে নিলেন টেযারটা। ঝটকা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল বেনসন,

পারল না। লোকটার বুকে টেযার ঠেকিয়ে আবারও সুইচ টিপলেন তিনি।

আগের চেয়েও তীব্রভাবে ঝাঁকি খেলো বেনসনের দেহ। অসাড় হয়ে পড়ল। এবার রেনফিল্ডের দিকে নজর দিলেন অ্যাডমিরাল।

কানে আইপডের হেডফোন থাকায় সঙ্গীর আর্তনাদ শুনতে পায়নি বোমা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু চোখের কোনায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কোমরে গোঁজা রিভলবারের দিকে চলে গেল তার হাত।

হ্যামিলটনও কম যান না। ছোঁ মেরে বেনসনের কোমর থেকে পিস্তল তুলে নিলেন তিনি, গড়ান দিয়ে নেমে গেলেন তার শরীরের উপর থেকে। শোয়া অবস্থাতেই ট্রিগার চাপলেন। তবে তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তাঁর গুলি।

ধাক্কা দিয়ে টেবিল কাত করে ফেলল রেনফিল্ড, এক লাফে আশ্রয় নিল তার পিছনে। আবারও গুলি চালালেন হ্যামিলটন, টেবিলের পুরু কাঠ রক্ষা করল তাকে। এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় নড়ে উঠল বেনসন। শরীরের পাশে পড়ে থাকা টেযারটা কুড়িয়ে ঝাঁপ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে।

নির্দয় ভঙ্গিতে ট্রিগার চাপলেন অ্যাডমিরাল। শূন্যেই যেন একটা ধাক্কা খেলো বেনসন, আছড়ে পড়ল মেঝেতে। বুলেট তার খুলির একপাশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে লাশের কাছে গেলেন অ্যাডমিরাল। পকেট হাতড়ে বের করে নিলেন বেনসনের সেলফোন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগালেন বন্দিশালা লক্ষ্য করে। ওখানে ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুরু করেছে র‍্যাচেল আর দুই মুসলিম বন্দি। গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে ওরা।

অ্যাডমিরালের পিছনে আচমকা গর্জে উঠল রেনফিল্ডের

রিভলবার। পায়ে একটা টান অনুভব করলেন তিনি। বুলেট তার ঊরু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে সামলালেন নিজেকে। মেঝেতে রক্তের রেখা ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ঢুকলেন নিজের প্রকোষ্ঠে। আটকে দিলেন দরজা। আশা করছেন রিভলবারের গুলি প্রকোষ্ঠের দেয়াল বা দরজা ভেদ করতে পারবে না। তা-ই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। রেনফিল্ডের পরের গুলিগুলো মাথা কুটে মরল প্রকোষ্ঠের চারপাশে। পাল্টা গুলি চালালেন না অ্যাডমিরাল, অ্যামিউনিশন বাঁচাতে চাইছেন।

পায়ের ক্ষতের দিকে তাকাবার সাহস পেলেন না তিনি, কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বের করলেন বেনসনের সেলফোন। রেডক্লিফ বা ল্যারি কিঙের নাম্বার মনে পড়ছে না, তাই ডায়াল করলেন নাইন-ওয়ান-ওয়ান... মানে পুলিশ ইমার্জেন্সিতে।

দুটো রিং হতেই শোনা গেল নারীকণ্ঠ। 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান ইমার্জেন্সি। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন... ডিরেক্টর অভ নুমা,' দাঁতে দাঁত চেপে নিজের পরিচয় দিলেন অ্যাডমিরাল। পায়ের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। 'টেরোরিস্টরা কিডন্যাপ করেছে আমাকে। প্লিজ... সাহায্য দরকার আমার।'

'আপনার লোকেশন বলুন, স্যর,' তটস্থ হয়ে উঠল অপারেটর।

'লোকেশন জানি না। সেলফোনের সিগনাল ট্র্যাক করো।'

'ঠিক আছে, স্যর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক পাঠাচ্ছি আপনাকে উদ্ধারের জন্য। কিডন্যাপাররা ক'জন, তা কি বলতে পারেন?'

'দু'জন ছিল, একজনকে আমি খতম করেছি। অন্যজন আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। প্লিজ, তাড়াতাড়ি করো।'

কথা শেষ হতে না হতেই আবার গুলির আওয়াজ হলো। অপারেটর আঁতকে উঠল, 'ওহ্ গড! গোলাগুলি হচ্ছে নাকি, স্যর?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি লোক পাঠাতে বলছি। লোকেশনটা পেলে?'

'একটু অপেক্ষা করুন, স্যর।'

'হারি আপ, ড্যামিট!'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা বিরাজ করল। এরপর উত্তেজিত গলায় অপারেটর জানাল, 'পেয়েছি, স্যর। পাঁচশো উনত্রিশ, বিজনেস পার্কওয়ে, হ্যাগার্সটাউন।'

'কোন্ স্টেট?'

'মেরিল্যাণ্ড, স্যর। আই-সেভেণ্টি আর আই-এইটি ওয়ানের ইন্টারসেকশনের কাছাকাছি। স্টেট আর লোকাল পুলিশে খবর চলে গেছে। খুব শীঘ্রি ওরা পৌঁছে যাবে।'

খুশি হতে পারলেন না অ্যাডমিরাল। পেনসিলভ্যানিয়া আর ভার্জিনিয়ার মাঝামাঝি রয়েছেন তিনি। আই-সেভেণ্টি হাইওয়ে ধরে ওয়াশিংটন, আর আই-এইটি ওয়ান ধরে ফিলাডেলফিয়া হয়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাওয়া যায়। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রেনফিল্ড তার রেডিওলজিক্যাল বোমা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারবে অন্তত ডজনখানেক বড় শহরে।

সমস্যা এই একটাই নয়। ওয়্যারহাউসের ভিতরে বসানো ড্রামগুলো নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল। ওয়ায়্যার দেখেই বুঝে গেছেন, ওগুলোয় কোনও ধরনের বিস্ফোরক বসানো হয়েছে... নিশ্চয়ই ওয়্যারহাউস ধ্বংস করে সমস্ত আলামত নষ্ট করবার প্ল্যান করেছে ওরা। পুলিশ আসার আগেই রেনফিল্ড ওগুলো ফাটিয়ে দিতে পারে।

গুলিবর্ষণে বিরতি পড়েছে, কী করছে লোকটা? কষ্টেসৃষ্টে উঠে

দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। ঝুঁকি নিয়ে দরজার ফোকর দিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। রেনফিল্ডকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন। মৃদু গুঞ্জন করে খুলতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দরজা। যা ভয় করেছিলেন, তা-ই ঘটতে চলেছে। পালিয়ে যাচ্ছে রেনফিল্ড।

ট্রাকের গিয়ারে হাত রেখে ডোর মেকানিজমকে অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছে রেনফিল্ড। বড়ই আস্তে খুলছে দরজা। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চমকে উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, হাতে উদ্যত পিস্তল। যে-করেই হোক ওকে ঠেকাবেন বলে পণ করেছেন যেন।

তাড়াহুড়ো করে সিটের উপর রাখা রিভলবারের দিকে হাত বাড়াল রেনফিল্ড, আর তখুনি গুলি করলেন তিনি। প্রথম দুটো দরজায় লাগল, তৃতীয়টা জানালার কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়ল ড্রাইভিং ক্যাবে। নেহাত নিচু হয়ে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেল রেনফিল্ড।

দাঁতে দাঁত পিষে ঝট্ করে উঠে বসল সে। ভাঙা জানালা দিয়ে হাত বের করে রিটার্ন ফায়ার করল। ছুটন্ত অবস্থায় আধ পাক ঘুরে গেলেন অ্যাডমিরাল, বুকের একপাশে আঘাত হেনেছে রেনফিল্ডের গুলি। দড়াম করে আছড়ে পড়লেন ওয়্যারহাউসের মেঝেতে। হাত থেকে ছুটে চলে গেল পিস্তল।

আঘাতটা কতখানি গুরুতর, বুঝতে পারল না রেনফিল্ড। দ্বিতীয়বার গুলি করবারও সময় পেল না। ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে গেছে, দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ। বেনসনের সেলফোন থেকে নিশ্চয়ই ওদেরকে খবর দিয়েছেন হ্যামিলটন।

গাল দিয়ে উঠল রেনফিল্ড। হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে অ্যাকসেলারেটর চাপল, ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। যে-দিক

থেকে পুলিশ আসছে, তার উল্টোদিকের রাস্তা ধরে ফুল স্পিডে ছোটাল বাহনকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে উঠে এল বিজনেস পার্কওয়েতে। শঙ্কা নিয়ে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল... কিন্তু না, কেউ পিছু নেয়নি তার।

গতি কমিয়ে আনল রেনফিল্ড, অযথা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঠিক হবে না। রাস্তার দু'পাশে মেরিল্যাণ্ডের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া—ছোটবড় হাজারো কারখানায় কাজ করছে অসংখ্য মানুষ। চায় না ওদের কেউ আলাদাভাবে নজর দিক ওর ট্রাকের প্রতি। একটু পরেই উল্টোদিক থেকে দুটো পুলিশ কার সাইরেন বাজিয়ে পেরিয়ে গেল ওকে। ওয়্যারহাউসের দিকে যাচ্ছে। হাসি ফুটল রেনফিল্ডের ঠোঁটে, ব্যাটারা কল্পনাই করতে পারেনি ওদের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে শিকার।

হাসিটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কত বড় সর্বনাশ হয়েছে, তা ভাবতে গিয়ে দমে গেল রেনফিল্ড। ওদের প্ল্যানের দফারফা হয়ে গেছে। দুই মুসলিম ছাত্র... যাদের উপর বিস্ফোরণের দায় চাপানোর কথা ছিল... যাদের লাশ পাওয়া যাবার কথা ছিল ট্রাকের ধ্বংসাবশেষে... তারা রয়ে গেছে ওয়্যারহাউসে। রয়ে গেছে র‍্যাচেল হ্যাডলিও। অ্যাডমিরাল যদি মরেও গিয়ে থাকেন, ওই তিনজনের কাছ থেকে ফাঁস হয়ে যাবে রেনফিল্ডের চেহারার বর্ণনা। এবং দেরি না করে পুলিশ লাগবে তার পিছনে।

সত্যিই কি তাই? আচমকা যেন হাজার পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল রেনফিল্ডের মাথার ভিতর—পকেটে রাখা রিমোট কন্ট্রোলের কথা মনে পড়ে গেছে। সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলবার চাবিকাঠি তো এখনও রয়েছে তার কাছে! প্ল্যানটাও পুরোপুরি পণ্ড হয়নি। ট্রাক নিয়ে পালিয়ে এসেছে সে, এখনও বোমা ফাটিয়ে লোয়ার ম্যানহাটনকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা সম্ভব। দোষ চাপাবার জন্য কোনও মুসলমানের লাশ নেই তো কী হয়েছে,

এমনিতেই কি আমেরিকান সরকার আল-কায়েদাকে দুষবে না?

মনে মনে ওয়্যারহাউসের সঙ্গে নিজের দূরত্ব হিসেব করল রেনফিল্ড। তিন মাইলের বেশি হবে না। ওর রিমোট কণ্ট্রোল পাঁচ মাইল পর্যন্ত কাজ করে। নিশ্চিন্ত মনে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল সে। টিপে দিল বাটন।

অনেক দূরে কোথাও যেন বজ্রপাত হলো। রিয়ারভিউ মিররে আকাশের বুকে লাফ দিয়ে একটা আগুনের গোলা উঠে আসতে দেখল সে। মন ভরে গেল অদ্ভুত এক আনন্দে। ব্যস, কেল্লা ফতে। পুলিশ আর কিছুতেই ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাবে না। ওয়্যারহাউসের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে ওখানে ওর উপস্থিতি এবং কাজের সমস্ত চিহ্ন।

গ্রিনক্যাস্‌ল পাইকে মোড় নিল রেনফিল্ড, এখান থেকে ইন্টারস্টেটের দূরত্ব মাত্র এক মাইল। দেড় মিনিটের মাথায় আই-এইটি ওয়ানে উঠে এল সে। রওনা হয়ে গেল নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে।

পনেরো

নেপলস্‌, ইটালি। রাত আটটা।

ভিয়া নভেরো-র একটা আউটডোর ক্যাফে-তে বসে আছে গ্যারেট আর কাটনার। ডিনার সারছে। খাওয়াশেষে ল্যাপটপ অন্ করল গ্যারেট, চেক করল জিয়োলেবের জিপিএস ট্র্যাকার। বিকেল তিনটায় শহরে পৌঁছেছে রানা ও তার সঙ্গীরা, একটা

হোটেলে উঠেছে। ট্র্যাকার এই মুহূর্তে মুভমেন্ট নির্দেশ করছে—তারমানে রাত ন'টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষার জন্য রওনা হয়েছে ওরা।

সন্তুষ্ট হয়ে কফির কাপে চুমুক দিল গ্যারেট। সবকিছু ঠিকমতই এগোচ্ছে। অপ্রত্যাশিত কোনও ঝামেলা দেখা না দিলে রাত পোহাবার আগেই মাইডাসের গুপ্তধন পেয়ে যাবে সে, অধিকারী হবে মাইডাস টাচের। দি চোখে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে গ্যারেট, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি।

বেরসিকের মত এ-সময় বেজে উঠল সেলফোন। নাম্বার চেক করল গ্যারেট। রেনফিল্ড ফোন করেছে। কল রিসিভ করে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কী ব্যাপার, রেনফিল্ড? এত ঢিলেমি কেন? আজকের ভিডিওটা কোথায়?' ত্রিশ মিনিট আগেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির ডেইলি ভিডিও পৌঁছুনোর কথা ছিল তার ইমেইলে।

'ভিডিও?' ওপাশ থেকে বলে উঠল রেনফিল্ড, গলা অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তার। 'জিসাস! ভিডিও নিয়ে ভাববার সময় আছে?'

বোমা-বিশেষজ্ঞের কণ্ঠ ছাপিয়ে বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে গ্যারেট। নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে ফোন করেছে রেনফিল্ড। কেন? কোনও ঝামেলা হয়েছে?

'কোথায় তুমি?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'ট্রাক নিয়ে নিউ জার্সির দিকে যাচ্ছি। গোলমাল দেখা দিয়েছিল, ওয়্যারহাউসটা শিডিউলের আগেই উড়িয়ে দিতে হয়েছে। বেনসন মারা গেছে।'

'হোয়াট দ্য...' থমকে গেল গ্যারেট। 'কী হয়েছিল?'

'সব বেনসনের দোষ,' বলে সংক্ষেপে ওয়্যারহাউসের ঘটনা বর্ণনা করল রেনফিল্ড। শেষে যোগ করল, 'অ্যাডমিরালকে গুলি

করে পালিয়ে এসেছি আমি। নইলে পুলিশের হাতে ধরা পড়তাম।'

'বাকি বন্দিরা?'

'ওয়্যারহাউসের সঙ্গে উড়ে গেছে, কোনও সন্দেহ নেই। অ্যাডমিরালও নির্ঘাত মারা পড়েছে—গুলিতে না হলেও বিস্ফোরণে।'

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে গ্যারেটের। সঙ্গীদেরকে বার বার সাবধান করে দিয়েছিল বুড়ো অ্যাডমিরালের ব্যাপারে, তার কথা না শোনায় বিশাল এক খেসারত দিতে হয়েছে বেনসনকে। সমস্যা সেটা নয়... আসল সমস্যা হলো, ওর বোকামির জন্য গ্যারেটের সাজানো-গোছানো পরিকল্পনা ওলোটপালোট হতে বসেছে। সান্ত্বনা একটাই—নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেছে রেনফিল্ড। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।

'ট্রাকের খবর বলো,' বলল গ্যারেট। 'তোমার প্রিপারেশন শেষ করতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ,' জানাল রেনফিল্ড। 'বোমাটা রেডি। ট্রেইলারের ভিতরে, সওডাস্টের তলায় লুকানো আছে ওটা।'

'গুড। গাড়িটা কোথায় পার্ক করতে হবে, তা জানো নিশ্চয়ই?'

তুমি চাইছ কাজটা আমি একাই সারি? মাথা ঠিক আছে তোমার?'

'রেনফিল্ড,' বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল গ্যারেট, 'অপারেশনের শেষ পর্যায়ে আছি আমরা, সফল হতে চলেছি। এ-অবস্থায় ঝামেলা কোরো না। ট্রাক নিয়ে জায়গামত চলে যাও। আমার ফোন পেলেই টাইমার চালু করবে।'

রেনফিল্ডও তা-ই চায়, কিন্তু নিজের আখের গুছিয়ে নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। গ্যারেটের উপর চাপ

সৃষ্টি করবার এটাই মোক্ষম সময়। তাই গোঁয়ারের মত সে বলল, 'অসম্ভব! আমাকে বোকা ভেবেছ? তলে তলে কী করছ তুমি, তা আমার জানা আছে। মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজতে গেছ তো? আমি তার ভাগ চাই।'

মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে গ্যারেটের। কোনোমতে জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ চাই মানে?'

'মানে হচ্ছে, আমাকে ছাড়া তুমি অচল। পুরো প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যাবে। কাজেই বাকিদের মত দু'মিলিয়ন ডলারে আমি সন্তুষ্ট নই। বিশ মিলিয়ন চাই!'

গ্যারেটের হাতের মুঠোর চাপে মড়মড় করে উঠল সেলফোনের খোলস। রেনফিল্ডকে খুন করবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এ-ও ঠিক, লোকটাকে ছাড়া চলবে না তার। স্ট্রনটিয়াম বোমা ফাটিয়ে আমেরিকার গোল্ড ডিপোজিটরি বিষাক্ত করে না তুললে সৃষ্টি হবে না সোনার চাহিদা। মাইডাস টাচ দিয়ে ও যদি নতুন করে সোনা বানাতে থাকে, তা হলে চালান বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব-বাজারে উল্টো দাম পড়ে যাবে সোনার। রাতারাতি বিলিওনেয়ার হবার খায়েশ আর পূর্ণ হবে না কিছুতেই।

অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। রাগ চেপে গ্যারেট বলল, 'বেশ, বিশ মিলিয়নই পাবে। কিন্তু কাজটা ঠিকমত হওয়া চাই।'

'একা বোমা ফাটাতে পারব না আমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল রেনফিল্ড। 'তোমাকেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'কী!' চিৎকার করে উঠল গ্যারেট। একটু জোরেই চেঁচিয়ে ফেলেছে, আশপাশের প্রত্যেকটা মানুষ চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল। গলা নামাতে বাধ্য হলো সে। নিচু স্বরে জানতে চাইল, 'আমাকে কেন থাকতে হবে?'

'নিজ চোখে মাইডাস টাচের ক্ষমতা দেখতে চাই আমি,' বলল

রেনফিল্ড। 'জিনিসটা যদি কাজ না করে, তা হলে বোমা ফাটিয়ে নিজের পায়ে কুড়োল মারতে রাজি নই কিছুতেই।'

মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল গ্যারেটের। বাড়তি টাকা চাওয়া এক কথা... কিন্তু শুয়োরটা যা করছে, তা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছু না। আজ পর্যন্ত এত বড় ধৃষ্টতা কেউ করেনি তার সঙ্গে। কসম কাটল মনে মনে—রেনফিল্ডকে বিশ মিলিয়ন ডলার দেবে ঠিকই, কিন্তু সে-টাকা ভোগ করবার মত আয়ু দেবে না তাকে।

'ঠিক আছে,' বলল গ্যারেট। 'আগামীকাল তা হলে ফিরে আসব আমি।'

'বাই দ্য ওয়ে,' গা জ্বালানো ভঙ্গিতে বলল রেনফিল্ড, 'দেখা হবার পর আমাকে আবার খুন করার চেষ্টা কোরো না। ডিটোনেটরে গোপন কোড দিয়ে রেখেছি... আমার কিছু হয়ে গেলে বোমাটা তুমি কিছুতেই আর ফাটাতে পারবে না।'

দাঁত কিড়মিড় করল গ্যারেট। শয়তানটা এত চালু, তা তো আগে বুঝতেই পারেনি। 'নিশ্চিন্ত থাকো, কিচ্ছু করব না আমি। তুমি তৈরি থেকো। এদিককার কাজ শেষ হলেই তোমাকে ফোন করব।'

লাইন কেটে দিয়ে থম মেরে গেল সে। ইচ্ছে করছে ক্যাফের ভিতর তাণ্ডব জুড়ে দেয়—উল্টে ফেলে চেয়ার-টেবিল, ভাঙচুর করে বাসন-কোসন, কিংবা চড়-থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় ওয়েইটার, বাবুর্চি আর কাস্টোমারদের গালে। তা হলে যদি রাগ একটু কমে! কিন্তু এ-মুহূর্তে সিন-ক্রিয়েট করতে পারবে না সে। অগত্যা বসে বসে ফোঁস ফোঁস করা ছাড়া গতি নেই।

বসের চেহারা দেখেই ঝামেলার আভাস পেয়ে গেছে কাটনার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, বস?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র্যাচেল হ্যাডলি মারা গেছে,'

গম্ভীর গলায় বলল গ্যারেট। 'গোলাগুলি হয়েছে ওয়্যারহাউসে।'

'বেনসন?'

'অ্যাডমিরালের হাতে খুন হয়েছে গর্দভটা।'

শঙ্কার মেঘ ঘনাল কার্টনারের চোখে। ওদের পুরো প্ল্যানের উপর এই ঘটনার প্রভাব কী হতে পারে, তা বুঝতে পারছে না। চিন্তিত গলায় বলল, 'এখন তা হলে কী করব আমরা? অ্যাডমিরালের আজকের ভিডিও না দেখালে মাসুদ রানা বিগড়ে যাবে স্রেফ।'

জিপিএস ট্র্যাকারের সিগন্যাল আবার চেক করল গ্যারেট। ভিয়া ডন বসকো পেরিয়ে এসেছে ওটা। ঠিকমত যদি এগোয়, তা হলে দশ মিনিটের ভিতর পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোয় পৌঁছে যাবে। সেলফোন বের করে ডায়াল করল সে—রানা নয়, রেমির নাম্বারে। বোঝা দরকার, ওরা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির মৃত্যুর খবর পেয়ে গেছে কি না।

'ইয়েস?' রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল রেমির গলা।

'জিয়োলেবটা সঙ্গে আছে তোমাদের?' সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।'

'গুড। রানার সঙ্গে কথা বলব। ফোনটা ওকে দাও।'

কয়েক মুহূর্ত পর রানার গলা শোনা গেল। 'বলো, শুনছি।'

'তোমাদের খোঁজখবর নেবার জন্য ফোন করলাম,' হালকা গলায় বলল গ্যারেট। 'সময়মত হাজির হচ্ছ তো?'

'সেটা সময় এলেই দেখবে। আজকের ভিডিও কোথায়?'

স্বস্তি অনুভব করল গ্যারেট। রানার কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, এখনও আমেরিকা থেকে কোনও দুঃসংবাদ আসেনি ওর কাছে। বলল, 'চিন্তা কোরো না। দেখা হবার আগেই ওটা পাঠাব তোমার ই-মেইলে। তবে তার আগে শিয়োর হতে চাই, জিয়োলেবটা

তোমাদের সঙ্গে আছে কি না। ড. হ্যাডলির ফোনটা ওটার পাশে রেখে ছবি তোলো—যাতে আমার নাম্বার আর সময় পরিষ্কার দেখা যায় ছবিতে। তারপর ছবিটা আমার নাম্বারে এমএমএস করে পাঠাও।'

প্রতিবাদ করল না রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর জানাল, 'পাঠিয়েছি।'

ভাইব্রেশন হলো গ্যারেটের ফোনে। মাল্টিমিডিয়া মেসেজ এসেছে। ওটা খুলতেই দেখতে পেল ছবিটা। জিয়োলেবের পাশে রেমির ফোন, তাতে ওর নাম্বার ফুটে আছে।

'খুশি?' চাঁছাছোলা গলায় জানতে চাইল রানা।

'খুবই,' বলল গ্যারেট। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার ফোন করব আমি, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের খুঁটিনাটি জানিয়ে দেব তখন। ভিডিওদুটোও তখনই পাঠাব।'

'ওগুলো না পেলে আমরাও দেখা করব না,' জানিয়ে দিল রানা।

'পাবে, নিশ্চিন্ত থাকো।' লাইন কেটে দিয়ে কাটনারের দিকে ফিরল গ্যারেট। 'এখনও কিছু জানে না ওরা। তারপরেও আমাদের শিডিউলটা এগিয়ে আনা দরকার, তা হলে কোনও ঝুঁকি থাকে না।'

'তুমি শিয়োর?' ভুরু কোঁচকাল কাটনার।

'রেনফিল্ড আর বেনসন সব গুবলেট করে দিয়েছে। দেরি করলে পুরো ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে। না, রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না। ফোনটা করো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করল কাটনার। গ্যারেট তাকে একটা নাম্বার দিয়েছে, রিং করল ওটায়। অন্যপাশ থেকে সাড়া পেতেই বলল, 'গুড ইভনিং। আমি মায়া লরেঞ্জোর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

‘কে আপনি?’ ওপাশ থেকে জানতে চাওয়া হলো।

‘একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। অ্যান্থনি গ্যারেটের খোঁজ দিতে চাই।’

বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটল গ্যারেটের ঠোঁটে। মাছ এবার বড়শিতে ঠোকর দিতে বাধ্য। কাটনারের দিকে ঝুঁকল সে, মায়া কী বলে শুনতে চায়।

‘দিস ইজ মায়া লরেঞ্জো।’ এক মিনিটের মাথায় খালাতো বোনের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল গ্যারেট।

‘শুনলাম আপনি অ্যান্থনি গ্যারেটকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন,’ কাটনার বলল।

‘ভুল শোনোনি। তুমি তার খোঁজ জানো?’

‘না। তবে এমন একজনকে চিনি, যাকে ধরলে সহজেই গ্যারেটের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। লোকটার নাম ববি মুরল্যাণ্ড।’

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। এরপর মায়া জিজ্ঞেস করল, ‘বেশ। কোথায় পাওয়া যাবে এই ববি মুরল্যাণ্ডকে?’

‘এই মুহূর্তে পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোয় যাচ্ছে সে।’

‘একা?’

‘না। ওর সঙ্গে লোক আছে।’

‘ওকে খুঁজে পাব কী করে?’

‘মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা জিপিএস ট্র্যাকার আছে,’ বলল কাটনার। গ্যারেটের ইশারা পেয়ে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বলে দিল। ‘ওখান থেকে ওর লোকেশন জানতে পারবেন আপনি।’

‘কীভাবে জানছি ব্যাপারটা একটা ফাঁদ নয়?’ সন্দিহান গলায় বলল মায়া। ‘তোমার পরিচয় কী?’

‘পরিচয়ে কী এসে-যায়?’ বলল কাটনার। ‘যা বলার বলে দিয়েছি আমি। পছন্দ না হলে আমার কথা অগ্রাহ্য করুন। গুডবাই।’ লাইন কেটে দিয়ে গ্যারেটের দিকে ফিরল। ‘কী মনে হয়? ও কি টোপটা নেবে?’

'এমন টোপ ফিরিয়ে দেয়া কঠিন,' বলল গ্যারেট। 'নিশ্চিন্ত থাকো, মুরল্যাণ্ডের পিছনে ওরা যাবেই।'

'ওর যদি কিছু হয়ে যায়?'

'হলেই ভাল। আপদ দূর হবে আমাদের।'

সন্তোষের সুর গ্যারেটের গলায়। মাসুদ রানার ব্যাকআপের দফারফা করে দেয়া গেছে। স্রেফ কপালজোরে সম্ভব হয়েছে কাজটা।

ট্র্যাকারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করছিল না গ্যারেট, ঘণ্টাখানেক আগে তাই কাটনারকে পাঠিয়েছিল রানারা সত্যিই নেপলসে এসেছে কি না দেখে আসার জন্য। ট্র্যাকারের সিগনাল ফলো করে হোটেলের রেস্টুরেণ্টে ববি মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পায় সে, অচেনা চারজন লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে শলা-পরামর্শ করছিল। রানা বা রেমি ছিল না আশপাশে। খবরটা শুনে সন্দিহান হয়ে ওঠে গ্যারেট। ট্র্যাকারের সিগনাল মুরল্যাণ্ডের দিকে নির্দেশ করবে কেন? অচেনা লোকগুলোই বা কে?

একটু ভাবনাচিন্তা করতেই আসল ঘটনা বুঝে ফেলে সে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির খবর জানা আছে তার, নিশ্চয়ই সেখান থেকে ওকে কবজা করবার জন্য লোক জোগাড় করেছে রানা। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্র্যাকারের হদিসও পেয়ে গেছে সে, ওটা মুরল্যাণ্ডের কাছে রেখেছে তাকে ধোঁকা দেবার জন্য। কৌশলটা টের পেয়ে বিকল্প প্ল্যান আঁটে গ্যারেট। ঠিক করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার। মায়াকে মুরল্যাণ্ডের পিছনে সে-কারণেই লাগিয়ে দিয়েছে। ওদিকে ব্যস্ত থাকুক প্রিয় বোনটি, এই সুযোগে নিজের কাজ সেরে নেবে ও।

ওয়েইটার বিল নিয়ে এসেছে, ওয়ালেট খুলে খাবারের দাম মিটিয়ে দিল গ্যারেট। কাটনারকে বলল, 'চলো। যাবার সময় হয়েছে।'

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোল দু'জনে।

উত্তেজনা অনুভব করছে গ্যারেট—প্রতিটা অপারেশনে নামবার আগে যা হয়। এই উত্তেজনার সঙ্গে নার্ভাসনেসের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে পরিকল্পনার প্রতিটা খুঁটিনাটি খাপে খাপে বসে যাবার আনন্দের। এবারের প্ল্যানে সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সাফল্যের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তার। আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা যা ঘটতে পারে, তা সবই তার নখদর্পণে। প্রতিপক্ষের শক্তি, ক্ষমতা আর পরিকল্পনার কিছুই তার অজানা নেই।

আর এ-জন্যে রেমি হ্যাডলিকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়!

ষোল

কৃত্রিম আলোয় ঝলমল করছে নেপলসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ... *পালাৎজো রিয়াল।* সপ্তদশ শতাব্দীতে বারবান-রা তৈরি করেছে এই প্রাসাদ, এখন ওটা প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শনীয় স্থান। গাড়ি থেকে নেমে ওদিকে এগিয়ে চলেছে মুরল্যাণ্ড। সঙ্গে রয়েছে রানা এজেন্সির চারজন অপারেটর, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এজেন্সির নেপলস্ শাখা-প্রধান গোলাম কিবরিয়া। সবাই গম্ভীর হয়ে আছে, কথা বলছে না কেউ।

পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর উপর নজর রাখবার জন্য পালাৎজো রিয়াল একেবারে আদর্শ জায়গা। সুবিধাজনক

পজিশনে অপেক্ষা করবে ওরা, গ্যারেট উদয় হলেই ওদেরকে সঙ্কেত দেবে রানা—'এমনটাই ঠিক করা হয়েছে। সঙ্কেত পেয়ে দু'জন অপারেটর নিয়ে পিয়াৎজায় ঢুকবে মুরল্যাণ্ড, বাকি দু'জন পিছনে থাকবে অযাচিত ঝামেলা সামাল দেবার জন্য। আশা করা যায়, ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে গ্যারেটকে আটক করতে অসুবিধে হবে না।

এদিককার খুঁটিনাটি খুব ভাল চেনে কিবরিয়া, আমবার্তো গ্যালারিয়ার ভিতর দিয়ে শর্টকাটে নিয়ে চলল দলকে। বিশাল এক ক্রসের আকারে তৈরি করা হয়েছে এই ইনডোর শপিং প্লাজা, একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। মন বিক্ষিপ্ত থাকলেও প্লাজার সৌন্দর্য মুগ্ধ করল মুরল্যাণ্ডকে। কাঁচ আর লোহার ল্যাটিসওঅর্কে তৈরি ১৮৪ ফুট উঁচু ছাতটা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। ওখান দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ এসে আলোকিত করেছে ভিতরটা।

রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় থাকলেও প্লাজায় ক্রেতার সংখ্যা নগণ্য। দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, সবাই এসেছে বাইরের কনসার্টে যোগ দেবার জন্য। স্থানীয় দুটি বিখ্যাত ব্যাণ্ড রাতভর গান পরিবেশন করবে আজ।

খানিক পরেই প্লাজার উল্টোপাশের পোর্টিকোয় বেরিয়ে এল দলটা। পেভমেন্টে পা রাখতে না রাখতে উদয় হলো দুটো হালকা নীল-রঙা পুলিশ কার, ব্রেক কষে থামল ওদের সামনে। ঝটপট চারজন ইউনিফর্মধারী পুলিশ নামল গাড়ি থেকে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, তাক করল ওদের দিকে। থমকে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড ও তার সঙ্গীরা।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' চেঁচিয়ে উঠল এক পুলিশ, হাবভাবে তাকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে। শার্টের হাতায় সার্জেন্টের র‍্যাঙ্ক।

'কোনও সমস্যা, অফিসার?' ইটালিয়ানে জানতে চাইল

কিবরিয়া। আড়চোখে আশপাশে তাকাল, কৌতূহলী লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার।

'তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে,' বলল সার্জেন্ট। 'ফেলে দাও ওগুলো। তারপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

'অস্ত্রগুলোর পারমিট আছে আমাদের সঙ্গে...'

'কথা কম!' গর্জে উঠল সার্জেন্ট। 'আগে অস্ত্র ফেলো। পারমিট আছে কি নেই, সেটা পরে দেখা যাবে।'

পরামর্শের আশায় মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল কিবরিয়া।

'ওদের কথা মেনে নেয়াই বোধহয় ভাল,' অবাক হলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশের সঙ্গে গোলমাল করে লাভ হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল কিবরিয়া, দেখাদেখি বাকিরাও। পেভমেন্টের উপর ছুঁড়ে ফেলল ওগুলো। তারপর দু'হাত তুলে দাঁড়াল।

ধাক্কা দিয়ে ওদের পাঁচজনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশের গাড়ির কাছে। বনেটের উপর দু'হাত মেলে, পা ফাঁক করে দাঁড় করানো হলো। দক্ষ হাতে এরপর করা হলো শরীরতল্লাশি। অস্ত্র আগেই ফেলে দিয়েছে, এবার ওয়ালেট আর কাগজপত্র সহ যা যা ছিল, সব কেড়ে নেয়া হলো। মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে জিপিএস-এর ট্র্যাকার আর সেলফোনও নিয়ে নিল পুলিশেরা।

অস্ত্রগুলো ইতিমধ্যে কুড়িয়ে নেয়া হয়েছে, এবার চার অপারেটরকে হাতকড়া পরিয়ে দুই গাড়িতে ঠেলাধাক্কা দিয়ে তুলল পুলিশেরা। দরজা আটকে দিল। পেভমেন্টে একা রয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

'আমি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ও।

এক গাল হাসল সার্জেন্ট। ইংরেজিতে বলল, 'আপনার

বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, সেনিয়র। মানে... যদি এই এলাকায় আর ঘোরাফেরা না করেন আর কী! যে-পথে এসেছেন, সে-পথে ফিরে যান।' ইশারা করল পিছনের প্লাজার দিকে।

বিস্ময় বোধ করল মুরল্যাণ্ড। অস্ত্র ওর কাছেও ছিল... পাঁচটার ভিতর ওটাই বরং ছিল পারমিট-বিহীন। তা হলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন?

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' ধমকে উঠল সার্জেণ্ট। 'যান!'

উপায়ান্তর না দেখে উল্টো ঘুরল মুরল্যাণ্ড। হাঁটতে শুরু করল। প্লাজায় ও না-ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল পুলিশেরা, তারপর সাইরেন বাজিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ডের। গোলমাল হয়ে গেছে... কোথাও বড় ধরনের কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে! ভেস্তে গেছে ওদের পরিকল্পনা। অস্ত্র নেই, লোক নেই... গ্যারেটকে আর কিছুতেই আটকানো সম্ভব নয়। দ্রুত পা চালাল ও, যে-করে হোক, একটা ফোন করে সাবধান করে দিতে হবে রানাকে।

প্লাজার মাঝামাঝি পৌঁছুতেই চোখের কোণে পরিচিত একটা অবয়ব দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড—দুটো দোকানের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল ও। লোকটা আর কেউ নয়... ওর পুরনো 'বন্ধু' টমি কাভানো!

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল মুরল্যাণ্ড। যেভাবেই হোক, ওর খোঁজ পেয়ে গেছে মায়া লরেঞ্জো। পোষা পুলিশ পাঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে রানা এজেন্সির অপারেটরদের। এখন নিজের গুণ্ডাকে পাঠিয়েছে ওকে তুলে নিয়ে যেতে!

বামদিক থেকে আরেকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুরল্যাণ্ড। সামনে-পিছনেও উদয় হয়েছে দু'জন করে গুণ্ডা।

'বাহ্, আমার পরামর্শ দেখছি গ্রহণ করেছ!' টমির দিকে ফিরে হাসিমুখে বলল ও। 'সত্যি সত্যি এবার বাড়তি লোক নিয়ে এসেছ!'

ঠাট্টা-মশকরায় প্রভাবিত হলো না টমি। কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো। নইলে...' কথাটা অসমাপ্ত রাখল হুমকির ওজন বাড়াবার জন্য।

'বললেই কি যখন-তখন যাওয়া যায়? আমার হাতে অনেক কাজ।' লোকগুলো এখনও অস্ত্র বের করেনি দেখে সাহস পাচ্ছে মুরল্যাণ্ড। সম্ভবত ওকে খুন করবার নির্দেশ পায়নি এরা, জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

'ঝামেলা করতে চাইছ?' দাঁতমুখ খিঁচাল টমি। 'তা হলে ঝামেলাই উপহার দেব আমরা। অ্যাই, ধর্ শালাকে!'

সবাই মিলে হামলা চালানোই এ-পরিস্থিতিতে উত্তম। শিকারকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে পারলে অনায়াসে কাবু করা যায়। কিন্তু তা না করে মাত্র দু'জন এগোল মুরল্যাণ্ডের দিকে। হাসি পেল ওর। ওরা বোকামি করলে ওর কী করার আছে?

লোকদুটো নাগালে পৌঁছুতেই এক পায়ে লাথি ছুঁড়ল ও। থুতনিতে সেই আঘাত নিয়ে ছিটকে পড়ল এক গুণ্ডা, অন্যজন ঘুসি ছুঁড়ল মুরল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করে। একটু নিচু হয়ে তাকে ফাঁকি দিল ও। তারপর হাত মুঠো করে সজোরে ঘুসি মারল তার অরক্ষিত ঊরুসন্ধিতে। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

সোজা হয়ে টমির দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কেমন দেখালাম, বলো তো?'

আঁতে যেন বিছুটির ঘষা লেগেছে, বাকি তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল টমি, 'হাঁ করে দেখছিস কী? খতম কর্ শালাকে!'

হুঙ্কার ছেড়ে মুরল্যাণ্ডের দিকে ছুটে এল তিন গুণ্ডা। ঘুরে তাদের মুখোমুখি হলো ও। বামের লোকটাকে বেছে নিল প্রথম টার্গেট হিসেবে। কাছে আসতেই গলায় প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল লোকটা, তার দিকে না তাকিয়ে পাঁই করে ঘুরল মুরল্যাণ্ড। হাতের উল্টোপিঠের মার লাগাল পাশের জনের কানের উপরে। আধপাক ঘুরে গেল সে। তৃতীয়জন এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

দু'পা পিছিয়ে ব্যালান্স রক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। লোকটা ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে, কনুইয়ের গুঁতোয় গুঁড়িয়ে দিল তার নাক। প্রথমজন ওঠার চেষ্টা করতেই লাথি হাঁকাল। এরপর ইস্পাতকঠিন হাতে চেপে ধরল দ্বিতীয় গুণ্ডার গলা। মুঠো পাকিয়ে তাকে ঘুসি মারতে যাবে, এমন সময় পিছনে ক্লিক জাতীয় একটা শব্দ শুনে জমে গেল। ভাঁজ করা ব্যাটন প্রসারিত করবার শব্দ ওটা।

ঘাড় ফেরাতেই টমিকে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড, ওর পিছনে চলে এসেছে সে। হাতে উঁচু করে ধরেছে ব্যাটন। ঠেকাবার আগেই ওটা নেমে এল মাথার উপর। তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণে আরেকটা বাড়ি পড়ল ঘাড়ে, ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল ও।

আঘাত সামলে বাকিরাও এগোল মুরল্যাণ্ডের দিকে। শুরু হলো বৃষ্টির মত কিল-ঘুসি আর লাথি। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ককাল মুরল্যাণ্ড, তারপর হারিয়ে গেল ব্যথা-বেদনার অনুভূতি। অনেক চেষ্টা করেও খোলা রাখতে পারল না চোখদুটো।

দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে।

পর পর তিনবার ডায়াল করেও মুরল্যাণ্ডের ফোনে কানেকশন পেল না রানা। চিন্তায় পড়ে গেল ও। ফোন বন্ধ করে রাখার কথা নয় মুরল্যাণ্ডের। নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে দু'জনে, আধঘণ্টা

আগেও ওর সঙ্গে কথা হয়েছে রানার।

পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর পশ্চিম পাশে, স্যান ফ্রান্সেসকো ডি পাওলা চার্চের ভিতরে বসে আছে ও আর রেমি। চার্চটা মিউজিক স্টেজের পিছনে, চত্বর থেকে দেখা যায় না। আপাতত ওখানে আশ্রয় নিয়েছে ওরা, সময় হলে গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরুবে। ট্র্যাকারের সিগনাল অনুসরণ করে লোকটা যদি তার আগেই হামলা চালিয়ে বসে মুরল্যাণ্ডের উপর, তা হলে চুপিসারে সটকেও পড়া যাবে।

কিবরিয়ার টিমের সঙ্গে মুরল্যাণ্ডের দেখা করিয়ে দিয়ে বিকেলেই বেরিয়ে পড়েছিল রানা আর রেমি। পার্থেনন থেকে পাওয়া ট্রায়াঙ্গুলেশন ডেটা অনুসারে খুঁজেছে নির্দিষ্ট কুয়োটা। নুমার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ল্যারি কিং সাহায্য করেছে ওদেরকে। সুপার-কম্পিউটার ভিনাসের সাহায্যে নেপলস্ সংক্রান্ত পুরনো বিভিন্ন নথি বিশ্লেষণ করেছে সে, যত ধরনের কালচারাল রেফারেন্স পেয়েছে সব ঘেঁটে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য চারটে কুয়োর লোকেশন ই-মেইল করে পাঠিয়েছিল রানাকে। ওগুলোর খোঁজেই বেরিয়েছিল ও আর রেমি।

একে একে চারটে কুয়োই দেখেছে ওরা। কাঁকড়ার ছবি বা প্রতীক নেই কোনোটাতেই, তবে একটা কুয়োর ভিতরদিকে খোদাই করা কয়েকটা বিন্দু পাওয়া গেছে... তলায় একটা গ্রিক হরফ—*আলফা*। জিনিসটা অদ্ভুত লেগেছিল রানার কাছে, ছবি তুলে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখেছে। ফলাফল আশাপ্রদ। বিন্দুগুলো আসলে *ক্যান্সার কন্সটেলেশন*, বা কর্কট রাশির তারকামণ্ডলের কনফিগারেশন। আলফা দিয়ে যে আর্কিমিডিসের নামের আদ্যক্ষর বোঝানো হয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। এর মানে পরিষ্কার—কুয়োটা পেয়ে গেছে ওরা। সুসংবাদটা দেবার জন্য আধঘণ্টা আগে ফোন করেছিল রানা, তখনই শেষবার কথা

হয়েছে মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে।

'কী হয়েছে?' রানার কপালে ভাঁজ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ববির ফোন বন্ধ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে না? হয়তো যেখানে পজিশন নিয়েছে, সেখানে সিগনাল দুর্বল।'

'উঁহুঁ। অমন কিছু হলে লোকেশন বদলাবে ও, যোগাযোগ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না।'

'তা হলে?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু লক্ষণ বেশি সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

কিবরিয়ার নাম্বারে ডায়াল করল ও। সাড়া নেই। সন্দেহ গাঢ় হওয়ায় টিমের বাকি তিন সদস্যের নাম্বারেও চেষ্টা করে দেখল। লাভ হলো না। কপালের ভাঁজ গাঢ় হয়ে উঠল ওর। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না। মুরল্যাণ্ডকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু ওদের তো সতর্ক থাকার কথা! হামলা করা হলেও পাঁচ-পাঁচজন সশস্ত্র লোককে চোখের পলকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা ফোন তো করতে পারত ওরা।

সেলফোনের ইন্টারনেট ব্রাউজার অন্ করল রানা। জিপিএস ট্র্যাকারের ওয়েবসাইট চেক করল। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, পালাৎজো রিয়ালের পজিশন দেখাচ্ছে না ওটা!

'কোথায় ওরা?' পাশ থেকে উঁকি দিল রেমি।

'মুভ করছে,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ট্র্যাকারের রিডিং যদি ঠিক থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে ববি পিয়াৎজা ছেড়ে শহরের উত্তরদিকে রওনা দিয়েছে।'

'কী!' চমকে উঠল রেমি। 'কেন?'

'জানি না। কোথাও গড়বড় হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'আমরা তা হলে কী করব?'

'ববির কী হয়েছে, তা না জেনে গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু র‍্যাচেল...' প্রতিবাদ করতে গেল রেমি।

ওকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'কিচ্ছু হবে না ওর। অপারেশনের শেষ পর্যায়ে এসে চরম কিছু ঘটাবার ঝুঁকি নেবে না গ্যারেট। আমাদেরকে হাতে রাখা ওর জন্যে খুব জরুরি।'

'তা হলে কি ববিকে খুঁজতে যাব আমরা?'

'আমরা না, শুধু আমি।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়। একা থাকলেই বরং দ্রুত মুভ করতে পারব আমি। ট্র্যাকারটাকে ফলো করব, বোঝার চেষ্টা করব পরিস্থিতি। যদি সম্ভব হয়, ববি আর আমার অপারেটরদের উদ্ধার করব।'

'আমি কী করব?'

'কিচ্ছু না। লুকিয়ে থাকতে হবে তোমাকে... গ্যারেট যাতে কিছুতেই খোঁজ না পায় তোমার।'

'লুকোচুরি পছন্দ নয় আমার, রানা,' অভিযোগের সুরে বলল রেমি।

'পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা নিরাপত্তার,' বলল রানা। 'জিয়োলেবটা সঙ্গে নিচ্ছি না, ওটা তোমার জিম্মায় থাকবে। গ্যারেটের হাতে জিনিসটা পড়তে দেয়া যাবে না কিছুতেই। আমার এজেন্সির একটা সেফহাউসে রেখে যাব তোমাকে। দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি না ফিরে আসি, মি. রেডক্লিফকে ফোন করবে। সাহায্য নেবে তাঁর। আর যা-ই করো, কোনও অবস্থাতেই একাকী দেখা করতে যেয়ো না গ্যারেটের সঙ্গে। ক্লিয়ার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। 'বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পছন্দ

হচ্ছে না।'

'পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই।' কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝোলাল রানা। 'চলো।'

চার্চের সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জনে। চত্বরের সীমানা ঘেঁষে চলে গেছে সরু ওয়াকওয়ে, ওখানে নেমে চারপাশ দেখে নিল রানা। কনসার্ট দেখবার জন্য প্রচুর দর্শক এসেছে, ওদের প্রতি মনোযোগ নেই কারও। এই ভিড়ের মাঝে নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন। গ্যারেট ওদেরকে স্পট করতে পারবে বলে মনে হয় না, তবু সতর্ক পদক্ষেপে এগোল রানা। উত্তর দিকের পার্কিং লটে রেখে এসেছে ওদের গাড়ি, সেদিকে যাচ্ছে।

লটের সীমানায় পৌঁছুতেই একটা পিলারের পিছন থেকে ঢোলা প্যান্ট আর কালো টি-শার্ট পরা একজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল সে। লোকটার হাতে একটা ভাঁজ করা জ্যাকেট রয়েছে, হাতটা তাক করে রাখা হয়েছে ওদের দিকে। নিশ্চয়ই গ্যারেটের লোক!

থমকে দাঁড়াল রানা। রেমিকে সতর্ক করবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ওর পিঠে ঠেকানো হলো একটা পিস্তল। জমে গেল ও।

'তাড়াতাড়ি এসে গেছ তুমি, রানা,' কানের কাছে শোনা গেল অ্যান্থনি গ্যারেটের হাসিমাখা কণ্ঠ।

'তুমিও,' নীরস গলায় বলল রানা।

'প্ল্যানে একটু রদবদল করতে বাধ্য হয়েছি। বাই দ্য ওয়ে... কিছু করতে যেয়ো না। আমার বন্ধু কাটনারের জ্যাকেটের তলায় আরেকটা পিস্তল আছে।'

'সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছি।'

মুক্ত হাতে রানার শরীরতল্লাশি করল গ্যারেট, কোমর থেকে

কেড়ে নিল পিস্তল—অস্ত্রটা কিবরিয়ার কাছ থেকে ধার করে এনেছিল রানা।

'তোমাদের ফোনগুলো দাও,' হুকুম দিল গ্যারেট।

পকেটে হাত ঢোকাল রানা, আর তখুনি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল রেমি। চেষ্টা করল গ্যারেটকে ঘুসি মারতে। খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল রানা।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো!' কড়া গলায় বলল ও। 'নইলে খামোকা খুন হয়ে যাবে।'

'খুন আমরা এমনিতেও হব, রানা,' ফুঁসে উঠল রেমি।

'আমার তা মনে হয় না। খুন করতে চাইলে এতক্ষণে করে ফেলতে পারত।'

'ও ঠিকই বলেছে, ডার্লিং,' বলে উঠল গ্যারেট। কয়েক পা পিছিয়ে গেছে সে, এতক্ষণে তাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। কাটনারের মত সে-ও হাতের উপর একটা কোট ভাঁজ করে রেখেছে, তার তলায় লুকিয়ে রেখেছে মুঠোয় ধরা পিস্তল। 'মাথা গরম না করে ফোনদুটো দিয়ে দাও।'

'খবরদার! আমাকে ডার্লিং বলবে না।'

'কী বলব তা হলে? ইয়োর হাইনেস?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল গ্যারেট।

কথা বাড়াবার প্রবৃত্তি হলো না রানার। নিজের আর রেমির ফোনদুটো বাড়িয়ে ধরল। এগিয়ে এসে ওগুলো নিল গ্যারেট, তারপর কংক্রিটের উপর আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল সেটদুটো।

'ব্যস, এখন আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না আমাদের,' বলল সে। রানার দিকে তাকাল। 'ব্যাকপ্যাকটা দাও। জিয়োলেবটা ভিতরে আছে নিশ্চয়ই।'

'ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না,' কাঠখোট্টা গলায়

বলল রানা।

'ব্যাগটা হাতে পেলেই খুশি হব আমি,' প্রত্যুত্তর দিল গ্যারেট। 'নিজ থেকে দেবে, নাকি তোমার হাঁটুতে গুলি করে জিনিসটা কেড়ে নিতে হবে?'

নিঃশব্দে ব্যাকপ্যাক বাড়িয়ে ধরল রানা। ওটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে গ্যারেট বলল, 'চমৎকার! এবার হাঁটতে শুরু করো।'

'কোন্‌দিকে?'

পিস্তলের ইশারা করল গ্যারেট। 'ওদিকে। আমার গাড়িটা ওখানে রেখেছি।'

রেমির হাত ধরে পা বাড়াল রানা। ওদের পিছনে রইল গ্যারেট আর কাটনার।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে কী!' অবাক হবার ভান করল গ্যারেট। 'আমি নেব কেন? তোমরাই বরং নিয়ে যাবে আমাকে। চুক্তির কথা ভুলে গেছ? টানেলে ঢোকার রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দেবে তোমরা।'

'তার বিনিময়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি দেবারও কথা ছিল। তা তোমরা দাওনি। কাজেই আমাদের তরফ থেকে কোনও সাহায্য পাবার আশা কোরো না। আর্কিমিডিসের ওই কুয়োর খোঁজ কিছুতেই তোমাকে দেব না আমরা।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল গ্যারেট। 'নিজেকে খুব চালাক ভাবছ, রানা? শুনে খুশি হবে, কুয়োটার লোকেশন আমার জানা আছে। পিয়াৎজা স্যান গেতানোয়... স্যান ম্যাগিয়োর গির্জা, তাই না? ওখানে কুয়োটা খুঁজে পেয়েছ তোমরা। ড. হ্যাডলি বলেছে আমাকে!'

চমকে উঠল রানা। আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ভাগ্যক্রমে ওদেরকে খুঁজে পায়নি গ্যারেট, জানত ওরা গির্জায়

আশ্রয় নিয়েছে। সে-কারণেই গির্জা থেকে বেরিয়ে যে-পথে পার্কিং লটে ঢুকতে হয়, সেখানে ফাঁদ পেতেছিল। ওদের সঙ্গে ট্র্যাকার ছিল না, তারপরেও লোকেশন ফাঁস হবার উপায় একটাই—রেমি বেঈমানী করেছে! সব বলে দিয়েছে গ্যারেটকে! ওদের প্ল্যান, কুয়োর লোকেশন... স-অ-ব! ওর কারণেই উধাও হয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড আর কিবরিয়ার টিম।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেমির দিকে। 'তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি,' থমথমে গলায় বলল ও। 'এ-ই কি তার প্রতিদান?'

'কী!' হতভম্ব চেহারা হয়েছে রেমির। 'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। 'তুমি কি ভাবছ আমি এই শয়তানটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি?'

কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'নইলে ও আমাদের খুঁজে পেল কী করে?'

'তা আমি কীভাবে জানব? তোমার মত আমিও ওর হাতে বন্দি। আমার বোনকেও ও কিডন্যাপ করেছে!'

রেমির কথায় প্রভাবিত হলো না রানা। র‍্যাচেল হ্যাডলির অপহরণ স্রেফ একটা সাজানো ঘটনা হতে বাধা কোথায়? রেমিকে দলে ভেড়ানোর জন্যই হয়তো নাটকটা করা হয়েছে।

'তোমার ধারণাই ঠিক, রানা,' ওর মনের কথা পড়তে পেরে বলল গ্যারেট। 'রেমি এতদিন আমার ইনফরম্যাণ্ট হিসেবে কাজ করেছে। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপের খবর নিয়মিত আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে ও। আজ ওকে তোমার সঙ্গে আটক করলাম কেন, এটা ভেবে হয়তো অবাক হচ্ছ। ব্যাপার হয়েছে কী... লোভী হয়ে উঠেছে ও। ন্যায্য ভাগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দাবি করতে শুরু করেছে। দু'মুখো সাপ কোথাকার... এক্ষুনি ওকে খুন করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ওর প্রফেশনাল এক্সপার্টিজের প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি বলে...'

'চুপ করো, বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি। 'ওর কথায় কান দিয়ো না, রানা। ও একটা মিথ্যাবাদী!'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল গ্যারেট। 'তা হলে তুমিই বলো, রানা... তোমরা যে ইংল্যাণ্ডে মায়ার সঙ্গে দেখা করেছিলে, তা কী করে জানি আমি? কী করে জানি যে, ওকে ধাওয়া করে মিউনিখে গিয়েছিলে? গতকাল অ্যাথেন্স মিউজিয়াম থেকে একটা রেপ্লিকা চুরি করেছ তোমরা, আজ সকালে গিয়েছিলে পার্থেননে... এসব খবর আমার কাছে পৌঁছুল কীভাবে?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির।

রানা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'এসবের কোনও ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে? জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে আমাদের লণ্ডন, মিউনিখ আর অ্যাথেন্স ট্রিপের খবর হয়তো পেয়েছে গ্যারেট; কিন্তু পার্থেননের খবর পেল কীভাবে? ট্র্যাকারটা তখন আমরা সঙ্গে নিইনি। ওটা আমার এজেন্সির একজন অপারেটর নুমার জেটে পৌঁছে দিয়েছিল।'

কোনও কথা জোগাল না রেমির মুখে।

গ্যারেটের দিকে ফিরল রানা। 'ববি কোথায়?'

'বেঁচে আছে না মরে গেছে... আমি ঠিক জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'ওটা মায়া বলতে পারবে।'

'মায়ার হাতে ধরিয়ে দিয়েছ ওকে?'

'আপদ বিদায় করেছি, সেইসঙ্গে মায়াকে ব্যস্ত রাখার একটা উপায়ও বলতে পারো,' গর্বের সুর ফুটল গ্যারেটের গলায়। 'এক ঢিলে দুই পাখি... ইম্প্রেসিভ, কী বলো?'

'আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'ভাল আছেন উনি,' অম্লানবদনে মিথ্যে বলল গ্যারেট। '...এখন পর্যন্ত।'

বিশ্বাস করল না রানা। 'আমি ওঁকে দেখতে চাই। আজকের

ভিডিও কোথায়?'

'ভিডিও দিয়ে কী করবে? ধুয়ে পানি খাবে? কথা দিচ্ছি, গুপ্তধন পাবার পর ভদ্রলোককে ছেড়ে দেব আমি। এ-নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি কোরো না।'

'কুয়োর লোকেশন তো পেয়েই গেছ। এখন আর আমাকে কী দরকার?'

'দরকার আছে, মাই ডিয়ার রানা। কোডেক্সের কয়েকটা পাতা তুমি দেখোনি। ওগুলোর কপি বা অনুবাদ আমি দিইনি তোমাকে। জিয়োলেব ব্যবহার করে কীভাবে চেম্বারটায় পৌঁছুতে হবে, তার নির্দেশনা আছে পাতাগুলোয়। অলরেডি প্রমাণ হয়ে গেছে, ডিভাইসটার ব্যবহার তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব তোমাকে ছাড়া চলছে না আমার।'

'আমি যদি রাজি না হই?'

'তা হলে তোমাকে ছাড়াই মাইডাসের সমাধি খুঁজতে হবে আমাকে। তবে যাবার আগে তোমাদের দু'জনকে খুন করে রেখে যাব। কোন্‌টা তোমার পছন্দ?'

'ও ভয় দেখাচ্ছে,' বলল রেমি। 'ওর কথায় কান দিয়ো না।'

ওকে কোনও গুরুত্ব দিল না রানা, মনে মনে যাচাই করল পরিস্থিতি। মরতে ভয় পায় না ও, কিন্তু মরে গেলে কোনও লাভ হচ্ছে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। স্ট্রনটিয়ামের বোমা নিয়ে গ্যারেট কী প্ল্যান এঁটেছে, সেটাও জানতে পারছে না... পারছে না তাকে ঠেকাতে। তার চেয়ে লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে আয়ু বাড়িয়ে নেয়া যাক। একটা না একটা সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে পাশার ছক উল্টে দেবার। সেটাই চাই ওর।

'মাইডাসের সোনা না দেখে মরলে বিরাট একটা আক্ষেপ থেকে যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'চলো, তোমার সঙ্গেই যাব আমি।'

'উত্তম সিদ্ধান্ত,' মাথা ঝোঁকাল গ্যারেট। 'তা হলে হাঁটো।'

পার্ক করা একটা ফিয়াট সেডানের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো রানা আর রেমিকে। গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে দুটো বেল্ট বের করল কাটনার।

'হাত তোলো,' দুই বন্দিকে নির্দেশ দিল গ্যারেট।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী এগুলো?'

'স্টান বেল্ট,' বলল গ্যারেট। 'জেলখানায় ব্যবহার করা হয়—উশৃঙ্খল কয়েদিদের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য। তোমাদেরকেও সে-কারণেই পরানো হচ্ছে। টানেলে যখন ঢুকব, তখন পরিবেশ এতটা খোলামেলা থাকবে না। একে অন্ধকার, তার ওপর আবার ছোট্ট জায়গা... তোমাদের নাগালের ভিতর যদি থাকি, দুষ্ট বুদ্ধি খেলতে পারে তোমাদের মাথায়। হয়তো পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। দূরে থাকলেও বিপদ—তোমরা চেষ্টা করবে পালিয়ে যাবার। ওসব সামাল দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা। তোমাদের নাগালের বাইরে থাকতে পারব, কিন্তু দূর থেকেও কন্ট্রোল করতে পারব তোমাদের।'

দুই রঙের দুটো বেল্ট পরানো হলো বন্দিদের—রানাকে লাল, রেমিকে নীল। গ্যারেট পরল দুটো ওয়েস্টব্যাণ্ড, তাতে স্টান বেল্টের বাটন লাগানো। বেল্টের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাটনদুটোও লাল-নীল রঙের।

আশাবাদী হয়ে উঠল রানা। স্টান বেল্ট পরাবার মানেই হচ্ছে ওদেরকে টানেলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেবে গ্যারেট। ওর চোখ এড়িয়ে বেল্টটা কোনোমতে খুলে ফেলতে পারলেই হয়, তখন পাল্টা আঘাত হানা যাবে শত্রুর উপর।

বেল্টদুটো যথেষ্ট টাইট হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখল কাটনার। তারপর একটা চাবি দিয়ে আটকে দিল বাকলের তালা। বাকল তো নয়, তাসের প্যাকেট আকৃতির চারকোনা একেকটা

বাক্স ওগুলো। বেল্ট আর বাকলের চাপে হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। বুঝল, কসরত করে ওটার ভিতর থেকে বের হতে পারবে না।

ফিয়াটের পিছনের দরজা খুলে ধরেছে গ্যারেট। বলল, 'উঠে পড়ো।'

দ্বিরুক্তি না করে ব্যাকসিটে চড়ে বসল রানা আর রেমি। সঙ্গীকে নিয়ে গ্যারেট উঠল সামনে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল কাটনার। গিয়ার দিয়ে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে।

'পিছন থেকে হামলা চালাতে যেয়ো না,' গ্যারেট সাবধান করে দিল রানা আর রেমিকে। 'বেল্টদুটোয় সামান্য মডিফিকেশন করেছে আমার এক বন্ধু। ডান-বাম করতে গেলে ইলেকট্রিক শক খাবে না, স্রেফ মারা পড়বে।'

'মানে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'মানে হচ্ছে, ওগুলো এখন আর স্টান বেল্ট নয়... এক্সপ্লোসিভ বেল্ট! ভিতরে তিন আউন্স করে সি-ফোর বসানো হয়েছে শেপ-চার্জ হিসেবে। বিশাল কোনও বিস্ফোরণ ঘটবে না, তবে আমি যদি বেল্টের বাটন টিপি, কোমর থেকে স্রেফ দু'টুকরো হয়ে যাবে তোমরা। টানেলের ভিতরে তোমরা যদি টানা দশ সেকেণ্ডের বেশি আমার চোখের আড়ালে থাকো, তা-ই ঘটবে।'

সতেরো

চেতনা ফিরে পেতেই সারা শরীরে নরকযন্ত্রণা অনুভব করল

মুরল্যাণ্ড, যেন দুরমুজ দিয়ে পেটানো হয়েছে ওকে। ব্যাটনের আঘাতে আলু গজিয়েছে মাথায়; ফুলে গেছে ঘাড়ের রগ; বুক-পিঠে লাথি-গুঁতোর প্রচণ্ড ব্যথা। পাঁজরের হাড়গোড় ভেঙেছে কি না কে জানে। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। চারদিকে মানুষের উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে একাধিক কণ্ঠস্বর... কিন্তু কথাগুলো যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। ঝাপসা চোখে লোকগুলোকে দেখাচ্ছে প্রেতাত্মার মত।

হঠাৎ শরীর ঝাঁকি খেতেই ঘোর কেটে গেল ওর, পরিষ্কার হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। একটা গাড়ির ব্যাকসিটে বসে আছে ও, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দু'পাশে বসে আছে দু'জন গুণ্ডা। কালসিটে পড়া চোয়াল ডলছে একজন; অন্যজন মালিশ করছে তলপেট। খুশি হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। মার ওরাও কম খায়নি। সামনে তাকাল। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার, পাশে বসে উদাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে টমি। জানালার পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে সরে যাচ্ছে গাছ, ল্যাম্পপোস্ট। শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

পিছনে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল টমি। বলল, 'ঘুম তা হলে ভাঙল?'

'না ভেঙে উপায় আছে?' মুখ বাঁকিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধে মরা মানুষও জেগে উঠবে। মৃগী রোগীকে স্মেলিং সল্টের বদলে তোমাদের গন্ধ শোঁকালেই চলে।'

'গলাবাজি কমেনি দেখছি!' থমথমে হয়ে উঠল টমির চেহারা। 'মনে হচ্ছে তোমাকে আরেক দফা ধোলাই দিতে হবে।'

'সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোক নিয়ে অমন বীরত্ব সবাই দেখাতে পারে,' পিত্তি জ্বালানো সুর মুরল্যাণ্ডের গলায়। 'হাতটা খুলে দাও, তারপর দেখো কে কাকে ধোলাই দেয়।'

'খামোশ!' কথায় না পেরে চেঁচিয়ে উঠল টমি। 'আর একটা কথাও নয়। চুপ করে বসে থাকো, নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

'হুম! এমনিতে অবশ্য রাজার হালেই রেখেছ আমাকে।'

দাঁত কিড়মিড় করল টমি। আর কিছু না বলে সোজা হলো সিটের উপর। তার একটু পরেই বিশাল একটা গেটের সামনে থামল গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করবার পর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলে গেল পাল্লা। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে প্রাসাদোপম একটা ভিলার দিকে এগিয়ে চলল গাড়ি। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে থামল।

গুণ্ডারা নেমে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে মুরল্যাণ্ডকেও নামাল। ঠেলাধাক্কা দিয়ে ঢোকাল বাড়ির ভিতরে। ফয়েই পেরুতেই একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেটা ধরে দোতলায় তোলা হলো ওকে। নিয়ে যাওয়া হলো সাগরমুখী বিশাল এক ব্যালকনিতে।

রেলিঙের ধারে, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মায়া লরেঞ্জো; ধীরে ধীরে ঘুরল ওর দিকে। জার্মেনিতে গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের বাইরে এক পলকের জন্য তাকে দেখেছে মুরল্যাণ্ড, তাই বলে চিনতে অসুবিধে হলো না। এমন রূপসীকে সহজে ভোলা সম্ভব নয়। মুখোমুখি হয়ে মুগ্ধতা আরও বাড়ল। চুল তো নয়, যেন জলপ্রপাতের ধারা। চোখদুটি টানা টানা, যদিও দৃষ্টিতে শীতলতা ছাড়া আর কিছু নেই। ভরাট বুক, সরু কোমর আর লম্বা পা, নিঃসন্দেহে অপূর্ব দেহের গঠন। চেহারাও মাদক-মাখা। লাইট জ্বললেও ব্যালকনির অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি, আলো-ছায়ার মাঝে রহস্যময়ীর মত লাগছে তাকে। অন্য কোথাও দেখা হলে নির্ঘাত মুরল্যাণ্ড ওকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাইত।

মুরল্যাণ্ডকে দেখে এক টুকরো হাসি ফুটল মায়ার ঠোঁটে।

'আমার ছোট্ট কুটিরে স্বাগতম, মি. মুরল্যাণ্ড।'

'ধন্যবাদ,' চেহারায় বিতৃষ্ণা ফোটাল মুরল্যাণ্ড, 'তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, দাওয়াতের জন্য একটা কার্ড পাঠানোই যথেষ্ট ছিল... এসকর্ট পাঠাবার প্রয়োজন ছিল না।'

'লণ্ডনে সে-চেষ্টা করা হয়েছিল, তুমি রাজি হওনি।'

পিছনে দাঁড়ানো টমি ও তার সঙ্গীদের দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'আসলে... বদখত লোকগুলো যে তোমার মত এমন অপূর্ব সুন্দরীর পাঠানো হতে পারে, তা বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল টমি।

হেসে উঠল মায়া। 'তুমি বড়ই রসিক লোক, মি. মুরল্যাণ্ড। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। লেট আস বি ফ্রেণ্ডস্। ববি বলে ডাকলে কিছু মনে করবে না তো?'

'করব। এভাবে হাত-পা বেঁধে কি বন্ধুত্ব হয়?'

'টমি, ওর হাত খুলে দাও,' নির্দেশ দিল মায়া। 'ওর জন্য একটু স্কচও নিয়ে এসো।'

'অশেষ তোমার দয়া!' খোঁচা মারা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। বাঁধন খুলে যেতেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, অনুমতির তোয়াক্কা করল না। মায়াও ওর মুখোমুখি এসে বসল।

'এখন ভাল লাগছে তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ,' হাতের কবজি ডলতে ডলতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশ পাঠিয়ে আমার বন্ধুদের সরিয়ে নেবার আইডিয়াটা ভাল ছিল। ওরা এখন কোথায়?'

'ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মায়া। 'একটা রাত জেলে কাটাবে ওরা, কাল সকালে আবার ছাড়া পেয়ে যাবে। আমার কাজের জন্য সময়টা যথেষ্ট।'

'কী কাজ?'

'অ্যান্থনি গ্যারেটকে খুঁজছি আমি,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল

মায়া। 'তুমি জানো, ও কোথায়?'

'জানার সুযোগ পাইনি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'দোষটা তোমার।'

'মানে?'

'ওর খোঁজ পাবার আগেই তোমার গুণ্ডারা আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে। একটু যদি ধৈর্য ধরতে, তা হলে শুধু আমাকে নয়, গ্যারেটকেও পেয়ে যেতে তোমরা।'

ড্রিঙ্কস নিয়ে এসেছে টমি। মুরল্যাণ্ডের সামনে নামিয়ে রাখল।

'থ্যাঙ্কস, টমি।' গ্লাস থেকে এক টুকরো বরফ তুলে নিয়ে মাথার ফুলে ওঠা জায়গায় ঘষল মুরল্যাণ্ড। তারপর চুমুক দিল স্কচে।

'যে করেই হোক, গ্যারেটকে আমার চাই,' বলল মায়া। 'তুমি ওকে খুঁজে বের করতে পারবে?'

'কোন্ দুঃখে তোমাকে সাহায্য করতে যাব, বলতে পারো?' মুখ বাঁকল মুরল্যাণ্ড।

'কারণ, কথা না শুনলে আমার লোকেরা এক্ষুণি তোমাকে ব্যালকনি থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেবে,' কঠিন গলায় বলল মায়া।

'অকাট্য যুক্তি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পেলাম না। গ্যারেটের খোঁজ বের করতে পারবে?'

'রানার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'ওর নাম্বার বলো।'

ওতে কোনও ক্ষতি দেখল না ববি, তাই বলে দিল রানার সেলফোন নাম্বার। কয়েক দফা চেষ্টা করে মায়া জানাল, 'ফোনটা বন্ধ।'

এর অর্থ ভাল হতে পারে না। চিন্তিত গলায় মুরল্যাণ্ড বলল, 'নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে রানা। গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করবার কথা

ওর আর রেমির।'

'মাইডাসের সমাধি খুঁজতে গেছে ওরা?'

'তেমনটাই আমার সন্দেহ।'

'জায়গাটা কোথায়, তা জানো?'

'আইডিয়া করতে পারি।'

'তা হলে চলো, আমাদের দেখিয়ে দেবে।'

'তার আগে আমি কিছু গ্যারান্টি চাই।'

'একটাই গ্যারান্টি এ-মুহূর্তে দিতে পারি,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল মায়া, 'কথামত কাজ না করলে মরবার গ্যারান্টি। মৃত্যুটাও হবে অত্যন্ত কষ্টকর।'

'অপ্রয়োজনীয় গ্যারান্টি,' নির্বিকার রইল মুরল্যাণ্ড। 'আমার অন্য কিছু চাই। শুনেছি তোমরা... মানে, মাফিয়ারা এক কথার মানুষ। কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি করলে সেটার বরখেলাপ করো না। তাই একটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি...'

খুব যে আশা করে কথাটা বলা, তা নয়। মায়ার মত ক্রিমিনালের উপর ভরসা করা স্রেফ বোকামি, কথা দিলেই সেটা রাখবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কোনও ধরনের দর কষাকষি ছাড়া তার কথায় নাচতে রাজি নয় মুরল্যাণ্ড।

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মায়ার গলা।

'মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি—আমাকে, রানাকে আর রেমিকে। তোমার মরা মায়ের নামে শপথ করো, গুপ্তধন আর গ্যারেটকে পাবার পর তুমি আমাদেরকে ছেড়ে দেবে।'

'আমার মা বেঁচে আছেন,' রসকষহীন গলায় বলল মায়া। 'এখান থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে তাঁর বাড়ি।'

'নিকটাত্মীয়দের মাঝে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মৃত? তার নামেই নাহয় শপথ করো!'

'গ্যারেটের সঙ্গে এতদিন কাজ করেছ তোমরা,' মায়া বলল।

'কী করে বুঝব, আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য তোমাকে এখানে টোপ হিসেবে পাঠায়নি ও?'

'আমরা কেউই স্বেচ্ছায় সাহায্য করছি না গ্যারেটকে। আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছে ও।'

'তা-ই? প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'ইন্টারনেট কানেকশন-সহ একটা কম্পিউটার পেলেই দেখিয়ে দিতে পারি।'

তুড়ি বাজাল মায়া। কয়েক মিনিট পরেই একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে এল নিরো। রানার ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খুলে মায়াকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের দুটো ভিডিও দেখাল মুরল্যাণ্ড।

'কারা এরা?' জানতে চাইল মায়া।

'প্রথমজন আমার বস আর রানার অতি শ্রদ্ধেয় গুরুজন, মেয়েটা রেমির বোন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কেন গ্যারেটের কথায় মাইডাসের চেম্বার খুঁজছি আমরা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মায়া। 'বেশ, মানলাম তোমার কথা। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে পাবার পর আমি যদি তোমাদের ছেড়ে দিই, তখন তোমরা মুখ বন্ধ রাখবে... এর নিশ্চয়তা কী?'

'কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি তো আমাদেরকে কোনও প্রমাণ নিয়ে যেতে দেবে না।'

একটু ভাবল মায়া। 'ঠিক আছে, তা হলে আমার মৃত স্বামীর নামে শপথ করছি, তোমাদেরকে আমি খুন করব না। তবে তার আগে আমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া চাই। গ্যারেটকে ধরিয়ে দেবে তোমরা, চেম্বারটাও খুঁজে দেবে।'

'প্রতিশ্রুতিটা আরেকটু পরিষ্কার করে নিলে খুশি হই,' চাঁছাছোলা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুঝলাম তুমি আমাদেরকে খুন করবে না... কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার পথে আমরা তো

দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারি!'

হাসল মায়া। 'তুমি অত্যন্ত চালু লোক, ববি। বেশ, কথা দিলাম... নিরাপদে এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারবে তোমরা। কোনও ক্ষতি হবে না তোমাদের।'

'ব্যস, ওতেই হবে।' উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। জানে, কথার মর্যাদা রাখবে না মায়া; কিন্তু বেঁচে থাকার মেয়াদ যতটা বাড়িয়ে নিতে পারে, ততই বাড়বে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা—পালাবার সুযোগ খুঁজে নিতে পারবে ও। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

মায়াও উঠল। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পিয়াৎজা স্যান গেতানো-য়,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটা চার্চে যেতে হবে আমাদের।'

আঠারো

কোমরের বেল্টটায় সত্যিই এক্সপ্লোসিভ আছে কি না জানে না রানা, তবে কারিগরি দিক থেকে কোনও খুঁত নেই ওটায়। এমনভাবে শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে, কোনও অ্যাক্রোব্যাটের পক্ষেও কোমর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ওটা খোলা সম্ভব নয়। ছুরি-টুরি পেলেও খুব একটা লাভ হবে না—হেভি-ডিউটি নাইলনের তৈরি বেল্টটা কাটতে প্রচুর সময় লাগবে... তা ছাড়া কোনও ধরনের গ্যাপ না থাকায় ছুরির পোঁচ লেগে বেল্টের পাশাপাশি গায়ের

চামড়াও কেটে যাবে নির্ঘাত। ক্ল্যাম্প আর কি-রিলিজ মেকানিজমটা পরখ করে দেখেছে ও—ওটার হাউজিঙের ভিতরে রয়েছে এক্সপ্লোসিভ। কারিগরি ফলিয়ে তালা খুলতে গেলে এক্সপ্লোসিভ ফেটে যেতে পারে।

এমনিতে অবশ্য সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। জিনিসটা অত্যন্ত স্টেবল—সংঘর্ষ... এমনকী গুলির আঘাতেও বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা নেই। সিনেমায় গুলি করে সি-ফোর বিস্ফোরণের যে-সব কাহিনি দেখানো হয়, তা একেবারেই কল্পিত।

ঘাড় ফিরিয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা। বেল্টের কারণে ঠিকমত বসতে পারছে না মেয়েটা, চেহারায় অস্বস্তি ও বিষাদ... দুটোই ফুটে রয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বিধায় ভুগতে শুরু করেছে রানা—ভাবছে গ্যারেটের কথায় বিশ্বাস করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। মানুষ চিনতে সাধারণত এত বড় ভুল হয় না ওর। রেমিকে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতিনী বলে মানতে চাইছে না মন।

যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা খুঁজছে রানা। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের খবর জানে গ্যারেট... রেমির মাধ্যমে যদি না পেয়ে থাকে, তা হলে কীভাবে পেয়েছে? লণ্ডন আর মিউনিখের খবর জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে পেতে পারে... কিন্তু পার্থেনন? ওখানে তো ট্র্যাকার ছিল না ওদের সঙ্গে। নাকি ছিল?

আচমকা চিন্তাটা বিদ্যুৎচমকের মত খেলে গেল রানার মাথায়—গ্যারেট ওদের সেলফোন নষ্ট করে দিয়েছে! কেন? ওগুলো সঙ্গে থাকলেই বা কী আসত-যেত? নিছক সতর্কতা, নাকি আরও কিছু? ওর মনে পড়ে গেল, রেমির ফোনটা শুরু থেকেই রয়েছে ওদের সঙ্গে। রানারটা ইংল্যাণ্ডের এস্টেটে পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল... কিন্তু রেমিরটা নয়। ওটার ভিতরে হয়তো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল আরেকটা জিপিএস ট্র্যাকার। গ্যারেট

অত্যন্ত সাবধানী লোক—ব্যাকআপ হিসেবে দ্বিতীয় একটা ট্র্যাকারের ব্যবহার তার কাছে আশাই করা যায়।

ব্যাপারটা শিয়োর হবার উপায় নেই, তাও রানার মনে হলো ভুল আন্দাজ করেনি ও। রেমি সত্যিই নির্দোষ। গ্যারেট সম্ভবত ওদের মাঝে অবিশ্বাস আর সন্দেহ সৃষ্টি করে ফায়দা লুটবার জন্য ওকে বিশ্বাসঘাতিনী হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে। এভাবেই ওদেরকে বশে রাখবার প্ল্যান করেছে সে। আপাতত তাতে তাল দিয়ে যাবে বলে ঠিক করল রানা।

পিয়াৎজা স্যান গেতানোর দু'ব্লক দূরে একটা নির্জন লটে গাড়ি পার্ক করল কাটনার। এরপর চারজনে হাঁটতে শুরু করল গির্জার দিকে। সামনে রানা আর রেমি, পিছনে অস্ত্র হাতে গ্যারেট আর কাটনার। রাত বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি-ঘোড়া আর পথচারীর সংখ্যাও নগণ্য। ব্যস্তভাবে সবাই ছুটছে বাড়ির পথে, ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

খানিক পরেই *নাপোলি সোতারানিয়া*-র সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রানার, বিকেলেও দেখেছে। ওটা একটা ট্যুর সার্ভিস—পর্যটকদের নেপলসের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, এমনকী আণ্ডারগ্রাউণ্ডেও ঘোরাতে নিয়ে যায়। বিকেলে ওদের অফিসে থেমে একজন গাইডের সঙ্গে কথা বলেছে রানা। তার কাছ থেকে শুনেছে, নেপলস নগরীর তলায় জালের মত বিছিয়ে থাকা টানেল আর চেম্বারগুলোর ব্যাপারে কোথাও কোনও ডিটেইলড্ ইনফরমেশন নেই। সাবওয়ে আর স্ট্রাকচারাল ফাউণ্ডেশনের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রায়ই নিত্য-নতুন টানেলের সন্ধান পায় ওয়ার্কাররা। আর্কিয়োলজিস্টদের ধারণা, এখনও অন্তত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ টানেল অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। ওখানে কী আছে না আছে, সে-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। স্যান

ম্যাগিয়োর চার্চের তলার টানেলের বিষয়ে রানা আলাদাভাবে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু গাইড বলেছে—ওখানে কেউ কখনও নেমেছে বলে জানা নেই তার। জায়গাটা টানেল নেটওয়ার্কের অবহেলিত অংশে পড়েছে।

পিয়াৎজার চত্বরে পৌঁছে গেল চারজনে। খোলা জায়গার একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্যান ম্যাগিয়োর চার্চের প্রাচীন কাঠামো—বয়স একশো বছরের বেশি। সদর দরজাটা চত্বরের ঠিক পাশে। আর্কিয়োলজিকাল এক্সক্যাভেশনের একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে চার্চের বাইরে—মাটির তলায় নাকি প্রাচীন এক গ্রিক বাজারের নির্দশন পাওয়া গেছে, আধা-সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করছে।

ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের জন্য চার্চের দরজা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে, কোনও ঝামেলা ছাড়াই ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা। চ্যাপেল পুরোপুরি ফাঁকা, রাতের বেলা ধর্মকর্মে বোধহয় আগ্রহী নয় নেপলসবাসীরা। শুধু একজন প্রিস্ট সামনের সারিতে বসে গুনগুন করে বাইবেল পাঠ করছেন।

কনফেশন বুথের সারি পেরিয়ে এল রানারা, চ্যাপেলের পাশের একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল গির্জার ইনার কোর্টইয়ার্ডে। এখানেও কেউ নেই। আঙিনার ঠিক মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা কুয়োমুখ। কাঠের একটা ফ্রেম রয়েছে ওটার উপর... সেইসঙ্গে দড়ি আর কপিকল। আগের আমলে দড়িতে বালতি বেঁধে নামিয়ে দেয়া হতো নীচে, অ্যাকোয়াডাক্ট দিয়ে পানি তুলে আনা হতো উপরে। এখন অবশ্য পানি নেই তলায়, সব শুকনো খটখটে। প্রাচীন কাঠামোটা রয়ে গেছে অতীতের সাক্ষী হয়ে।

'কর্কটের চিহ্নটা কোথায়?' জানতে চাইল গ্যারেট।

কুয়োর কিনারে চলে গেল রানা। একটু ঝুঁকে দেখিয়ে দিল

চিহ্নটা। চারকোনা একটা বক্সের ভিতরে খোদাই করা কয়েকটা বিন্দু—কর্কট নক্ষত্রমণ্ডলের কনফিগারেশন। তলায় খোদাই করা হয়েছে *আলফা* অক্ষরটা। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ওটা দেখে নিল গ্যারেট।

'কংগ্রাচুলেশন্স, রানা!' হাসি ফুটল তার মুখে। 'কামাল করে দিয়েছ তুমি। সত্যি বলতে কী, শুরুতে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল আমার মনে—দু'হাজার বছরের পুরনো ধাঁধা মাত্র চারদিনে তোমরা ভেদ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু তুমি একটা জিনিয়াস... আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছ।'

লোকটার টুঁটি চেপে ধরার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। বিতৃষ্ণামাখা গলায় বলল, 'থাক, অত প্রশংসা না করলেও চলবে।'

'কাজ অবশ্য শেষ হয়নি। নীচে নামতে হবে আমাদের।'

'ঝাঁপ দাও না কেন কুয়োর ভিতরে? যদি আপত্তি না থাকে তো আমিই ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ফেলে দিতে পারি।'

'ঠাট্টা করছ?' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো গ্যারেটের। 'করো, কোনও অসুবিধে নেই। আমার মুড খুবই ভাল, কিছু মনে করব না। কাটনার!' সঙ্গীর দিকে ফিরল সে।

সঙ্গে একটা ডাফল ব্যাগ এনেছে কাটনার। গ্যারেটের ইশারা পেয়ে ওটা মাটিতে নামাল। চেইন খুলে বের করে আনল দড়ির কয়েল আর ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট। ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওগুলো নিয়ে। কুয়োর ফ্রেমের সঙ্গে দড়ি বেঁধে নেমে গেল কয়েক ফুট, তারপর হাতুড়ির সাহায্যে দেয়ালে একটা পিটন ঢোকাল, ওটার সঙ্গে আটকাল ডি-রিং। রিং গলিয়ে দড়ির কয়েলটা নীচে ফেলে দিল। টানাটানি করে দেখে নিল, পিটন ওদের ওজন নিতে পারবে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল উপরে।

'সব রেডি,' রিপোর্ট দিল কাটনার। 'এবার নামা যেতে

পারে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'গিয়ার দাও সবাইকে।'

হ্যাণ্ডগ্লাভস্, হারনেস আর বাতিসহ হেডব্যাণ্ড বিতরণ করা হলো সবার মাঝে। তাড়াতাড়ি সেগুলো পরে রেডি হয়ে গেল ওরা। এবার নামার পালা। পিঠে ডাফল ব্যাগ ঝুলিয়ে কুয়োর ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল কাটনার। রানা আর রেমিকে তার পিছু নিতে ইশারা করল গ্যারেট।

কুয়োর কিনারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। রেমি ঢোঁক গিলছে দেখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা?'

'আমি কোনোদিন দড়ি বাইনি,' বলল রেমি।

'কাজটা কঠিন কিছু না,' রানা সাহস জোগাল ওকে। দড়ির সঙ্গে রেমির হারনেস আটকাতে আটকাতে বলল, 'ওজনের কারণে এমনিতেই নীচের দিকে পিছলাবে তুমি, গতিটা কন্ট্রোল করবে এই ব্রেক রোপের সাহায্যে।' কৌশলটা দেখিয়ে দিল।

'যদি হাত পিছলায়?' ভয় কাটছে না রেমির।

'হারনেসটা তোমাকে বাঁচাবে, পড়ে যেতে দেবে না। কিচ্ছু ভেবো না, আমি তোমার নীচে থাকব... সাহায্য করব তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, রানা!' বলল রেমি। 'বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু গ্যারেটকে...'

'ওসব নিয়ে সুযোগ হলে পরে কথা বলা যাবে,' ওকে বাধা দিল রানা। 'এখন চলো।'

দড়ি ধরে কুয়োর ভিতর ঝুলে পড়ল ও। কয়েক মুহূর্ত পর রেমিও অনুসরণ করল ওকে। কুয়োটা বেশ গভীর—অন্তত দেড়শো ফুটের কম নয়, আন্দাজ করল রানা। তলায় পৌঁছুতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। মাটিতে পা ঠেকতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, রেমি নাগালের মধ্যে পৌঁছুলে ওকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনল সাবধানে।

একটু পর গ্যারেটও নেমে এল। হেডব্যাণ্ডে লাগানো ল্যাম্পগুলো জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে, চারদিকে আলো ফেলা হলো। বিশাল একটা চেম্বারে নেমে এসেছে ওরা, ছাতটা প্রায় তিনতলা উঁচু। দেয়ালগুলোয় হাতুড়ি-বাটালের চিহ্ন ফুটে আছে আজও। চারদিকে বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, চেম্বারের মেঝের চেয়ে ওগুলো অন্তত পনেরো ফুট উঁচুতে। বোঝা গেল, চেম্বারটা আসলে এক ধরনের রিজার্ভয়ার... অ্যাকোয়াডাক্টের পানি এসে জমা হতো এখানে, যাতে কুয়ো দিয়ে সহজে তোলা যায়। এখন অবশ্য পুরো জায়গাই খটখটে শুকনো। বদ্ধ একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। চারদিকে আঁধারের রাজত্ব। সুড়ঙ্গগুলো কোন্‌দিকে কতদূর গেছে, বলা মুশকিল।

'এবার কোন্ পথে যাব?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'জানি না,' রানা বলল। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্সের পরের সূত্রগুলো থাকার কথা। ওই পাতাগুলো তুমি আমাদের দাওনি।'

'এখন দেব।'

কাটনারের ডাফল ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল গ্যারেট। ভিতর থেকে বের করল কোডেক্সের অনুবাদ, মূল কোডেক্সের ফটোকপিও রয়েছে সঙ্গে। ওগুলো তুলে দিল রেমির হাতে।

'কাজে নেমে পড়ো,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কোডেক্সের পাতা উল্টাতে শুরু করল রেমি। কাটনারকে নির্দেশ দিল গ্যারেট, 'আশপাশে একটা চক্কর দিয়ে দেখে এসো। আমি চাই না আচমকা আমাদের ঘাড়ের উপর কেউ লাফিয়ে পড়ুক।'

পিস্তল বাগিয়ে ধরে চলে গেল কাটনার।

নীরবতায় কাটল কয়েক মিনিট। এরপর রানা বলল, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, গ্যারেট। মাইডাস চেম্বারের

যে-বর্ণনা পেয়েছি আমরা, তাতে অন্তত একশো টন সোনা থাকার কথা। মায়া আগামীকাল টানেলে হানা দেবার আগেই এত সোনা তুমি আর কাটনার কীভাবে বের করে নেবে বলে ভাবছ?'

মুখ বাঁকাল গ্যারেট। 'সোনা কে চায়? তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি চাই মাইডাস টাচ... যত খুশি সোনা তৈরি করবার ক্ষমতা! একশো কেন, তখন চাইলে এক হাজার টন সোনা বানাতে পারব।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। স্পর্শ দিয়ে সোনা বানাবে? এ অসম্ভব।'

একটু যেন বিরক্ত হলো গ্যারেট। বলল, 'তোমার ধারণা আমি মরীচিকার পিছনে ছুটছি? বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই মাইডাস টাচের?'

'আমার জানামতে নেই।'

'তা হলে ভুল জানো তুমি। এক্সট্রিমোফাইল-এর নাম শুনেছ?'

'না। কী ওটা?'

'এক ধরনের মাইক্রো-অর্গানিজম, চরম বিরূপ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে, যে-পরিবেশে অন্য কোনও জীবের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। সাধারণত আণ্ডারওয়াটার ভলক্যানিক ভেন্টের আশপাশে... সাগরের তলায় পাওয়া যায় এদের; অথবা পাওয়া যায় ইয়েলোস্টোন পার্কের মত অ্যাসিডিক হট স্প্রিংসে। এদের আরেকটা নাম আছে—*আর্কেয়া।* ধাতু মেশানো প্রাকৃতিক পানি খায় এরা, বর্জ্য হিসেবে সেই ধাতুকে নিরেট আকারে নিঃসরণ করে। দুনিয়ার বহু কোম্পানি তাই এসব মাইক্রোবের বসতি মাইনিং করবার চেষ্টা করছে।'

এবার মনে পড়ল রানার—নুমার একটা সেমিনারে এ-বিষয়ে আলোচনা শুনেছিল ও। ভলক্যানিক ভেন্টের আশপাশে নাকি বিভিন্ন দামি ধাতুর নিরেট কণা পাওয়া যায়—এক ধরনের

মাইক্রোবের কারণে তৈরি হয় ওগুলো। 'তোমার ধারণা, এর সঙ্গে মাইডাস টাচের সম্পর্ক আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে গত বিশ বছর ধরে গবেষণা করছি আমি... এবং এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য থিয়োরি বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। আমার ধারণা, রাজা মাইডাসের শরীরে বাসা বেঁধেছিল আর্কেয়া মাইক্রোব—হতে পারে কোনও হট স্প্রিংসে গোসল করবার কারণে। এক ধরনের স্কিন ডিজিজ বলতে পারো একে। তবে বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকায় তার নিজের কোনও ক্ষতি হয়নি এতে। বরং ওগুলো তাকে দিয়েছিল অদ্ভুত সেই ক্ষমতা—যে কোনও জিনিসকে স্বর্ণে পরিণত করবার ক্ষমতা!'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'মাইডাস যে-জিনিসই ধরত, সেটাই আক্রান্ত হতো ওই মাইক্রোবে। সিমবায়োসিসের মাধ্যমে সাবজেক্টের সমস্ত কোষে বাসা বাঁধত ওটা। এরপর যদি সোনার দ্রবণ-অলা পানিতে ভেজানো হয় আক্রান্ত জিনিসটা, ওই মাইক্রোব স্বর্ণকণা শুষতে শুরু করবে। বায়ো-কেমিকাল বিক্রিয়ার কারণে এক পর্যায়ে পুরো জিনিসটাই সোনায় রূপান্তরিত হবে। ভাল করে ভেবে দেখো, ব্যাখ্যাটা কিন্তু অবাস্তব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুমি তা হলে ওই মাইক্রোব খুঁজছ? রাজা মাইডাস আজ থেকে অন্তত তিন হাজার বছর আগে মারা গেছে। কেন ভাবছ মাইক্রোবগুলো এখনও টিকে আছে?'

'টিকে যে আছে, তার প্রমাণ আমি নিজ চোখে দেখেছি,' জোর গলায় বলল গ্যারেট। 'ছোটবেলায় মায়ার সঙ্গে যখন ওই চেম্বারে ঢুকেছিলাম, আমাদের চোখের সামনে একটা লোক সোনায় পরিণত হয়েছিল!'

মায়ার মুখে শোনা গল্পটা মনে পড়ে গেল রানার। মাইডাসের

কফিনে হাত ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল ড্রাগ-ডিলার লোকটা, হাতের চামড়া লাল হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে সেটা মাইক্রোবের সংক্রমণ। এরপর গরম পানি ভরা পুলের মধ্যে পড়ে যায় সে, সোনায় পরিণত হয়। ওই পানিতে সম্ভবত দ্রবীভূত সোনা ছিল।

যুক্তি আছে গ্যারেটের কথায়, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। শুরুতে তাকে যতটা পাগল মনে হয়েছিল, এখন আর তা হচ্ছে না।

'উপযুক্ত পরিবেশে আর্কেয়া মাইক্রোব অনির্দিষ্টকাল ডরম্যাণ্ট থাকতে পারে,' বলে চলেছে গ্যারেট। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, সমাধির ভিতরে সে-ধরনের পরিবেশ পেয়েছে ওরা।'

'তারপরেও... তিন হাজার বছর কম সময় নয়, হোক তা একটা মাইক্রো-অর্গানিজমের জন্য,' বলল রানা। 'চেম্বারের ভিতরে একটা হট পুল আছে বলে শুনেছি মায়ার মুখে। সোনা তৈরির রহস্য যে ওই পানিতে লুকানো নেই, তা কী করে বুঝছ? পুলের পানিতে বিশেষ কোনও উপকরণ থাকতে পারে না? ওটাই হয়তো সোনা তৈরি করছে!'

'সেটা পরীক্ষা করবারও উপায় আছে আমার কাছে,' বলল গ্যারেট। 'টেস্টটিউবে দু'রকম পানি নিয়ে এসেছি আমি—একটাতে সাগরের নোনা জল, অন্যটায় গলানো সোনার অ্যাসিডিক মিশ্রণ। মাইডাস টাচের ব্যাপারে আমার থিয়োরি যদি ভুল না হয়, তা হলে হট পুলের প্রয়োজন নেই, টেস্টটিউবের পানিতেও স্যাম্পল ভিজিয়ে সোনা বানাতে পারব আমরা।'

'সাগরের পানি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওটা দিয়ে টেস্ট করবার দরকার কী?'

হাসল গ্যারেট। 'ওটাই তো আমার কপাল বদলে দেবে, রানা! সাগরের পানিতে সোনার কণা থাকে, এ-কথা জানো না?

আর্কেয়া মাইক্রোবের সাহায্যে ওখান থেকেই তো সবচেয়ে বেশি সোনা পাব আমি!'

'পরিমাণটা খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'সাগরের পানিতে সোনার অনুপাত অত্যন্ত কম।'

'কম? একটু হিসেব করে দেখবে নাকি? দুনিয়ার সবগুলো সাগরের আয়তন একত্র করলে দাঁড়ায় এক বিলিয়ন বর্গকিলোমিটার... কিংবা তারও বেশি। সাগরের পানিতে দ্রবীভূত সোনার পরিমাণ হলো প্রতি ট্রিলিয়নে তেরো ভাগ। তা হলে সবমিলিয়ে কত সোনা আছে ওখানে?'

হিসাবটা মনে মনে করতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। কেন মাইডাসের সমাধি থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনা সরাতে আগ্রহী নয় গ্যারেট, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামগ্রিক বিচারে ওটা আসলে কিছুই নয়... কারণ সাগর থেকে সোনা সংগ্রহ করতে চাইছে সে। আর সারা দুনিয়ার সাগরে যে-পরিমাণ সোনা রয়েছে, তার মূল্য পঁচিশ ট্রিলিয়ন ডলার!

উনিশ

হাসবে না কাঁদবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট হাওয়ার্ড কার্টার। হ্যাগার্সটাউনের শেরিফের অফিসে, খুপরির মত এক ইন্টারোগেশন রুমে বসে আছে সে; জেরা করছে মুসলিম যুবক মুহাম্মদ ফাত্তাহ্-কে। অবিশ্বাস্য এক

গল্প ফেঁদে বসেছে এই ফাত্তাহ্, এর আগে কোনও ক্রিমিনালের মাঝে এমন উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখেনি কার্টার। আনমনে মাথা নাড়ল সে, তার পার্টনার জোনাথন জেনকিন্সের কী অবস্থা কে জানে। পাশের কামরায় আরহাম বিন মুসা নামে আরেক যুবককে ইন্টারোগেট করছে সে। আশা করল ওখান থেকে আসল ঘটনা জানা যাবে। ফাত্তাহ্-র গল্পের তো কোনও মাথামুণ্ডু পাওয়া যাচ্ছে না!

বিরক্ত মুখে কফির মগে চুমুক দিল কার্টার। বিশজন এজেন্ট নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে পাগলের মত ছুটে আসতে হয়েছে তাকে হ্যাগার্সটাউনে—এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্টে নাকি টেরোরিস্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছে। অকুস্থলে পৌঁছে দেখল, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে একটা ওয়্যারহাউস। তল্লাশি চালিয়ে কংক্রিটের একটা রিটেইনিং ওয়ালের পিছন থেকে ফাত্তাহ্ আর আরহামকে আবিষ্কার করেছে ওরা, সঙ্গে ছিল এক আমেরিকান তরুণী আর গুলিবিদ্ধ আরেক বৃদ্ধ। আহত মানুষটির পরিচয় পেয়ে চমকে উঠেছিল কার্টার—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর! এঁকেই তো গত কয়েকদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা! কীভাবে ভদ্রলোক হ্যাগার্সটাউনে পৌঁছুলেন, জানা সম্ভব হয়নি। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ছিল তাঁর, হেলিকপ্টারে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটালে।

উদ্ধারকৃত তরুণী র‍্যাচেল হ্যাডলিকেও পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে—টানা চারদিন বন্দিত্বের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। এই মেয়েটিও অপহৃত হয়েছিল বলে ইনফরমেশন আছে কার্টারের কাছে। ইনফরমেশন নেই শুধু ফাত্তাহ্ বা আরহামের ব্যাপারে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি, ফলে পুরো ঘটনায় দুই মুসলিম যুবকের ভূমিকা

সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে কার্টারের ধারণা, এরা ভিকটিম নয়; অপহরণ ও বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। ওদেরকে জেরা করে সেটাই স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছে সে। কিন্তু ফাত্তাহ্ তাকে অদ্ভুত এক গল্প শোনাতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপর কফির মগ নামিয়ে রাখল কার্টার, চোখ রাখল সাসপেক্টের চোখে। 'তার মানে, মি. ফাত্তাহ্,' বলল সে, 'তুমি বলতে চাইছ, সাতসকালে দরজা ভেঙে মুখোশধারী দু'জন লোক ঢুকে পড়েছিল তোমার ঘরে? অস্ত্রের মুখে কিডন্যাপ করেছিল তোমাকে?'

'আল্লাহ্‌র কসম, ঠিক তা-ই ঘটেছে,' বলল ফাত্তাহ্।

অস্বস্তি বোধ করল কার্টার। টেরোরিস্টদের মাঝে যে-ধরনের ঔদ্ধত্য লক্ষ করা যায়, তা এই যুবকের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে সে। সত্যি কথা বলছে, নাকি ব্যাপারটা অভিনয়?

'বাড়ি কোথায় তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি সৌদি আরবের মানুষ,' জানাল ফাত্তাহ্। 'ইউনিভার্সিটি অভ মেরিল্যাণ্ডে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিঙের উপর পিএইচডি করছি।'

'তা-ই? কিডন্যাপারদের সম্পর্কে বলো। কে ছিল ওরা?'

'আ... আমি জানি না। মুখোশ পরেছিল ওরা। আমার মাথাও ঢেকে দিয়েছিল কালো কাপড় দিয়ে। হাত-পা বেঁধে তুলেছিল একটা ভ্যানের পিছনে। আমার পরে আরহামকে তুলে আনে।'

'ওকে তুমি আগে থেকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। কলেজ পার্কের একই মসজিদে নামাজ পড়ি আমরা।'

'বন্ধু?'

'ঠিক তা না। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাতে যতটুকু পরিচয় হয়, ততটুকুই।'

'হুম! ঠিক আছে, ধরে নিলাম সত্যি কথা বলছ তুমি। তোমাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসা হয়েছিল হ্যাগার্সটাউনের ওই ওয়্যারহাউসে। তারপর কী ঘটল?'

'বলার মত কিছু না। পাশাপাশি দুটো কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল আমাদের। পানি আর শুকনো খাবার ছাড়া কিছুই দেয়া হয়নি দুটো দিন। কামরা থেকে বাইরেটা দেখাও যেত না। ফলে কী ঘটছে না ঘটছে... অথবা কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।'

'খাবার কে দিত? তার চেহারা দেখোনি?'

'না। মুখোশ পরে আসত লোকটা।'

ফাত্তাহ্-র কথা বিশ্বাস করতে পারছে না কার্টার। বাঁকা সুরে বলল, 'দু-দুটো দিন এমনি এমনি বন্দি করে রাখল তোমাদের? খোঁজ নিয়েছি আমি—তোমাদের জন্য মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি। তা হলে কেন কিডন্যাপ করেছিল? আটকেই বা রেখেছিল কেন?'

'আমি কী করে বলব?' একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল ফাত্তাহ্। 'অযথা আমাকে বিরক্ত করছেন আপনি। বললাম তো, আমার কিছুই জানা নেই। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো কিডন্যাপারদের করুন।'

'কিডন্যাপার?' টেবিলে রাখা একটা ফোল্ডার খুলল কার্টার। ভিতর থেকে বের করল আগুনে পোড়া একটা লাশের ছবি। ফাত্তাহ্কে দেখাল সেটা। 'তোমরা ছাড়া শুধু এই একটা লোক ছিল ওখানে। কে ও? তোমাদের পার্টনার?'

গলায় উঠে আসা বমি বহু কষ্টে দমন করল ফাত্তাহ্। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না। বিশ্বাস করুন, আমরা এসবের কিছুই জানি না।'

'আমার দিকে তাকাও, ফাত্তাহ্!' গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল কার্টারের। 'তোমরা যেদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলে, সেদিনই

তোমাদের ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি এলাকায় একটা ট্রাক হাইজ্যাকিঙের শিকার হয়। ড্রাইভারের নাম টেরেন্স ম্যালকম... সে আমাদের জানিয়েছে, মুখোশপরা দু'জন আরব তাকে জঙ্গলে নিয়ে যায়; গুলি করে পালায় তার ট্রাক নিয়ে। এ-ব্যাপারে কিছু জানা আছে তোমার?'

দু'চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ফাত্তাহ্-র। 'আপনি ভাবছেন কাজটা আমি আর আরহাম ঘটিয়েছি?'

'ভাবলে দোষ দিতে পারো? ট্রাক হাইজ্যাক হলো, আর তোমরাও উধাও হয়ে গেলে... ব্যাপারটা রহস্যজনক না?'

'আ... আপনি ভুল করছেন। আমরা নির্দোষ!'

'নির্দোষ? তা হলে চারদিন আগে অপহৃত দু'জন ভিকটিমকে তোমাদের সঙ্গে পাওয়া গেল কেন? বলছ তোমরাও কিডন্যাপ হয়েছিলে... কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? আমার খটকাগুলো বুঝতে পারছ তো? অসঙ্গতিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

'না,' অসহায় গলায় বলল ফাত্তাহ্। 'আমি শুধু যা ঘটেছে তা-ই বলতে পারি আপনাকে।'

'বেশ, তা হলে আজকের ঘটনাটা আরেকবার শোনাও।'

'আমাকে কিছু খেতে দিতে পারেন? খুব খিদে পেয়েছে।'

'আগে তোমার গল্প শুনি, তারপর নাহয় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। শুরু করো।'

এক চুমুক পানি খেয়ে পুরনো কাহিনির পুনরাবৃত্তি করল ফাত্তাহ্, 'ক'টা বাজে তখন, জানি না। নিজের কুঠুরিতে ঘুমাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ জেগে উঠলাম গোলমালের আওয়াজ পেয়ে। হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছিলাম, মেঝেতে যেন আছড়ে পড়ছিল চেয়ার-টেবিল... তারপর শুরু হলো গোলাগুলি। মনে হচ্ছিল দু'দিক থেকে গুলি বিনিময় করছিল দুটো পক্ষ।'

'ক'বার গুলি হয়েছে?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কার্টার।

'শুনিনি। তবে দশ-বারো রাউণ্ডের কম নয়।'

'হুম। তারপর?'

'একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম—ভারী ইঞ্জিন... ট্রাক সম্ভবত। দাঁড়ান... হ্যাঁ, ট্রাকই। প্রথমদিন যখন আমাদেরকে ওয়্যারহাউসে ঢোকানো হলো, তখন এক পলকের জন্য একটা ট্রাক দেখেছিলাম ভিতরে। ওটাই স্টার্ট দিয়েছিল কেউ।'

'ট্রাকটা দেখতে কেমন? বর্ণনা দিতে পারবে?'

'উমম... যদ্দূর মনে পড়ছে, ড্রাইভিং ক্যাবটা ছিল নীল, আর পিছনের ট্রেইলার ছিল রূপালি রঙের।'

'টেরেন্স ম্যালকমের ট্রাক,' বলল কার্টার। 'বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। তা হলে তুমি কেন বললে ওটার ব্যাপারে কিছু জানো না?'

'ওটাই যে হাইজ্যাক হয়েছে, তা তো জানতাম না আমি।'

'ঠিক আছে। এরপর কী ঘটল?'

'ট্রাকটা চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম আমি। তার আগে শেষবারের মত কয়েকটা গুলি হলো। তার খানিক পরে কুঠুরির বাইরে গোঙানির শব্দ পেলাম আমি, মনে হলো হামাগুড়ি দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে। কয়েক মিনিট পর দরজার তালা খুলে দেয়া হলো। পাল্লা সরাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বুড়ো ভদ্রলোককে পড়ে থাকতে দেখলাম, তিনিই মুক্ত করেছেন আমাকে।'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন,' বলল কার্টার। 'কোনও কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

'খুব সামান্য। আমাকে তিনি বললেন, ওয়্যারহাউসে বোমা পাতা হয়েছে, আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'এক্সপ্লোসিভগুলো কি তখনই দেখলে?'

'হ্যাঁ। দেশে থাকতে অয়েল-ফিল্ডে কাজ করেছি আমি, বিস্ফোরক সম্পর্কে মোটামুটি ভাল জ্ঞান আছে। ব্যারেলগুলো

দেখেই বুঝতে পারি কী ঘটতে চলেছে। অ্যাডমিরালের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তাই মুক্ত করি আরহাম আর ওই মেয়েটাকে, চারজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ওয়্যারহাউস থেকে। আহত, দুর্বল অবস্থায় খুব বেশিদূর যাওয়ার উপায় ছিল না, তাই বিল্ডিংটার পাশেই একটা রিটেইনিং ওয়াল দেখতে পেয়ে ওটার পিছনে আশ্রয় নিই; জানতাম ওটা শকওয়েভ ঠেকাতে পারবে। আমরা ওখানে পৌঁছুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরিত হলো ওয়্যারহাউস। আরেকটু দেরি করলেই নির্ঘাত মারা যেতাম।'

'ইণ্টারেস্টিং গল্প, ফাত্তাহ্,' হালকা গলায় বলল কার্টার। 'নিজেকে দেখছি একেবারে হিরো বানিয়ে ছেড়েছ! কী মনে হয়, পাশের কামরায় তোমার দোস্ত আরহামও কি একই গল্প বলছে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় জবাব দিল ফাত্তাহ্। 'কারণ এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা!'

দরজায় টোকা পড়ায় ঘাড় ফেরাল কার্টার। এজেণ্ট জেনকিন্স উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। ওকে বলল, 'একটু বাইরে আসতে পারবে?'

'তুমি একটু অপেক্ষা করো, ফাত্তাহ্,' বলে উঠে দাঁড়াল কার্টার। 'আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। তারপর আবার কথা হবে।'

ইণ্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল সে। করিডোরে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে জেনকিন্স। ওকে দেখতে পেয়ে বলল, 'অদ্ভুত এক গল্প শোনাচ্ছে আমার সাসপেক্ট।'

'আমারটাও,' বলল কার্টার। 'ওকে নাকি মুখোশপরা দু'জন লোক কিডন্যাপ করেছিল, বন্দি করে রেখেছিল ওয়্যারহাউসে। তারপর আবার বোমা মেরে খুন করবার চেষ্টা করেছে। কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছে ওরা।'

'আমিও একই গল্প শুনে এলাম,' বলল জেনকিন্স।

ভুরু কোঁচকাল কার্টার। 'তা-ই? কোনও পার্থক্য নেই?'

মাথা নাড়ল জেনকিন্স। 'কী মনে হয় তোমার? ওদের কথা কি সত্যি হতে পারে? ওরা যা বলছে, তা এতই অদ্ভুত যে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের ধোঁকা দিতে চাইলে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোনও কাহিনি সাজাতে পারত। তা করেনি কেন? তা ছাড়া... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কিডন্যাপিঙের পিছনে অ্যান্থনি গ্যারেট নামে একজনের হাত আছে বলে জানানো হয়েছে আমাদের। মুসলিম দু'জন টেরোরিস্ট এর সঙ্গে জড়াবে কীভাবে?'

'সরি, এসব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আমি শুধু এভিডেন্স ফলো করছি।'

'এর ভিতর একটা সেটআপের গন্ধ পাচ্ছি আমি, কার্টার। আসল কিডন্যাপাররা হয়তো এ-দু'জনের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে।'

'তা হলে ওয়্যারহাউসে বোমা ফাটাল কেন? কাঠের গুঁড়ো-ভর্তি একটা ট্রাকই বা হাইজ্যাক করেছে কেন? উঁহুঁ, কী যেন মিলছে না। সাধারণ কিডন্যাপিং নয়, এর মধ্যে আরও বড় কোনও প্যাঁচ আছে।'

'নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম,' বলল জেনকিন্স। 'কিন্তু ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলতে রাজি হলেন না। আমাদের ডিরেক্টরের সঙ্গে নাকি সরাসরি কথা বলবেন। কী যেন লুকাচ্ছেন ভদ্রলোক।'

বাইরে থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ। সেই সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ। তাড়াহুড়ো করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল কার্টার আর জেনকিন্স, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—সাদা রঙের অনেকগুলো ভ্যান আর ট্রাক ছুটে যাচ্ছে শেরিফস্ অফিসের সামনে দিয়ে। গাড়ির আরোহীদের সবার পরনে রূপালি রেডিয়েশন সুট।

হ্যাগার্সটাউনের শেরিফ দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ধারে। তার

দিকে এগিয়ে গেল ওরা। কার্টার বলল, 'এক্সকিউজ মি, শেরিফ। এরা কারা? কোথায় যাচ্ছে?'

'অ্যাটমিক কমিশনের লোক—ডিকন্টামিনেশন টিম,' জানালেন শেরিফ। 'আমার কাছে ওই ওয়্যারহাউসটার লোকেশন জানতে চাইল।'

চমকে উঠল কার্টার আর জেনকিন্স। ওখানে ডিকন্টামিনেশন টিম যাচ্ছে কেন? ওদের কাজ তো রেডিয়েশন সুইপ করা। তা হলে কি...

তিক্ত চেহারা নিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরল জেনকিন্স। 'তোমার কথাই ঠিক, কার্টার। ভিতরে ভিতরে অনেক বড় কিছু একটা ঘটছে। আমাদেরকে জানানো হয়নি সেটা।'

বিশ

রিজার্ভয়ারের মেঝেতে বসে জিয়োলেব আর আর্কিমিডিস কোডেক্সের অনুবাদ নিয়ে কাজ করছে রানা আর রেমি। একজন পড়ছে, অন্যজন নোটবুকে টুকে নিচ্ছে জরুরি তথ্যগুলো। একটু দূরে বসে ওদের কাজ দেখছে গ্যারেট। ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠছে সে, যদিও ধৈর্য হারানো উচিত হচ্ছে না তার, সেটা বুঝতে পারছে। কোডেক্সের তিনটে পাতা এই প্রথম দেখছে রানা আর রেমি, সতর্কতার জন্য ওগুলো আগে ওদের কাছে সরবরাহ করেনি গ্যারেট, যাতে ওকে ফেলে গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে না পারে

ওরা। আনকোরা এই পাতাগুলো পড়ে, জিয়োলেবের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ করে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুবার সূত্র খুঁজতে হচ্ছে ওদেরকে। সময় লাগাটাই স্বাভাবিক।

মনোযোগ ফেরাবার জন্য চারদিকে নজর বোলাল গ্যারেট, পায়চারি করতে করতে দেখল অ্যাকোয়াডাক্টের দেয়াল। জমাট বাঁধা ভলক্যানিক টাফ, বা ছাইভস্ম খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে সুড়ঙ্গগুলো। এ-জিনিস দিয়েই নেপলস্ নগরীর গোড়াপত্তনের সময় বাড়িঘর বানাত প্রথমদিককার গ্রিক অভিবাসীরা। শহরে পানি সরবরাহের জন্য অ্যাকোয়াডাক্ট তৈরির আইডিয়াটাও তাদেরই। বিল্ডিং মেটেরিয়াল হিসেবে এই ভলক্যানিক টাফের তুলনা হয় না, তাই আজও দু'হাজার বছরের পুরনো বাড়িঘর টিকে আছে সারা নেপলস্ জুড়ে।

ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল গ্যারেটের, যখন মা-বাবার সঙ্গে এখানে প্রথম বেড়াতে এসেছিল। মায়ার সঙ্গে তখনই বন্ধুত্ব হয়েছিল ওর, দু'জনে ঘুরে বেড়াত নেপলসের প্রাচীনতম পরিত্যক্ত জায়গাগুলোয়। ভয়-ডর বলতে কিছু ছিল না ওদের, যে-জায়গা যত বিপজ্জনক দেখাত, সেইখানে যেতে ততই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠত ওরা। দুঃসাহসী সেই মনোভাবের কারণেই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল ওরা, তাড়া খেয়েছিল দুই অপরাধীর, খোঁজ পেয়েছিল মাইডাস চেম্বারের।

চোখ পিটপিট করল গ্যারেট। রিজার্ভয়ার থেকে বেরুবার জন্য চারটে টানেল দেখতে পাচ্ছে, সিঁড়ি ধরে উঠতে হয় ওগুলোয়; সবগুলোর তলায় একটা করে গ্রিক হরফ খোদাই করে রাখা হয়েছে—*বিটা, ল্যামডা, সিগমা আর মিউ।* জিয়োলেবের মাধ্যমে বের করে নিতে হবে এর মধ্যে কোন্‌টা ধরে এগোতে হবে ওদেরকে।

ঘাড় ফেরাল গ্যারেট। 'হলো তোমাদের?'

'চেষ্টা করছি,' ওর দিকে না তাকিয়ে বলল রানা। 'কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান কোরো না।'

একটু যেন অপমানিত হলো গ্যারেট। কড়া গলায় বলল, 'যা করবার তাড়াতাড়ি করো। যদি বুঝি ইচ্ছে করে দেরি করছ তোমরা, তা হলে স্টান বেল্টের বাটন টিপতে দেরি করব না।'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, গ্যারেট,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'অযথা হুমকি-ধমকি দেয়ার কোনও দরকার নেই।'

'তা ছাড়া কোডেক্সের হারানো পাতাগুলো এই প্রথম দেখছি আমরা,' যোগ করল রেমি। 'ডিকোড করতে সময় লাগতেই পারে।'

'হাতে বেশি সময় নেই আমাদের,' বলল গ্যারেট।

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'কারণ খুব শীঘ্রি মায়াকে এখানে আশা করছি আমি। যে-করেই হোক, ববি মুরল্যাণ্ডের পেট থেকে এখানকার খবর বের করে নেবে ও। তারপর ছুটে আসবে গুপ্তধনের খোঁজে।'

'তা হলে ববিকে ওর হাতে ধরিয়ে দিলে কেন? ব্যাপারটা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত হয়ে গেল না?'

'মাই ডিয়ার রানা,' এক গাল হাসল গ্যারেট, 'আমি চাই মায়া এখানে আসুক। ওর সঙ্গে কিছু হিসাব-নিকাশ বাকি রয়ে গেছে আমার। নিশ্চিত থাকো, আমার পিছু নিয়ে ও যদি অ্যাকোয়াডাক্টে ঢোকে, এখান থেকে আর কোনোদিনই বেরুতে পারবে না। ওর জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ রেখে যাব আমি।'

'কী ধরনের সারপ্রাইজ?'

'বিচ্ছিরি ধরনের। আর কথা নয়। কাজ শেষ করো।'

চকিতের জন্য রানার চোখে ক্রোধ ফুটতে দেখল গ্যারেট, ওর দৃষ্টির সামনে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল সে। নিজেকে অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল রানা, মন দিল জিয়োলেবের দিকে।

ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, পরিষ্কার বুঝল গ্যারেট। তার অস্তিত্বের জন্য বিরাট এক ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এই বাঙালি যুবক। রিস্ট ডিটোনেটরের উপর হাত বোলাল গ্যারেট, কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল।

ডিভাইস আর কোডেক্সের অনুবাদ নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানা আর রেমি। জটিল এক গাণিতিক সমীকরণ পেয়েছে ওরা কোডেক্সের মাঝে, নোটবুক খুলে সেটার সমাধান করবার চেষ্টা করছে রানা। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করছে রেমিকে, কোডেক্স থেকে তার জবাব খুঁজে বের করছে রেমি।

দশ মিনিট পর নোটবুক বন্ধ করল রানা, জিয়োলেব নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'যা খুঁজছিলে, তা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। ওর মনের ভিতর কী চলছে, চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

'আমাকে খুলে বলো।'

'বললেও বুঝবে না। ক্যালকুলেশনটা অত্যন্ত জটিল।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আসলে আমাকে বলতে চাইছ না, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ,' নিরাসক্ত গলায় বলল রানা। 'সবকিছু যদি এখনই বলে দিই, তা হলে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তোমার কাছে।'

হাসল গ্যারেট। 'ভেরি স্মার্ট, রানা। ঠিক আছে, বলতে না চাইলে জোরাজুরি করব না। তুমিই পথ দেখাও। কিন্তু কোন্‌দিকে যাচ্ছ না যাচ্ছ, সেটা খেয়াল রাখব আমি। যদি একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে শুরু করি, কিংবা বুঝতে পারি যে অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি... সেক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন দেখব না আমি। ক্লিয়ার?'

'ক্লিয়ার।'

'গুড। তা হলে পথ দেখাও। এখান থেকে কোন্ টানেল ধরে বেরুব আমরা?'

চারদিকে নজর বোলাল রানা, তারপর আঙুল তুলে দেখাল সিগমা চিহ্ন দেয়া টানেলটা।

'ওই যে,' বলল ও। 'ওটা।'

'তুমি শিয়োর?' দ্বিধা ফুটল গ্যারেটের গলায়। ওটাই সবচেয়ে ছোট টানেল, মুখটা চওড়ায় তিন ফুটের বেশি নয়।

'আর্কিমিডিস ওটার কথাই বলেছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'বেশ, এগোও। প্রথমে তুমি, তারপর ড. হ্যাডলি। আমি আর কাটনার পিছনে থাকব।'

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল চারজনে, ঢুকে পড়ল টানেলে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। বদ্ধ জায়গা, চারদিক থেকে চেপে আছে দেয়াল। রেমি ছাড়া বাকি সবাই ক্রমাগত ঘষা খাচ্ছে কাঁধে আর পিঠে। অন্ধকারও যেন কয়েক গুণ গাঢ় হয়ে উঠেছে, হেডল্যাম্পের আলো তার বিরুদ্ধে লড়াই করে পেরে উঠছে না।

এক সারিতে এগোচ্ছে চারজনে। সবার পিছনে গ্যারেট। টানেলে ঢুকেই পকেট থেকে একটা চিউয়িং গাম বের করল ও, গামটা মুখে চালান করে দিয়ে র‍্যাপারটা দলামোচা করে ফেলে দিল টানেলের মেঝেতে। সহজেই ওটা খুঁজে পাবে মায়া, বুঝতে পারবে কোন্ পথে যাচ্ছে ওরা। পা দেবে ফাঁদে।

মোটামুটি চল্লিশ ফুট এগোনোর পর বড়-সড় একটা গুহায় বেরিয়ে এল ওরা। আকার-আয়তনে রিজার্ভয়ারের চেয়ে সামান্য বড়। উল্টোদিকে দেয়ালে নতুন তিনটে টানেল দেখা গেল, তবে ওগুলোর মুখে চিহ্ন দেয়া নেই।

'এখানে মার্কিং নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল কাটনার।

'আর থাকবে না,' বলল রানা। 'এখান থেকে জিয়োলেবের

সাহায্যে পথ খুঁজে নিতে হবে আমাদের।'

ডিভাইসটা মুখের সামনে তুলল ও। একে একে সবগুলো নব ঘোরাল। কাঁটাগুলো নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেলে পৌঁছুলে রিডিঙের সঙ্গে চারপাশ মেলাল। তারপর একদম ডানদিকের টানেল দেখিয়ে বলল, 'এবার ওইটা ধরে এগোতে হবে।'

জিয়োলেবের গুরুত্ব এতক্ষণে ধরতে পারল গ্যারেট। বহুকাল আগে, সাইরাকিউজের রাজা হেরনের গুপ্তচর যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল এখানকার আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলগুলোয়, নিশ্চয়ই জিয়োলেব ব্যবহার করছিল ম্যাপিং করবার জন্য। ওভাবেই মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছুবার নির্দেশনা রেখে গেছে। কুয়া আর প্রথম টানেলের মার্কিং করেছিল শুধুমাত্র স্টার্টিং পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য। আর কোথাও কোনও চিহ্ন দেয়নি, তা হলে শত্রুরা সহজেই সমাধিটা খুঁজে বের করে ফেলত।

'এগোও তোমরা,' সঙ্গীদের বলল গ্যারেট। 'আমি একটু পরে আসছি।'

রানা, রেমি আর কাটনার টানেলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলে হাঁটু গেড়ে বসল সে। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল ছোট একটা ন্যাপস্যাক—জিনিসটা রেনফিল্ডকে দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছে। দেখতে সাধারণ মনে হবে, কিন্তু ভিতরে রয়েছে দশ পাউণ্ডের ফসফরাস গ্রেনেড। চেইনের সঙ্গে সেট করা হয়েছে ডিটোনেটর।

ন্যাপস্যাকটা গুহার এক কোণে রেখে টানেলের দিকে এগোল গ্যারেট। সন্দেহ নেই, ওকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে মায়া। ন্যাপস্যাকটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলী করে তুলবে তাকে—দেখতে চাইবে ওটার ভিতরে কী ফেলে গেছে গ্যারেট। চেইন টানতেই ঘটবে বিস্ফোরণ, পুরো গুহায় ছড়িয়ে পড়বে জ্বলন্ত ফসফরাস। জ্বলে-পুড়ে মরবে মায়া ও তার সঙ্গীরা।

মুচকি হাসি ফুটল গ্যারেটের ঠোঁটে। ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে, বাঁচার কোনও উপায় নেই *প্রিয়* বোনটির। একটাই শুধু দুঃখ, মরার আগে বেচারির চেহারাটা নিজ চোখে দেখতে পাবে না সে।

নুমা হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন।

ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল ল্যারি কিং। বলল, 'গাড়ি রেডি, মি. রেডক্লিফ। চলুন রওনা হই।'

'অ্যাডমিরালের কী খবর?' ডেস্ক ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'এখনও অপারেশন থিয়েটারে,' বলল ল্যারি। 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, কিন্তু এখুনি ভালমন্দ কিছু বলতে রাজি হলেন না তিনি। হাসপাতালেই তো যাচ্ছি, সামনাসামনি কথা বললে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন রেডক্লিফ। অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালালেন, করিডোর পেরিয়ে উঠলেন এলিভেটরে।

'ডিকন্টামিনেশন টিম কিছু বের করতে পেরেছে?' কথা চালিয়ে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ওয়্যারহাউসের ধ্বংসাবশেষে রেডিয়েশনের আলামত পাওয়া গেছে, তবে ওখানে সত্যি সত্যি স্ট্রনটিয়াম ছিল কি না, তা বোঝা যায়নি,' বললেন রেডক্লিফ। 'এখনও কাজ করছে ওরা।'

'রানাকে খবরটা দেয়া দরকার,' বলল ল্যারি। 'যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'রানা, ববি বা ড. হ্যাডলি... কেউই ফোন ধরছে না। রানা এজেন্সির নেপলস্ ব্রাঞ্চে ফোন করেছিলাম, ওরাও কিছু বলতে পারল না।'

'ববির সঙ্গে তো ওদের ব্রাঞ্চ চিফের থাকার কথা।'

'সে আর এক কাহিনি। ব্রাঞ্চ চিফ-সহ যে-চারজনকে সঙ্গে

নিয়েছিল ববি, ওদের সবাই অ্যারেস্ট হয়েছে পুলিশের হাতে।'

এই খবর ল্যারির জন্য নতুন। বিস্মিত গলায় বলল, 'বলেন কী! কেন অ্যারেস্ট হলো? ববিই বা কোথায়?'

'জানি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু থানার লোকেরা কোনও তথ্য দিতে নারাজ। রানা এজেন্সির সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের কথা বললাম, ওদেরকেও নাকি ব্রাঞ্চ-চিফ কিবরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না পুলিশ। সকালে লইয়ার নিয়ে যেতে বলেছে।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না? দেখা করতে বাধা দেবে কেন?'

'নিশ্চয়ই সবাইকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে কেউ। ইটালিয়ান পুলিশে দুর্নীতিবাজ লোকজনের অভাব নেই, নিশ্চয়ই টাকা খাইয়েছে কেউ ওদের।'

'কে করতে পারে এ-কাজ? অ্যান্থনি গ্যারেট, নাকি মায়া লরেঞ্জো?'

'যে-ই হোক, প্ল্যানটা বেশ ভালই এঁটেছে। রানা আর ববির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিছুতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির খবর পৌঁছুতে পারছি না ওদের কাছে। তুমি তো জিপিএস ট্রান্সমিটারের সিগনাল ট্র্যাক করছিলে। কিছু বের করতে পেরেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল ল্যারি। 'গত কয়েক ঘণ্টা থেকে স্থির হয়ে আছে সিগনাল। কো-অর্ডিনেটস্ বলছে, ওটা নেপলসের একটা পুলিশ স্টেশনে। শুরুতে একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ট্র্যাকারটা থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।'

'...কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে ববিকে,' যোগ করলেন রেডক্লিফ। 'লক্ষণ একদম ভাল ঠেকছে না, ল্যারি। আমার তো মনে হচ্ছে ওরা সবাই ধরা পড়েছে মায়া কিংবা গ্যারেটের হাতে।'

'বোধহয় ঠিকই ধরেছেন,' একমত হলো ল্যারি। 'ওদের ফোন-টোন সব কেড়ে নেয়া হয়েছে, যাতে আমরা যোগাযোগ

করতে না পারি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর ড. হ্যাডলির বোনের খবর পেলে তো ওরা আর কথা শুনবে না গ্যারেটের।'

হতাশায় মাথা দোলালেন রেডক্লিফ। কিচ্ছু করার নেই তাঁদের।

কিছুই না!

একুশ

গির্জার কোর্টইয়ার্ডে, কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মায়া আর মুরল্যাণ্ড। কয়েক মিনিট আগে এখানে পৌঁছেছে ওরা। কুয়োয় উঁকি দিতেই দেখতে পেয়েছে পিটন আর ডি-ক্ল্যাম্পের সাহায্যে লাগানো দড়িটা। এর অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি—রানা আর রেমিকে নিয়ে গ্যারেট ইতিমধ্যে নেমে গেছে নীচে।

সঙ্গে চারজন লোক এনেছে মায়া—নিরোর নেতৃত্বে টমি ও আন্তোনিয়ো-সহ পিকো নামে আরও একজন। অস্ত্র হিসেবে মাউন্টেড ফ্ল্যাশলাইট-সহ সাব-মেশিনগান বহন করছে সবাই। নিরো আর টমিকে ইতিমধ্যে নীচে নামিয়েছে মায়া, এবার মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করল।

র‍্যাপেলিঙে এমনিতে বেশ অভ্যস্ত মুরল্যাণ্ড, কিন্তু গ্যালারিয়ার মার খাওয়ার কারণে এখনও ও দুর্বল। দড়ি ধরে নামতে রীতিমত কষ্টই হলো বলা চলে। দু-দু'বার হাত ফস্কে যেতে বসেছিল, কোনোমতে বিপদ এড়িয়েছে। নীচের চেম্বারে যখন পা রাখল,

তখন থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। ধপ করে মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য হলো ও।

খানিক পরে বাকি দুই সঙ্গীকে নিয়ে মায়াও নেমে এল। আলো ফেলে চারপাশ দেখল ও। তারপর মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে গেছে ওরা?'

'আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'এখানে নামার পর জিয়োলেবের সাহায্যে পথ খুঁজে নেবার কথা। আমাদের সঙ্গে তো ওটা নেই!'

'হুম।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল মায়া। 'ভালমত তল্লাশি চালাও। ওদের কোনও না কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল চার গুণ্ডা। প্লাস্টিকের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাশলাইট দেয়া হয়েছে মুরল্যাণ্ডকে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়, ওটা নিয়ে ও-ও দেখতে শুরু করল চারপাশ। চেম্বারের এককোণে, দলা পাকানো ছোট্ট এক টুকরো কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। কাছে গিয়ে কুড়িয়ে নিল ওটা। ভাঁজ খুলতে না খুলতে কাগজটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল মায়া।

'আমাকে দাও!'

সাধারণ কাগজ নয়, জিনিসটা একটা চিরকুট। গুটি গুটি হরফে দুটো শব্দ লেখা। কয়েক মুহূর্ত লেখাটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল মায়া, তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ডের হাতে। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারছ?'

চোখ পিট পিট করল মুরল্যাণ্ড। রানার হাতের লেখা চিনতে পারছে, নিশ্চয়ই গ্যারেটের চোখ এড়িয়ে চিরকুটটা ফেলে গেছে ও। ওতে লেখা:

ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড।

কপালে ভাঁজ পড়ল মুরল্যাণ্ডের। সন্দেহ নেই, মেসেজটা ওর জন্যই রেখে গেছে রানা। সঙ্গে মায়ার লোকেরা থাকবে, সেটাও

সম্ভবত জানত। সে-কারণে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে রেখে গেছে মেসেজ। কিন্তু সমস্যা হলো, এর অর্থ বুঝতে পারছে না ও। ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড... কী বলতে চাইছে রানা। আইসল্যাণ্ডে কয়েকবারই গেছে ওরা, সেসব ফ্লাইটে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

'কই, কিছু বলছ না কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে তাড়া লাগাল মায়া।

'সরি,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'এর অর্থ জানা নেই আমার। কাগজটা জঞ্জালও হতে পারে। নেপলসের সঙ্গে আইসল্যাণ্ডের তো কোনও সম্পর্ক নেই।'

তীক্ষ্ণ চোখে মুরল্যাণ্ডের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মায়া, বোঝার চেষ্টা করল ও মিথ্যে বলছে কি না। কিন্তু অভিব্যক্তিতে কোনও খুঁত দেখতে পেল না। পাবার কথাও নয়। সত্যি কথাই বলেছে মুরল্যাণ্ড—চিরকুটের অর্থ আসলেই জানে না ও। অগত্যা শ্রাগ করে অন্যদিকে চলে গেল মায়া।

ও কেন এত মরিয়া হয়ে উঠেছে, তা ঠিক বুঝতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। হতে পারে মাইডাসের সমাধি ওর সারাজীবনের স্বপ্ন, সোনার লোভকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। তারপরেও একজন মাফিয়া নেত্রী স্রেফ আবেগ বা জেদের বশে গুপ্তধনের পিছনে এভাবে ছুটবে—কথাটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। সঙ্গে এত কম লোক এনেছে কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। মায়া তো চাইলে তার গুণ্ডা-পাণ্ডার একটা আর্মি নিয়ে এখানে হানা দিতে পারত। তবে কি বিশ্বস্ত লোকের অভাব পড়েছে তার? একটা কারণেই সেটা ঘটতে পারে—ক্যামোরায় ওর অবস্থান যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। রহস্য সম্ভবত ওটাই। এই গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজের পুরনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরে পেতে চাইছে মেয়েটা। আফটার অল, যার হাতে টাকা, তার হাতেই যে সমস্ত ক্ষমতা... এ-কথা কে না জানে।

টমির গলা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল মুরল্যাণ্ড। উঁচু গলায় মায়াকে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে সে।

'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মায়া।

হাতের মুঠো খুলে রূপালি রঙের একটা র‍্যাপার দেখাল টমি—চিউয়িং গামের। ভাঁজ খুলে শুঁকল মায়া, এখনও মিণ্টের গন্ধ লেগে আছে।

'জিনিসটা তাজা, নিশ্চয়ই গ্যারেট বা ওর সঙ্গের কেউ ফেলে গেছে,' বলল সে। টমির দিকে তাকাল। 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখাল টমি। 'ওই টানেলের ভিতরে।'

'হুম... মনে হচ্ছে ওটার ভিতরেই ঢুকেছে ওরা।' ডাক দিয়ে সবাইকে একত্র করল মায়া। জানিয়ে দিল পরিকল্পনা। 'এক সারিতে এগোব আমরা। আন্তোনিয়ো সবার সামনে থাকবে। সামনে যদি কোনও গুহা বা চেম্বার পাওয়া যায়, ও একা আগে বেরুবে। চেক করে দেখবে কেউ অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছে কি না। ও ক্লিয়ারেন্স দিলে তবেই আমরা বেরুব। পরিষ্কার?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'গুড। মুভ করো তা হলে।'

টানেলের দিকে এগোল গুণ্ডারা। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করল মায়া।

'তোমার ওই আন্তোনিয়োকে বোকা বলব, নাকি সাহসী... ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওকে যে কোরবানি দিতে চাইছ, তা কি ও বুঝতে পারছে না?'

'বোকামিও নয়, সাহসিকতাও নয়,' গর্ব ফুটল মায়ার কণ্ঠে। 'এ হলো প্রশ্নহীন আনুগত্য। আমার মুখের কথায় প্রাণ দিতে পারে ওরা।'

'তা হলে বলব ওদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। নইলে তোমার

মত মহিলার জন্য কেউ জীবন দিতে পারে না।'

খোঁচাটা জায়গামত লেগেছে, রাগে লাল হয়ে উঠল মায়ার মুখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মুখের লাগাম টানো, সেনিয়র। নইলে এই টানেল থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না।'

'কী!' অবাক হবার ভান করল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ভাবছিলে? জানতাম না তো!'

'চোপ!' গর্জে উঠল মায়া। 'নিরো, এ বড্ড বকবক করছে। একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।'

যেন নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দেবার জন্যই মুরল্যাণ্ডের তলপেটে ঝেড়ে একটা ঘুসি বসাল নিরো। দম আটকে এল মুরল্যাণ্ডের। খাবি খেতে খেতে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। কলার ধরে ওকে টেনে তুলল নিরো। বলল, 'হাঁটো, সেনিয়র। মুখ দিয়ে আর একটা শব্দও যেন না বেরোয়।'

'সেক্ষেত্রে পেটে না মেরে মুখে মারা উচিত ছিল,' ককাতে ককাতে বলল মুরল্যাণ্ড।

হতাশা ফুটল নিরোর চেহারায়—এ দেখি কিছুতেই থামে না! কথা না বাড়িয়ে তাই মুরল্যাণ্ডের পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা দিল সে। এগোতে বাধ্য করল।

টানেলের সামনে পৌঁছে গেছে সবাই। আন্তোনিয়ো আগে ঢুকল, তারপর ঢুকল আরও নিরো আর পিকো। মায়ার পিছু পিছু এরপর ঢোকানো হলো মুরল্যাণ্ডকে। সবশেষে রইল টমি। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ছয় জনের দলটা।

অন্যপ্রান্তের গুহায় পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। টানেলের মুখ দেখতে পেয়েই সবাইকে থামতে বলল আন্তোনিয়ো, তারপর নিজে বেরিয়ে গেল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখে নিল গুহার চারদিকটা। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসতে বলল সঙ্গীদের।

একে একে গুহায় পা রাখল সবাই। মায়া নির্দেশ দিল,

'ছড়িয়ে পড়ো। আর কোনও চিহ্ন আছে কি না দেখো।'

টমি রয়ে গেল মুরল্যাণ্ডের পাহারায়, বাকি তিন গুণ্ডা নেমে পড়ল তল্লাশিতে। গুহার এক কোণে পড়ে থাকা ন্যাপস্যাকটা আবিষ্কৃত হলো কয়েক মিনিট পরেই। এক সঙ্গীকে নিয়ে আন্তোনিয়ো এগিয়ে গেল জিনিসটা পরীক্ষা করবার জন্য। আর তখুনি বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল মুরল্যাণ্ডের মাথায়—পরিষ্কার হয়ে গেল রানার রেখে যাওয়া মেসেজটা।

ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড... হ্যাঁ, আইসল্যাণ্ডের ফ্লাইটই ছিল ওটা, কিন্তু সাধারণ ফ্লাইট ছিল না বলে এতক্ষণ মাথায় আসেনি। কয়েক বছর আগের কথা, গ্রিনল্যাণ্ডে একটা এক্সপিডিশনে গিয়েছিল ও আর রানা—সার্ভেয়ার্স সোসাইটি অভ আমেরিকার হয়ে। ওদের সঙ্গে ছিল রাশান আবহাওয়াবিদদের একটি দল, সেই সঙ্গে জিয়ো-রিসার্চ নামে একটি জার্মান গবেষণাধর্মী সংগঠন। যৌথ অভিযানে নেমেছিল সবাই। পরে জানা গেল, জার্মানরা আসলে বৈজ্ঞানিক কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি, গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা পুরনো ঘাঁটি খুঁজে বের করে সেখানে নিজেদের কুকীর্তির প্রমাণ ধ্বংস করে দেবার জন্য। ওরা ব্যাপারটা টের পেতে শুরু করায় দুর্ঘটনার নাটক সাজায় জিয়ো-রিসার্চ। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে সবাইকে গায়ের জোরে একটা বিমানে তুলে রওনা করিয়ে দেয় আইসল্যাণ্ডের উদ্দেশে। কিন্তু কাউকেই জীবন নিয়ে ফিরতে দেবার ইচ্ছে ছিল না ওদের, বিমান মাঝ-আকাশে থাকতেই কার্গো হোল্ডে পাতা একটা বোমা আবিষ্কার করে রানা ও মুরল্যাণ্ড। বিমানটা পরে ক্র্যাশ করে গ্রিনল্যাণ্ডের বরফে ছাওয়া বিরান প্রান্তরে। সেখান থেকে কীভাবে ওরা উদ্ধার পেল, কীভাবেই বা শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিল... সে আর এক কাহিনি*।

চকিতে সব মনে পড়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। ওদের

*_মৃত্যুশীতল স্পর্শ_ দ্রষ্টব্য।

আইসল্যাণ্ডগামী ফ্লাইটে বোমা পেতেছিল শত্রুরা, সেটাই বোঝাতে চাইছে রানা। তারমানে এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে। বোমা অথবা কোনও ধরনের বুবি ট্র্যাপ রেখে গেছে গ্যারেট। আন্তোনিয়ো ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ন্যাপস্যাকের পাশে, টানতে শুরু করেছে চেইন। সেদিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'না! থামো!'

ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। চেইনে টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটল। আন্তোনিয়ো ও পিকো মারা পড়ল তৎক্ষণাৎ। নিরো একটু দূরে ছিল, ছিটকে পড়ে গিয়ে কাশতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভয়ানক আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

ইনস্টিঙ্কটের বশে মায়াকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিয়েছিল মুরল্যাণ্ড, ওখান থেকে মুখ তুলে তাকাল। হলদেটে ধোঁয়া ঘিরে ধরেছে মাফিয়া নেত্রীর সহচর নিরোকে, বাতাসে ভর দিয়ে সেই ধোঁয়া ভেসে আসছে ওদের দিকে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা এমনিতেই একটু অন্যরকম লেগেছে ওর কাছে, সেই সঙ্গে আলোর আধিক্য আর হলুদ ধোঁয়া দেখে বুঝে ফেলল কীসের কবলে পড়েছে।

ফসফরাস!

এক লাফে উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। টান দিয়ে দাঁড় করালো মায়াকে। ওদের দেখাদেখি মাটিতে ডাইভ দিয়েছিল টমি, সে-ও উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে মুরল্যাণ্ড চেঁচাল, 'গেট ব্যাক! কুইক! ওই ধোঁয়া বিষাক্ত!'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মায়া। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। কথা বলে সময় নষ্ট করল না মুরল্যাণ্ড, ফসফরাসের কুয়াশা ওদের নাগাল পেলে নিশ্চিত মৃত্যু। পাঁজাকোলা করে মায়াকে তুলে নিল ও। যে-টানেল ধরে এসেছে, সেটার ভিতরে ছুঁড়ে দিল তাকে। নিজেও ঢুকল।

'মুভ, বোকা মেয়ে কোথাকার! মুভ!'

এতক্ষণে কাজ করল মায়ার মাথা। পাগলের মত হামাগুড়ি দিতে শুরু করল সে। ওর পিছু পিছু এগোল মুরল্যাণ্ড আর টমি। রিজার্ভয়ারের চেম্বারে পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু রেহাই পেল না। খোলা চামড়ায় জ্বলুনি অনুভব করতেই আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। টানেল ধরে এখানেও আসছে ফসফরাস মেশানো ধোঁয়া।

'ওদিকে! কুইক!' তাড়া লাগাল ও।

পাশের আরেকটা টানেলে ঢুকে পড়ল তিনজনে। এটা তুলনামূলকভাবে বড়। কুঁজো হয়ে ছুট লাগানো গেল। আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে মিনিটপাঁচেক দৌড়াবার পর মাঝারি এক প্রকোষ্ঠে পৌঁছুল ওরা। দম নেবার জন্য থামল ওখানে।

ব্যস্ত চোখে পিছনটা দেখল মুরল্যাণ্ড। না, ধোঁয়া আর আসছে না এদিকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপাতত আমরা নিরাপদ,' বলল ও। 'আশা করি কুয়ো দিয়ে চিমনির মত বেরিয়ে যাবে ধোঁয়া।'

'যদি না বেরোয়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল টমি। 'যদি এদিকেও চলে আসে?'

'তা হলে আরও ভিতরদিকে সরে যাব আমরা।'

'গড ড্যাম ইট!' গাল দিয়ে উঠল মায়া। 'কী ছিল ওটা?'

'ফসফরাস বোমা—অ্যান্থনি গ্যারেটের সৌজন্যে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার ছেলেরা বোকার মত ফাটিয়ে দিয়েছে ওটা।'

'ওরা মারা গেছে?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল মায়ার।

'না মরলেও মৃত্যু কামনা করছে। ফসফরাসের মত দাহ্য পদার্থ আর নেই। চামড়া-মাংসকে কাবাবের মত সেদ্ধ করে ফেলে। স্পেশাল ফোর্সে থাকতে এ-ধরনের বোমা ব্যবহার করেছি আমি। আমরা একে বলতাম শেক অ্যাণ্ড বেক অপারেশন।'

দাঁতে দাঁত পিষল মায়া। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ক্রোধ। 'আমরা এখন কী করব?'

'কিছুই করার নেই... অন্তত ধোঁয়াটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। গ্যাস মাস্ক থাকলেও কাজ হতো না। ফসফরাস তোমার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলবে, আগুন ধরিয়ে দেবে জামা-কাপড়ে। অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'কতক্ষণ?'

'বলা মুশকিল। দশ মিনিট লাগতে পারে, আবার এক ঘণ্টা লাগাও বিচিত্র নয়। কুয়ো দিয়ে কতক্ষণে বেরোয় সমস্ত ধোঁয়া, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু।'

ইটালিয়ানে খিস্তি করে উঠল টমি। গ্যারেটের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে। কসম কাটল, ওকে বাগে পেলে জ্যান্ত চামড়া ছিলে নেবে।

'বাই দ্য ওয়ে,' মুরল্যাণ্ডকে বলল মায়া। 'ধন্যবাদ।'

'কীসের জন্য?'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছ বলে। আমি সত্যিই খুব অবাক হয়েছি। সুযোগটা নিলে না কেন? ওই অবস্থায় আমাকে ফেলে পালিয়ে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল।'

'বিচ্ছিরি একটা বদভ্যাস বলতে পারো,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'সুন্দরী মেয়েদের মৃত্যু সহ্য করতে পারি না আমি।'

'তা-ই?' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে হেসে উঠল মায়া।

মুরল্যাণ্ডও হাসল, তবে তাতে প্রাণ রইল না। ঠাট্টা করলেও ও জানে, মায়া কথাটা ভুল বলেনি। মস্ত বড় এক সুযোগ হারিয়েছে ও। হয়তো অমানবিক হতো... তারপরেও মায়া আর টমিকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেয়াটাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ।

বাইশ

রানার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা, অথচ ঘড়ির হিসেবে সময় পেরিয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা! ভূ-গর্ভের একঘেয়ে, প্রাণহীন পরিবেশ এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করছে সবার মাঝে—টেনে টেনে লম্বা করছে সময়কে। এ আসলে তাড়না—মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে পড়ার তাড়না। অবচেতন মন বলতে চাইছে—যথেষ্ট তো হলো, এবার বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে! জোর করে সেই তাড়না অগ্রাহ্য করছে রানা।

আধঘণ্টা হলো দূর থেকে বজ্রপাতের মত একটা চাপা আওয়াজ পেয়েছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে গ্যারেটের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখেছে রানা—পিছনে রেখে আসা বোমাটা বিস্ফোরিত হয়েছে। শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও, ববি ওর মেসেজটা বুঝতে পেরেছে কি না কে জানে। গ্যারেটের মুখে সারপ্রাইজের কথা শুনেই আন্দাজ করেছিল, নিশ্চয়ই বোমা পেতে রাখার প্ল্যান করেছে লোকটা। ঝুঁকি নিয়ে তাই এক টুকরো কাগজে মেসেজ লিখে ফেলে এসেছিল ও। তাতে কতখানি কাজ হয়েছে বলা মুশকিল। মুরল্যাণ্ড যদি ওর ইশারা ধরতে পারে, তা হলে তো বোমাটা ফাটার কথা নয়!

মাথা থেকে দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে সামনে মনোযোগ দিল রানা। প্রথম প্যাসেজটাই শুধু সংকীর্ণ ছিল, এরপর থেকে বেশ চওড়া হয়ে এসেছে সব টানেল। একসঙ্গে এগোতে পারছে চারজনে।

গ্যারেটকে খানিক পর পর দেয়ালে খড়িমাটি দিয়ে দাগ দিতে দেখেছে ও—কোন্ পথে ফিরতে হবে, তা চিহ্নিত করে রাখছে। বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে, ভাবছে অনুসরণ করবার জন্য বেঁচে নেই মায়া, তাই দাগ দিতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে না। রানাও তাতে খুশি। ওর বিশ্বাস, বেঁচে আছে মুরল্যাণ্ড। তার মানে এই দাগগুলো দেখেই ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে সে।

পথ খুঁজে নিতে কষ্ট হচ্ছে না রানার। এক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা ব্যবহার করেছেন গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিস, সেটা সমাধান করার পর কাজটা বেশ সহজ হয়ে গেছে। জিয়োলেবের সাহায্যে একের পর এক টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণ করছে ও, সেই অনুসারে এগিয়ে চলেছে টানেল নেটওয়ার্কের গভীর থেকে গভীরতর অংশে।

খানিক পর পর একটা করে ইন্টারসেকশনে পৌঁছুচ্ছে ওরা, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে তিন থেকে পাঁচটা করে সুড়ঙ্গমুখ, ওখান থেকে সঠিক সুড়ঙ্গটা বেছে নিতে হয়। পদ্ধতিটা সহজ—জিয়োলেবের প্রথম নবটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরায় রানা, ইন্টারসেকশনে যে-ক'টা ওপেনিং রয়েছে, সে-ক'ঘর নড়ায় ডায়ালের প্রথম কাঁটা; এরপর দ্বিতীয় নবটা উল্টোদিকে একই পরিমাণ ঘোরাতে হয় ওকে। দুটো নব ঘোরানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৃতীয় কাঁটাটাও ঘোরে। ডিভাইস উল্টে সেটা কোন্দিক নির্দেশ করছে তা দেখে নিলেই পাওয়া যায় সুড়ঙ্গটা।

হাঁটতে হাঁটতে রেমির দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে রানা। নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, একবারও কথা বলেনি। চেহারায় ফুটে রয়েছে বেদনার ছাপ। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়—নিশ্চয়ই রানা ওকে অবিশ্বাস করছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। ও যে গ্যারেটের দোসর নয়, এ-ব্যাপারে রানা মোটামুটি নিশ্চিত। শুরুতে অন্যায় রাগ দেখিয়ে ফেলায় কিছুটা লজ্জিতও

বটে। ক্ষমা চাইতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু এখন তার সময় নয়। গ্যারেট ওর আর রেমির মাঝে অবিশ্বাসের দেয়াল তুলে সুবিধা পেতে চাইছে, এবং এ-মুহূর্তে লোকটাকে তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে ভেবে খুশি থাকতে দিচ্ছে রানা। যত বেশি খুশি আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে প্রতিপক্ষ, ততই তার সতর্কতায় ঢিল পড়বে... রানাকে সুযোগ করে দেবে পাল্টা আঘাত হানার। তক্কে তক্কে থাকছে ও।

একে একে ন'টা ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এসেছে ওরা। দশ নম্বরে পৌঁছে একটু থামল রানা। জায়গাটা অন্যগুলোর মত নয়। হঠাৎ করেই দু'ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। বামেরটা উঠে গেছে উপরদিকে, ডানেরটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচে। শুরু থেকে মোটামুটি এক লেভেলেই হাঁটছে ওরা, ওঠানামা বলতে গেলে করতেই হয়নি। এই প্রথম উপর-নীচে যাওয়ার পথ দেখতে পাচ্ছে। বামের সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে উপরদিকে আলো ফেলল রানা। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে ওটা। ইঁটের দেয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এগোবার পথ।

'কী ব্যাপার, থামলে কেন?' পিছন থেকে বিরক্ত গলায় জানতে চাইল গ্যারেট।

কথাটা না শোনার ভান করে রেমিকে কাছে ডাকল রানা। দেয়ালটা দেখাল।

'ইঁটগুলো দেখছ?' বলল ও। 'কত পুরনো হতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

'আকার-আকৃতি আর রঙ যদি বিবেচনা করি,' বলল রেমি, 'দু'হাজার বছরের কম নয়।'

এগিয়ে এসে গ্যারেটও উঁকি দিল। বলল, 'মনে হচ্ছে উপর থেকে টানেল নেটওয়ার্কে নামার সহজ কোনও পথ। ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যাতে মাইডাসের সমাধি কেউ খুঁজে না

পায়।'

'তা হলে যে-পথে এলাম আমরা, সেটাও বন্ধ করেনি কেন?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা।

'আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'ইউ আর দ্য এক্সপার্টস্। তোমরাই বলো।'

'এর সঙ্গে মাইডাসের কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে,' রেমি বলল। 'মোমফলকে বলা হয়েছে, রাজা হেরনের গুপ্তচরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল রোমান-দুর্গে ঢোকার বিকল্প পথ খুঁজে বের করবার জন্য। এটা সেই পথ হতে পারে। রোমানরা আন্দাজ করেছিল এখান দিয়ে হামলা হতে পারে, তাই আগেভাগেই হয়তো বন্ধ করে দিয়েছিল রাস্তাটা।'

'মোদ্দা কথা হলো, এটা সারফেসে ওঠার পথ,' বলল গ্যারেট। 'মাইডাসের সমাধি ওখানে নেই। কাজেই এই প্যাসেজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল রানা।

ডানের সুড়ঙ্গ ধরে আবার এগোল চারজনে। মেঝে বেশ ঢালু, পা হড়কে যেতে চায়। সাবধানে নামল ওরা। প্রায় দুইশ' ফুট যাওয়ার পর বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠে—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পঁচিশ ফুটের বেশি নয়। এক প্রান্তে মেঝে নেই, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা পানি-ভর্তি পুল। ছ'ফুট চওড়া। মাঝামাঝি জায়গায় পাথরে গড়া একটা প্রাকৃতিক ফুটব্রিজও রয়েছে—পানির উপর দিয়ে গেছে ওটা, মিশেছে ওপাশের নিরেট দেয়ালের গায়ে। চারদিকে নজর বোলাল রানা, কিন্তু প্রকোষ্ঠ থেকে বের হবার দ্বিতীয় কোনও পথ দেখতে পেল না।

'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস!' রাগী গলায় বলল গ্যারেট। 'ভুল জায়গায় আমাদের নিয়ে এসেছ তুমি, রানা। এখান থেকে সামনে এগোবার কোনও রাস্তা নেই!'

'ভুল করিনি আমি,' বলল রানা। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্স আর জিয়োলেবের রিডিং অনুসরণ করেছি। ওগুলোই এখানে নিয়ে এসেছে আমাদের।'

'তা হলে বদ্ধ কুঠুরিতে পৌঁছুলাম কেন?' দাঁত কিড়মিড় করল গ্যারেট। রিস্ট ডিটোনেটরে একটা আঙুল ঠেকাল সে। 'জলদি কিছু একটা করো, নইলে ধরে নেব এতক্ষণ আমাকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি... সময় নষ্ট করেছ।'

'অযথা মাথা গরম করছ তুমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি নিজেও এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আঙুলটা সরাও। আমাকে বা রেমিকে খুন করলে কোনও লাভ হবে না তোমার, বরং তীরে এসে তরী ডুববে।'

'পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। যা করার এর ভিতর করো। নইলে তুমি মরবে! আগেই বলেছি, দু'জনকে প্রয়োজন নেই আমার। একজন হলেই চলে।'

শ্রাগ করে প্রকোষ্ঠের ভিতরটা জরিপ করল রানা। ফুটব্রিজটা বেখাপ্পা ঠেকছে। দেখে মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক, কিন্তু সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চাইছে না। পজিশন দেখে মনে হচ্ছে অনেক হিসেব-নিকেশ করে বসানো হয়েছে ওটা... প্রাকৃতিক হলে পজিশন এত নিখুঁত হতো না। কিন্তু পার হয়ে তো যাবার কোনও জায়গা নেই! ওপাশটা দেয়ালে মিশেছে!

সন্দিহান হয়ে উঠেছে রানা। ব্রিজে উঠে দেয়ালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। প্রায়-অদৃশ্য একটা ফাটল আবিষ্কার করল ও—মেঝে থেকে ছ'ফুট উঁচুতে। নখ দিয়ে দেয়ালের একটা অংশ খুঁটতেই ভুরু কুঁচকে গেল। এতক্ষণ ভেবেছিল ওটা ভলক্যানিক টাফের তৈরি, আসলে তা নয়। প্রকোষ্ঠের বাকি দেয়ালের সঙ্গে চেহারা মেলাবার জন্য প্লাস্টারের মত পাতলা এক পরত টাফ মাখানো হয়েছে কেবল। নখের খোঁচায় একটা অংশের চলটা উঠে

গেছে, সেখানে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তলার সাদাটে পাথর।

পাথরে খোঁচা দিল রানা। কিছুই হলো না, বরং আঁচড় পড়ল ওর নখের গায়ে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে জিয়োলেব ব্যবহার করল ও। দেয়ালের দিকে মুখ করে মাত্র এক ঘর ঘোরাল প্রথম কাঁটাদুটো। তারপর চেক করল পিছনের ডায়াল। তৃতীয় কাঁটা পুলের দিকে নির্দেশ করছে।

'কিছু পেলে?' রানার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

জবাব না দিয়ে পুলের কিনারে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পানিতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে এদিক-সেদিক নাড়ল একটু। স্বচ্ছ পানি ভেদ করে বেশ কিছুদূর চলে গেল আলো। হঠাৎ ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—রহস্যটা ধরে ফেলেছে। শ্রদ্ধাও জাগল দু'হাজার বছরের পুরনো ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি—এমন দুর্দান্ত কৌশল যার-তার মাথায় আসবে না।

'কিছু বলছ না কেন?' এগিয়ে এল রেমি। দুশ্চিন্তায় মুখ লুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে ওর। পালা করে তাকাচ্ছে রানা আর গ্যারেটের দিকে।

দেয়ালের চলটা ওঠা জায়গাটার দিকে ইশারা করল রানা। রেমিকে বলল, 'পাথরটা চেক করে দেখো।'

ফুটব্রিজে উঠে পাথরে আঙুল ঘষল রেমি। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'কী করছ তোমরা?' অধৈর্য গলায় জানতে চাইল গ্যারেট।

রানার দিকে তাকাল রেমি। 'এটা কি ঝামাপাথর?' বলল ও। 'মানে... যে-জিনিস দিয়ে পায়ের তলা ঘষে মানুষ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক ধরেছ। পামিস... মানে, ঝামাপাথরই বটে। এই পাথরের নব্বুই পার্সেন্টই যে বাতাস, তা জানো?'

'তাতে কী এসে-যায়?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'স্ট্রাকচারের ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের কারণে পামিস-ই দুনিয়ার একমাত্র পাথর, যেটা পানিতে ভাসতে পারে,' বলল রানা। 'আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্টি হয় এ জিনিস। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই পাথরের তৈরি ভেলায় ভেসে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী—এশিয়া থেকে মাইগ্রেট করেছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়।'

'লেকচার ছেড়ে আসল কথা বলো,' বিরক্ত হয়ে উঠেছে গ্যারেট। 'আমাদের এখানে ওই ভাসমান পাথরের কী ভূমিকা?'

'দেয়ালের ওই অংশটা পামিসের তৈরি,' ওকে দেখাল রানা। 'পুলের পানিতে ভাসছে ওটা। বোঝা না যাবার জন্য পামিসের উপর ভলক্যানিক টাফের প্লাস্টার করা হয়েছে। তুমি নিজেই দেখো।'

'ভাসমান দেয়াল?' দ্বিধা ফুটল গ্যারেটের চেহারায়। 'তা কী করে সম্ভব?'

'আইডিয়াটা জিনিয়াস, তবে মেকানিজমটা সে-তুলনায় যথেষ্ট সিম্পল,' বলল রানা। 'পামিসের ইঁট গেঁথে তৈরি করা হয়েছে দরজার মত একটা পাল্লা, চারপাশের দেয়ালে খাঁজ কেটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওটা। এরপর পানি ভরা হয়েছে পুলে। ভাসতে ভাসতে উপরদিকে উঠে এসেছে পাল্লাটা, বন্ধ করে দিয়েছে ওপাশে যাবার ফোকর।'

'সোজা কথায় এটা একটা গুপ্তদরজা,' যোগ করল রেমি। 'পুরনো আমলের রাজ-সমাধিগুলোর প্রবেশপথ বিভিন্ন পন্থায় লুকিয়ে রাখা হতো, যাতে কবর-চোরেরা ভিতরে ঢুকে কোনও কিছু চুরি করতে না পারে। এখানেও তা-ই করা হয়েছে। মিশরের ফারাও সম্রাটদের সমাধিতেও এ-ধরনের বহু গুপ্তপথের নিদর্শন পাওয়া গেছে।'

'জাস্ট আ মিনিট,' ওকে বাধা দিল গ্যারেট। 'বিশ বছর আগে আমি আর মায়া যখন মাইডাসের চেম্বারে ঢুকেছিলাম, তখন তো কোনও গুপ্তপথ ব্যবহার করতে হয়নি! দেয়ালের কোনও গোপন দরজা খুলতে হয়নি আমাদের।'

'আমার ধারণা, এই পুলটা বদ্ধ-জলাশয় নয়,' বলল রানা। 'বাইরের কোনও ঝর্ণার পানি এসে ভরাট রাখছে এটাকে। তোমরা যে-বার এসেছিলে, সে-বার হয়তো খরা চলছিল... শুকিয়ে গিয়েছিল ঝর্ণা। পুলের পানির লেভেল নেমে যাওয়ায় দেয়ালটাও নেমে গিয়েছিল, তাই দরজাটা খোলা পেয়েছিলে তোমরা।'

চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল গ্যারেট। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ঢালু একটা টানেল ধরে নেমে এসেছিলাম আমরা। গোল্ডেন চেম্বারে ঢোকার আগে পাথরের ফুটব্রিজ ধরে একটা গর্ত পেরুতে হয়েছিল।' নতুন চোখে এবার চারদিকে তাকাল সে। 'এটা সেই জায়গা!'

'দ্যাটস্ গ্রেট, বস!' খুশি খুশি গলায় বলল কাটনার। 'জায়গামত তো তা হলে পৌঁছেই গেছি।'

'এখনও নয়,' বলল গ্যারেট। 'দরজাটা খুলতে হবে।'

'সাঁতার কেটে তলা দিয়ে চলে যাওয়া যায় না?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তা হলে তো দরজা রাখা অর্থহীন। পুলের যেটুকু অংশ দরজার পিছনে, সেটার সারফেস নিশ্চয়ই কংক্রিট বা পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।'

'দরজা খোলার উপায় কী?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'পানি সরাবার জন্য নিশ্চয়ই কোনও ধরনের লিভার বা সুইচ আছে। পুলের পানি নেমে গেলে দরজাটাও নেমে যাবে, খুলে যাবে প্রবেশপথ। দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটা চক্কর দিল রানা। ভাল করে দেখল প্রতিটা দেয়াল। কিন্তু লুকানো কোনও মেকানিজমের চিহ্ন দেখল

না। পুলের পাশে ফিরে এল ও। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে জিনিসটা পানির তলায়। কোনও ধরনের প্লাগ—বাথটাব বা বেসিনে যেমন থাকে। খুলে দিলে পানি বেরিয়ে যাবে।'

'কে খুলবে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কাটনার।

'আমিই যেতে পারি। কিন্তু তার আগে বেল্টটা খুলে দাও। চাই না পানিতে ভিজে শর্ট-সার্কিট হোক ওটায়। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'না, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল গ্যারেট। 'নীচে যে এস্কেপ রুট নেই, তার কী গ্যারান্টি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা হলে তোমরাই যাও।'

'উঁহুঁ, আমরা নই। যাবে ড. হ্যাডলি। কাটনার, ওঁর বেল্ট খুলে দাও।'

ওজর-আপত্তি কিছুই করল না রেমি, কথাটা শুনে একটু রাগী ভঙ্গিতে গ্যারেটের দিকে তাকাল কেবল। কাটনার ওর বেল্ট খুলে দিলে ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো। কষ্ট হচ্ছে ওর—গ্যারেটের রটানো মিথ্যে অপবাদ শোনার পর থেকে ওর সঙ্গে অদৃশ্য এক দূরত্ব বজায় রাখছে রানা। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না। কুয়োয় নামার আগে ক্ষণিকের জন্য ওকে একটু নরম হতে দেখেছিল রেমি, কিন্তু তারপর থেকে যেন পাথরের একটা খোলসে ঢুকে পড়েছে অদ্ভুত মানুষটা। ওর ভুল না ভাঙাতে পেরে অস্থির লাগছে ওর। কিন্তু কীভাবে ভাঙাবে বুঝতে পারছে না। গ্যারেট কীভাবে ওদের সমস্ত পদক্ষেপের খবর পেল, সেটা সত্যিই একটা রহস্য। সেই রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত রানার সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবু কিছু একটা না বললেই নয়।

বড় করে শ্বাস নিল রেমি। বলল, 'রানা, আমি তোমার সঙ্গে বেঈমানী করিনি। আমার বোনকে সত্যিই কিডন্যাপ করেছে

গ্যারেট। তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাইনি।'

'এ-মুহূর্তে মায়াকান্না না কাঁদলেই কি নয়?' রুক্ষ গলায় বলল রানা।

অপমানে লাল হতে গিয়েও থমকে গেল রেমি। রানা চোখ টিপছে। অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করল ও। যেভাবেই হোক, রানা বুঝতে পেরেছে ও নির্দোষ। এখনও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে স্রেফ গ্যারেটকে ধোঁকা দেবার জন্য। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রেমি।

ওদের সঙ্কেত-বিনিময় বুঝতে পারেনি গ্যারেট। এগিয়ে এসে রেমির হাতে একটা টর্চলাইট তুলে দিল সে। বলল, 'যাও। টর্চটা ওয়াটারপ্রুফ নয়, বেশিক্ষণ টিকবে না। উপর থেকেও আলো ধরব আমরা।'

'নীচে কোনোকিছুতে হাত লাগিয়ো না,' বলল রানা। 'প্রথমে শুধু দেখবে। কী পেলে না পেলে সেটা উপরে এসে জানিয়ো আমাকে।'

'কী খুঁজব আমি?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'প্লাগ বা লিভার জাতীয় কিছু একটা থাকবে ওখানে।'

মাটিতে বসে পড়ল রেমি। জুতো-মোজা খুলে ফেলল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পা ছোঁয়াল পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ও—পানি ভীষণ ঠাণ্ডা।

'সময় নষ্ট করছ কেন?' ধমকে উঠল গ্যারেট। পিছন থেকে ধাক্কা দিল রেমিকে।

তাল হারিয়ে ঝপাস করে হিমশীতল পানিতে পড়ল রেমি। ডুবে গেল ক্ষণিকের জন্য, তারপরেই পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে ওর। গ্যারেটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

'গাল দিচ্ছ কেন?' হাসল গ্যারেট। 'ঠাণ্ডা পানিতে নামার সময় সরাসরি ঝাঁপ দেয়াই তো নিয়ম!'

আরেক দফা গালি দিল রেমি। তারপর বলল, 'টর্চ দাও!'

মাটি থেকে লাইটটা কুড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিল কাটনার। গ্যারেট একটা ফ্ল্যাশলাইট নিল, আলো জ্বেলে ওটা তাক করল পানির দিকে। রানাও নিজের ফ্ল্যাশলাইট একইভাবে তাক করেছে। নীচে তাকাল রেমি, পুলের তলা আলোকিত হয়ে উঠেছে... তবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওখানকার। পানি বেশ গভীর।

সাঁতারু হিসেবে মন্দ নয় রেমি, কাজেই ঘাবড়াবার কিছু দেখল না। বড় করে শ্বাস নিয়ে ডুব দিল ও, রওনা হলো পুলের তলায়। টর্চটা ইতিমধ্যে জ্বেলে নিয়েছে, আলো ফেলল দেয়ালে। উপরের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই, পুলটা ভলক্যানিক টাফ খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে।

দশ ফুট নামার পরে গুপ্তদরজার তলা দেখতে পেল ও। পুলের মেঝে থেকে ছ'ফুট উপরে ভাসছে ওটা। রানার কথাই ঠিক, দেয়ালে খাঁজ আছে, দরজাটা সেই খাঁজ ধরে ওঠে নামে। আশপাশটা আলো ফেলে ভালমত দেখল রেমি। রানা আর গ্যারেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বরাবর একেবারে তলদেশের কাছাকাছি কালচে একটা অবয়ব ফুটে আছে। সাঁতার কেটে ওখানে চলে গেল ও।

চারকোনা একটা ফোকর—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছ'ফুট; তিনফুট গভীর। কালের প্রবাহে শ্যাওলা আর জলজ আগাছায় প্রায় বুজে এসেছে, তার মাঝ থেকে মাথা বের করে রেখেছে একটা পাথুরে লিভার। লিভারের পাশেই রয়েছে একটা চ্যাপ্টা গোল ডিস্ক—আকারে ভলিবলের সমান। খাঁজের ভিতর বসে আছে ডিস্কটা, সরে যাবার মত জায়গা রয়েছে সেই খাঁজে। সন্দেহ নেই,

এটাই পুলের কন্ট্রোল ভালভ।

দম ফুরিয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে সারফেসে ভেসে উঠল রেমি।

'পেয়েছ?' সাগ্রহে জানতে চাইল গ্যারেট।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। ফোকরটার বর্ণনা দিল।

'হুম, বেশ সিম্পল মেকানিজম বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা। 'লিভার টানলে ডিস্কটা সরে যাবে। পানি তখন বেরিয়ে যাবে ড্রেন ধরে।'

'আমি কি তা হলে টানব লিভারটা?'

'হ্যাঁ। তবে সাবধানে থেকো। ড্রেনের মুখ খুলে গেলে ভীষণ একটা টান দেবে পানি; তার ভিতর যেন আটকে না পড়ো।'

'ঠিক আছে।'

দম নিয়ে আবার ডুব দিল রেমি। দ্রুত পা ছুঁড়ে সরাসরি চলে গেল ফোকরের সামনে। টর্চটা কয়েক সেকেণ্ড পরেই মিটমিট করে নিভে গেল, তবে তার আগেই লিভার ধরে ফেলেছে ও। পুলের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ওটা টানতে শুরু করল।

এক ইঞ্চি নড়ল লিভার, সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পানিতে আলোড়ন অনুভব করল রেমি, ফোকরের দিকে প্রবাহের সূচনা হয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবারও লিভার টানল ও, নিয়ে এল একেবারে শেষ প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা শব্দ করে সরে গেল ডিস্ক। চোখের পলকে শুরু হলো তাণ্ডব, যেন উন্মাদ হয়ে উঠল পানি। তুমুল আক্রোশ নিয়ে ছুটে এল ফোকরের দিকে।

রানা সতর্ক করেছিল, তারপরেও স্রোতের এত শক্তি হতে পারে, তা কল্পনা করেনি রেমি। পিঠের উপর প্রবল ধাক্কা অনুভব করল ও, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেহটা চলে যেতে চাইল ফোকরের ভিতরে। কোনোমতে পুলের মেঝেতে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল

রেমি, সরে যেতে চাইল পানির প্রবাহ থেকে। পুরোপুরি সফল হলো না। শরীরের বেশিরভাগ ফোকরের উপরে উঠে এল বটে, কিন্তু ওই অবস্থায় দেয়ালে আছড়ে পড়ল ও। আতঙ্কিত হয়ে টের পেল, দেহের নিম্নাংশ আটকা পড়ে গেছে স্রোতের ভিতর। প্রচণ্ড এক টান খেয়ে একটা পা চলে গেছে ড্রেনের মুখে... ঢুকে যেতে চাইছে ভিতরে।

যুদ্ধ শুরু করল রেমি। দেয়াল আঁকড়ে উঠে এল কয়েক ইঞ্চি। ড্রেনের মুখ থেকে পা সরে এল বটে, কিন্তু পানির চাপে পিনগাঁথা প্রজাপতির মত দেয়ালে লেপ্টে রইল দেহ। বহু চেষ্টা করেও মুক্ত করতে পারল না নিজেকে।

মৃত্যুভয়ে শরীর অসাড় হয়ে এল ওর। পুল খালি হতে কতটা সময় লাগবে জানে না, কিন্তু ফুরিয়ে আসছে ওর দম। ডুবে মরতে চলেছে ও! বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। আর তখুনি উপর থেকে কী যেন ঝপাস করে পড়ল পানিতে। কয়েক মুহূর্ত পর কেউ হাত ধরল ওর, টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে এল রেমি। স্রোতের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতেই দেয়াল থেকে সরে এল শরীর, জাপটে ধরে ওকে নিয়ে সারফেসে ভেসে উঠল উদ্ধারকর্তা। দু'জোড়া হাত এবার খামচে ধরল ওদেরকে। টেনে তুলল পুল থেকে।

কাশতে কাশতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেমি। ভেজা শরীরে ওর পাশে বসে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়... মাসুদ রানা! ওর কোমরে এক্সপ্লোসিভ বেল্টটা এখনও লাগানো আছে দেখে চমকে উঠল।

'ও...ওটা নিয়ে তুমি ঝাঁপ দিয়েছ পানিতে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'যদি শর্ট সার্কিট হতো?'

'এমন লোক নিয়ে কাজ করা মুশকিল,' বিরক্ত গলায় বলল

গ্যারেট। ভেজা হাত প্যান্টে মুছছে সে। 'এভাবে ঝুঁকি নেয় কেউ? তাও আবার এমন এক মেয়ের জন্য, যে তোমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে?'

'যা-ই করে থাকুক,' শান্ত স্বরে বলল রানা, 'তার জন্য মৃত্যু প্রাপ্য হতে পারে না ওর।'

'ও! তুমি তা হলে মানবতার পূজারী?' খোঁচা মারা সুরে বলল গ্যারেট। 'আমার জন্যে সুসংবাদ!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা!' বলেই রানাকে জাপটে ধরল রেমি। মুখ গুঁজল বুকে।

'ঢলাঢলি বন্ধ করো!' কর্কশ গলায় বলল গ্যারেট। রেমির বেল্টটা ছুঁড়ে দিল। 'পরে ফেলো এটা। খবরদার, কোনও চালাকি নয়।' পিস্তল বেরিয়ে এসেছে তার হাতে।

বেল্টটা রেমির হাতে তুলে দিল রানা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তৈরি থেকো। প্রথম সুযোগেই ওদের উপর হামলা করব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল দু'জনে। রেমির বেল্ট পরা হতেই এক ঝলক গরম বাতাস বয়ে গেল, যেন আভেনের দরজা খুলেছে কেউ। এক সঙ্গে ঘাড় ফেরাল সবাই। গুপ্তদরজাটা নেমে যেতে শুরু করেছে, ওখানে দেখা যাচ্ছে হলদে আভা। ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভ্যাপসা, গরম বাতাস।

দশ মিনিটের মধ্যে পুরোপুরি খালি হয়ে গেল পুল, উন্মুক্ত হয়ে গেল প্রবেশপথ। পিস্তলের ইশারায় রানা আর রেমিকে এগোবার নির্দেশ দিল গ্যারেট। হাত ধরাধরি করে ফুটব্রিজে উঠল ওরা, প্রবেশপথের ফোকর পেরিয়ে পা রাখল চওড়া একটা পাথুরে চাতালে। ব্যালকনির মত ওটা ঝুলে আছে অতিকায় এক গুহার উপরে।

দম আটকে এল সবার, অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য ভেসে উঠেছে

চোখের সামনে। সোনালি আভায় ঝলমল করছে গুহা—সবখান থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কারণ মেঝে, দেয়াল, ছাত... সবকিছুই সোনায় মোড়া!

সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, রাজা মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছে গেছে ওরা।

তেইশ

মুগ্ধ চোখে গোল্ডেন চেম্বারের দিকে তাকিয়ে আছে চার দর্শক, ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেছে সবকিছু। সোনালি গুহা আর তার ভিতরের আবছায়া পরিবেশ যেন জাদু করেছে ওদেরকে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছে অন্য কোনও জগতে। অকল্পনীয় এক দৃশ্য—গুহার ভিতরের প্রতিটি সারফেস, প্রতিটি বস্তু... এমনকী প্রবেশপথের চারপাশে শ্যাওলার স্তর পর্যন্ত সবকিছুই সোনায় গড়া।

ডাফল ব্যাগ থেকে শক্তিশালী দুটো হ্যালোজেন ল্যাম্প বের করল কাটনার। ব্যালকনির উপরে এমনভাবে সেট করল, যাতে পুরো গুহা আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেলে সেই আলোয় গুহার অভ্যন্তর জরিপ করল রানা। পাথুরে চাতালটা একশো ফুট লম্বা এবং পঞ্চাশ ফুট চওড়া। ব্যালকনি হিসেবে কাজ করছে ওটা, কিনারে সোনায় গড়া রেলিং লাগানো আছে। আকার-আকৃতি দেখে মনে হলো, ভলক্যানিক টাফের অতিকায়

এক পিণ্ড খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে এই চেম্বার। ব্যালকনির দশ ফুট নীচে রয়েছে গুহার মূল মেঝে, সিঁড়ি ধরে নামতে হয় ওখানে। ঠিক মাঝখানটায় শোভা পাচ্ছে চারকোনা পেডেস্টালের উপর দাঁড়ানো কিশোরীর মূর্তি—ঠিক যেমনটা শুনেছে গ্যারেট আর মায়ার মুখে। ডান হাত নেই মূর্তিটার। পেডেস্টালের গায়ে খোদাই করে গ্রিক হরফে কী সব যেন লেখা।

বুদ্‌বুদ্ ফাটার আওয়াজ পেয়ে দৃষ্টি ঘোরাল রানা। গুহার একপাশে, বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে রয়েছে একটা হট পুল। ভূগর্ভ থেকে উঠে আসছে পানি, টগবগ করে ফুটছে। নেপলসের খুব কাছেই রয়েছে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি; রানা আন্দাজ করল, সেই আগ্নেয়গিরি উত্তপ্ত লাভা বইছে এই চেম্বারের গভীর দিয়ে। হট পুলের পানি ওটার সাহায্যে গরম হচ্ছে। গুহার ভিতরে ভ্যাপসা আবহাওয়া বিরাজ করছে, ক্রমাগত ঘামছে ওরা, বাতাসে ভাসছে পুল থেকে উঠে আসা তপ্ত বাষ্প। দরজা বন্ধ অবস্থায় ভিতরটা নিঃসন্দেহে আভেনের মত গরম হয়ে থাকে।

আবার চোখ ফেরাল রানা, এবার তাকাল হট পুলের পাশে। পানি থেকে কয়েক ফুট দূরে দ্বিতীয় একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল, ওটা উঠে গেছে সোনায় গড়া বিশাল এক টেরাসে। এন্ট্রান্স ব্যালকনির মত রেলিং নেই ওখানে, ফলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা সোনার কফিন, গায়ে হাজারো কারুকাজ। মূর্তি ছাড়া সমাধির ভিতরে আর কোনও সোনা-দানা নেই, কাজেই রানা ধরে নিল রাজা মাইডাস তার পরকালের প্রাচুর্যের জন্য এই চেম্বারটাকেই যথেষ্ট ভেবেছিলেন।

যা দেখার তা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখে নিল রানা, তারপর মন দিল আসল কাজে। টানেলে নামার পর থেকেই মাথা ঘামিয়ে চলেছে ও, কীভাবে গ্যারেট আর কাটনারকে ঘায়েল করা যায়। অতর্কিত হামলা চালানোটাই একমাত্র পথ বলে মনে

হচ্ছিল, কিন্তু কোনও সুযোগ পাচ্ছিল না। সারাক্ষণ ওর আর রেমির উপরে কড়া নজর রেখেছে প্রতিপক্ষ, বেচাল দেখলেই গুলি করত, কিংবা ডিটোনেটর চেপে ফাটিয়ে দিত কোমরের এক্সপ্লোসিভ বেল্ট।

কিন্তু এই প্রথমবারের মত মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়েছে দুই দুর্বৃত্তের। গোল্ডেন চেম্বারের অপার্থিব দৃশ্য সম্মোহিত করে ফেলেছে ওদের, ভুলে গেছে দুই বন্দির উপর নজর রাখবার কথা। এর অপেক্ষাতেই ছিল রানা।

গুহায় ঢোকার সময় সামান্য কৌশল খাটিয়েছে ও—রেমিকে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যাতে ভিতরের দৃশ্য দেখবার জন্য ওদের দু'পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয় গ্যারেট আর কাটনার। পরিবেশ-পরিস্থিতি সবই অনুকূলে, কাজেই দেরি না করে অ্যাকশনে গেল ও।

প্রথমেই বাম হাতের ধাক্কায় রেমিকে পিছিয়ে দিল ও। এরপর বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরে ডানহাতে ধরা জিয়োলেব দিয়ে সজোরে আঘাত হানল কাটনারের হাতে। ককিয়ে উঠল লোকটা, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল ব্যালকনির একদিকে। ইন্সটিঙ্কটের বশে রানার দিকে ঘুরতেই বুক বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি খেলো, তাল হারিয়ে উল্টে পড়ল ব্যালকনির পাশের সিঁড়িতে। গড়াতে গড়াতে রওনা হলো নীচে।

রানা ওসব দেখছে না, কাটনারকে লাথি মেরেই গ্যারেটের দিকে ঘুরল ও। একই ভঙ্গিতে জিয়োলেব দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করল লোকটার হাতে। তবে একটু সময় পাওয়ায় তৈরি হয়ে গেছে গ্যারেট, শরীর ঘুরিয়ে পিঠের উপর নিল আঘাতটা। একই সঙ্গে বগলের তলা দিয়ে তাক করল পিস্তল, ট্রিগার চাপল রানাকে লক্ষ্য করে।

বদ্ধ জায়গায় কানফাটা আওয়াজ হলো। রানার শরীর ঘেঁষে

বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট, তাড়াহুড়োয় নিশানা করতে পারেনি গ্যারেট। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, গ্যারেটকে জাপটে ধরে পড়ে গেল মেঝেতে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। পিস্তল তাক করে আবার গুলি করতে চাইল গ্যারেট, কিন্তু রানার এক থাবায় ওটা উড়ে চলে গেল আরেকদিকে। গ্যারেটকে মাটির চাতালের উপর এক হাতে চেপে ধরল ও, অন্যহাতে খামচি দিল তার কবজিতে, ভেলক্রো স্ট্র্যাপের বাঁধন খুলে একটানে তুলে আনল একটা ডিটোনেটর বসানো ওয়েস্টব্যাণ্ড। ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ব্যালকনির বাইরে।

তখুনি ঝটকা দিল গ্যারেট, তাল হারিয়ে তার গায়ের উপর থেকে পড়ে গেল রানা। সাপের মত পিছলে কয়েক হাত দূরে চলে গেল গ্যারেট, ওঠার চেষ্টা করল না, তার বদলে হাত নিয়ে গেল কবজিতে বাঁধা দ্বিতীয় ওয়েস্টব্যাণ্ডের দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, আতঙ্কিত চোখে তাকাল ডেটোনেটরের দিকে—নীল রঙ ওটার... তারমানে মরতে চলেছে রেমি!

গ্যারেটকে লক্ষ্য করে মরিয়ার মত ঝাঁপ দিল ও, কিন্তু সফল হলো না। ওকে নাগালে পেয়েই মাটিতে থেকে জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ল গ্যারেট। রানার বুকে লাগল সেই লাথি। প্রচণ্ড ব্যথায় নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, ছিটকে গেল পিছনে... রেলিঙের দিকে। ওখানে ধাক্কা খেয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ হেলে পড়ল পিছনদিকে। শত চেষ্টাতেও ব্যালান্স রাখতে পারল না, রেলিং টপকে দশ ফুট নীচে পড়ে গেল ও।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

আছড়ে-পিছড়ে উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। খিস্তি করে ডিটোনেটরের বাটন স্পর্শ করল সে। রানা-রেমির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, ওদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানে নেই। এ-অবস্থায় একটাই পথ দেখল রেমি—ছুটে

গিয়ে এক লাফে চড়ে বসল গ্যারেটের পিঠে। চার হাত-পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরল তাকে।

'চাপো বাটন,' হিসিয়ে উঠল ও। 'আমরা দু'জনেই মরি!'

ক্রুদ্ধ গর্জন করল গ্যারেট। কনুই চালাল রেমিকে আঘাত করবার জন্য, তবে আঘাতটা জুতসই হলো না। শরীর ঝাঁকাতে শুরু করল এবার, চেষ্টা করল বিচ্ছু মেয়েটাকে ফেলে দেবার। হাত-পায়ের বাঁধন আরও শক্ত করে ফেলল রেমি, পড়ে গেলেই মরণ। নিজের বাম হাতের ভাঁজে গ্যারেটের গলা আটকাল ও, ডান হাতের সবগুলো নখ বসিয়ে দিল লোকটার মুখে। সর্বশক্তিতে আঁচড় কাটছে।

আর্তনাদ করে উঠল গ্যারেট। রেমির একটা নখ তার বাম চোখ গেলে দিয়েছে। গলার উপর হাতের চাপেও হাঁসফাঁস করছে সে, শ্বাসনালী ভেঙে যাবার উপক্রম। ইচ্ছে করে উল্টোদিকে হোঁচট খেলো, শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে পড়ল রেমির উপরে। ককিয়ে উঠল মেয়েটা। হাতের বাঁধন ক্ষণিকের জন্য আলগা হলো, তবে ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার আগেই আবারও নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। শক্ত করে ফেলল বাঁধন। এবার শুধু এক হাতের উপর নির্ভর করছে না, ডান হাতে টেনে ধরেছে নিজের বাম হাত—সর্বশক্তিতে চাপ দিচ্ছে গলার উপরে।

দাপাদাপি শুরু করল গ্যারেট, সেইসঙ্গে গড়াগড়ি। রেমির নাজুক শরীরের উপর বারবার চাপাচ্ছে ওজন। ব্যথায় একেক বার কাতরে উঠল রেমি, কিন্তু ছাড়ল না গ্যারেটকে। সন্দেহ নেই, দু'জনের মধ্যে একজন মরতে চলেছে। কিন্তু কে মরবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।

দশ ফুট নীচের মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল রানা। পতনের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল বুক থেকে। কট্ করে উঠল

পাঁজর... সম্ভবত চিড় ধরেছে এক বা একাধিক হাড়ে। কপাল ভাল যে মাথা ফাটেনি। আচ্ছন্নের মত কয়েক মুহূর্ত পড়ে রইল নীচে।

নড়াচড়ার শক্তি ফিরে পেতেই মুখ তুলল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। সিঁড়ির গোড়া থেকে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কাটনার, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুট লাগিয়েছে গুহার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্ণমূর্তির দিকে। পেডেস্টালের গোড়ায় চোখ চলে গেল ওর। গ্যারেটের ওয়েস্টব্যাণ্ড পড়ে আছে ওখানে, ওটার গায়ে জ্বলজ্বল করছে লাল বোতাম—রানার কোমরে জড়ানো এক্সপ্লোসিভ বেল্টের রিমোট ডিটোনেটর!

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। পাঁজরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে ও-ও ছুটল মূর্তির দিকে। কাটনারকে নাগালের মধ্যে পেতেই রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডাইভ দিল, জাপটে ধরল কোমর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাটনার, নাক-মুখ ঠুকে গেল মেঝেতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, পরক্ষণে পা ছুঁড়ল। পেটের একপাশে লাথি খেলেও তাকে ছাড়ল না রানা, বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। সাপের মত শরীর মোচড়াল কাটনার, মেঝের উপর বুক ঘষটে এগোতে থাকল পড়ে থাকা ডেটোনেটরের দিকে। বুঝে গেল রানা, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কাটনারের গায়ে ষাঁড়ের জোর, রানাকেও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে মূর্তির পেডেস্টালের দিকে।

মরিয়া হয়ে কাটনারের প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, লোকটাকে ওখানে এক্সপ্লোসিভ বেল্টের চাবি রাখতে দেখেছে, পকেট হাতড়ে আলগোছে তুলে আনল রিংটা। পরক্ষণে ভাঙা পাঁজরের উপর একটা লাথি খেলো ও। গুঙিয়ে উঠল, বাধ্য হলো হাতের বাঁধন ঢিল করতে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কাটনার, কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে, ফের ছুট লাগাল

ডেটোনেটরের উদ্দেশে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল রানা। ত্রস্ত হাতে বেল্টের কি-হোলে চাবি ঢোকাল, এক মোচড়ে খুলে ফেলল ক্ল্যাম্পের তালা। বেল্টটা হাতে নিতেই মূর্তির গোড়ায় পৌঁছুতে দেখল কাটনারকে। নিচু হয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ডকে কুড়িয়ে নিল সে, সোজা হতে হতে টিপে দিল ডেটোনেটরের বাটন। ক্রূর হাসি হেসে ঘুরতে শুরু করল রানার দিকে, কিন্তু সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মুছে গেল সেই হাসি।

বাটন চাপার আগেই বেল্টটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে রানা!

বিস্ফোরণে উড়ে গেল কাটনারের মাথা। ফুলঝুরির মত ছিটকে পড়ল রক্তমাংস। ধড়হীন দেহটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপরেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল সোনালি মেঝেতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ি ধরে ছুটল ব্যালকনিতে। উপরে উঠতেই রেমিকে দেখতে পেল—গ্যারেটকে পিছন থেকে জাপটে ধরে পড়ে আছে মেঝেতে। অস্ফুট গোঙানি বেরুচ্ছে গ্যারেটের মুখ দিয়ে, দৃষ্টি বিস্ফারিত। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে তার।

আঁতকে উঠল রানা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল রেমির দিকে, টেনে-হিঁচড়ে ওকে সরিয়ে আনল। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যেন খুন সওয়ার হয়েছে, গ্যারেট ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

'ছাড়ো আমাকে!' রানার বাঁধনের ভিতর হাত-পা ছুঁড়ল রেমি। 'ওকে আমি শেষ করে দেব!'

'শান্ত হও!' কড়া গলায় বলল রানা। 'গ্যারেটকে জ্যান্ত দরকার আমাদের। ও মরে গেলে র‍্যাচেলের খোঁজ পাবে না।'

স্থির হয়ে গেল রেমি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সরি, আমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' অনেকটাই শান্ত দেখাচ্ছে এখন ওকে।

'ইটস্ ওকে,' সহজ গলায় বলল রানা। 'ওর মত একটা পিশাচকে বাগে পেলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

রেমিকে ছেড়ে দিয়ে গ্যারেটের দিকে এগোল ও। চিত করল তাকে। কোনাকুনিভাবে চারটে গভীর আঁচড়ের দাগ ফুটে আছে মুখে, বাম চোখটার দফারফা হয়ে গেছে। লোকটার হাত থেকে দ্বিতীয় ওয়েস্টব্যাণ্ডটা খুলে নিল ও, তারপর চেক করল পালস।

ইতস্তত করল রেমি, 'ও...ও কি...'

'না, মরেনি,' বলল রানা। 'দম ফেলছে এখনও। তবে খবর হয়ে গেছে ওর।' ঘাড় ফেরাল ও। 'দেখিয়েছ বটে, ম্যাডাম! ব্রাভো!'

'দূর! কী যে বলো না!' একটু যেন লজ্জা পেল রেমি। 'কাটনার কোথায়?' বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলেও নীচে কী ঘটেছে দেখতে পায়নি ও।

'খতম,' সংক্ষেপে বলল রানা। খুলে দিল রেমির বেল্ট। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে এতক্ষণ মচকানো পাঁজরের ব্যথা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু উত্তেজনা কেটে যাওয়ায় ফিরে আসছে ওটা। বেল্টটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ককিয়ে উঠল।

'তুমি আহত?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল রেমি।

'তেমন কিছু না,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সামান্য চোট।'

'আমরা এখন কী করব?'

'অপেক্ষা করব গ্যারেটের জ্ঞান ফেরার জন্য। তারপর জেনে নেব অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে ও কোথায় আটকে রেখেছে... সেইসঙ্গে স্ট্রনটিয়াম নিয়ে ওর প্ল্যানটা কী।'

'যদি বলতে না চায়?'

মাথা ঘোরাল রানা। ওর দৃষ্টি চলে গেল হট পুলে টগবগ করতে থাকা পানির দিকে। 'তা হলে ওই ফুটন্ত পানিতে সাঁতার কাটতে হবে ওকে,' নিষ্ঠুর গলায় বলল ও।

চব্বিশ

গ্যারেটের অজ্ঞান দেহটা টেনে-হিঁচড়ে ব্যালকনি থেকে নামিয়ে আনল রানা। কাজটা সহজ হলো না—পাঁজরের ব্যথাটা ভোগাতে শুরু করেছে ওকে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা সহ্য করল ও। শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়, মানসিক দিক থেকেও সহনশীলতা দেখাতে হলো ওকে। গ্যারেটের দিকে তাকালেই রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়, ইচ্ছে করছে দম না বেরুনো পর্যন্ত পিশাচটাকে পায়ের তলায় পিষতে। কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির কথা ভেবে নিরস্ত রাখতে হলো নিজেকে।

'ওহ্ গড!' নীচে পৌঁছুতেই আঁতকে উঠল রেমি, কাটনারের বীভৎস লাশটা চোখে পড়েছে।

'তাকিয়ো না ওটার দিকে,' বলল রানা। 'কাটনারের ডাফল ব্যাগটা উপরে রয়ে গেছে। ওটা নিয়ে এসো। সঙ্গে ওদের পিস্তলগুলোও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রেমি। রানা বসে পড়ল গ্যারেটের পাশে। আপাতদৃষ্টিতে বিপদ কেটে গেলেও কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়নি মায়া। লোকজন নিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে এসে হাজির হবে এখানে। চলে যাওয়ারও উপায় নেই, পথে দেখা হয়ে যেতে পারে ওর সঙ্গে। যা-ই ঘটুক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার—দর কষাকষির

মত কিচ্ছু নেই ওদের হাতে। রানা আর রেমিকে দেখামাত্র খুন করবে মায়া। মুরল্যাণ্ডও ওর হাতে বন্দি। সবমিলিয়ে রীতিমত নাজুক অবস্থায় রয়েছে ওরা।

মাথা গরম করল না রানা। যখনকারটা তখন দেখা যাবে। আপাতত হাতের কাজে মন দেয়া দরকার। কাটনারের বুট থেকে জুতোর ফিতা খুলে নিল ও, সেগুলো দিয়ে বেঁধে ফেলল গ্যারেটের দুই হাত। এরপর শরীরতল্লাশি করে বের করে নিল নিজের জিনিসপত্র। একটা সেলফোন পাওয়া গেল গ্যারেটের পকেটে, তবে মাটির তলায় সিগনাল পাচ্ছে না ওটা। পেলেও খুব একটা লাভ হতো না। পাসওয়ার্ডের সাহায্যে ফোনটা লক্ করে রেখেছে গ্যারেট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। সুযোগ পেলে ল্যারি কিং-কে দেবে। গ্যারেটের ফোন চেক করলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবে অপহৃত দুই বন্দি এবং চোরাই স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে।

ব্যাগ আর পিস্তল নিয়ে ফিরে এসেছে রেমি, ওগুলো তুলে দিল রানার হাতে। গ্যারেটের বেল্টে ঝোলানো পানির ক্যান্টিন খুলে নিল রানা, নিজে দু'চুমুক খেয়ে বাড়িয়ে ধরল রেমির দিকে। তারপর চেইন খুলে উঁকি দিল ডাফল ব্যাগের ভিতরে।

'আচ্ছা,' পানির ক্যান্টিনটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রেমি, 'তুমি কী করে বুঝলে, গ্যারেট আমার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে?'

'দুটো কারণে খটকা লেগেছিল আমার,' মুখ না তুলেই বলল রানা। 'প্রথমত... পিয়াৎজা দেল প্লেসিবিতোয় আমাদেরকে যেভাবে ফাঁদে ফেলল ও, সেটা স্বাভাবিক ছিল না। স্যান ম্যাগিয়োর গির্জা থেকে সরাসরি ওখানে গিয়েছিলাম আমরা... এবং পুরোটা সময় আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। কাজেই আমার চোখ এড়িয়ে ওকে খবর দেবার সুযোগ ছিল না তোমার।'

'হুম। কিন্তু সঠিক কুয়োটা যে স্যান ম্যাগিয়োরে, সেটা কী করে জানল?'

'সিম্পল। শেষ লোকেশনটাই সঠিক লোকেশন হতে বাধ্য, নইলে আরও কয়েক জায়গায় যেতাম আমরা, তাই না? কিন্তু স্যান ম্যাগিয়োর গির্জার পর আর কোথাও যাইনি আমরা, কাজেই ও বুঝে নিয়েছে কোথায় কুয়োটা হতে পারে।'

'কিন্তু আমাদের লোকেশন ও জানল কী করে? ট্র্যাকারটা তো ববির কাছে ছিল!'

'ওটাই ছিল আমার দ্বিতীয় খটকা। ভেবে দেখলাম, আরেকটা ট্র্যাকার না থাকলে আমাদেরকে ট্র্যাক করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। যেভাবে তোমার-আমার ফোন ভেঙে ফেলল, তাতে আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না... ট্র্যাকারটা তোমার ফোনেই লুকানো ছিল। ও চায়নি ওই ট্র্যাকারের সিগনাল ফলো করে আর কেউ পিছু নিক আমাদের।'

'আমার ফোন? তোমারটা নয় কেন? তোমারটাও তো ভেঙেছে।'

'ওটা ছিল ধোঁকা দেবার একটা কৌশল। শুধু তোমার ফোন ভাঙলে আমি তখুনি সন্দেহ করতাম ওকে। আমাদের ভিতর আর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারত না ও। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার ফোনটা মায়ার এস্টেট থেকে পালাবার সময় পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। শুরু থেকে অক্ষত আছে কেবল তোমারটা। কাজেই ট্র্যাকার লুকানো থাকলে ওটার ভিতরে থাকবে। আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ায় এ-ব্যাপারে পুরোপুরি শিয়োর হয়ে গেলাম। মনে আছে, আজ সন্ধ্যায় একটা ছবি তুলিয়েছে ও আমাকে দিয়ে—জিয়োলেব আর তোমার ফোনটা পাশাপাশি রেখে? আমাদের লোকেশন সম্পর্কে শিয়োর হতে চেয়েছিল ও... চেয়েছিল জিয়োলেবটা আমাদের সঙ্গে আছে কি না

সেটা জানতে। তা হলে ছবি তোলার সময় তোমার ফোনটা পাশে রাখতে বলল কেন? যদি তারিখ আর সময়ের ব্যাপারে শিয়োর হতে চাইত, তা হলে তো আরও অনেক উপায় ছিল! এর পিছনে একটাই যুক্তি দেখলাম—জিয়োলেবের ট্র্যাকার আর তোমার ফোনের ট্র্যাকার... দুটোর রিডিং মিলিয়ে দেখতে চাইছিল ও।'

'কিন্তু আমার ফোনে ট্র্যাকার এল কোত্থেকে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রেমি।

'নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে ওটা বসানো হয়েছে,' অনুমান করল রানা। 'ভেবে দেখো, গত কয়েকদিনে কখনও কি ফোনটা হাতছাড়া হয়েছিল তোমার?'

সচকিত হলো রেমি। 'হ্যাঁ! গত সপ্তাহে... একটা রেস্টুরেন্টে! লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম, খাওয়া শেষে ব্যাগে হাত দিয়ে দেখি ফোনটা নেই। খানিক পরে পাশের টেবিলে বসা এক লোক ওটা ফেরত দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল ফোনটা নাকি ব্যাগ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।'

'পড়েনি, ও-ই সরিয়েছিল। ট্র্যাকার ঢুকিয়ে আবার ফেরত দিয়েছে তোমাকে,' বলল রানা। 'বড়ই ধুরন্ধর লোক এই গ্যারেট। জিয়োলেবের ভিতরে ট্র্যাকার বসিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তোমার ফোনেও একটা বসিয়েছে। সেটার সাহায্যে নজর রেখেছে আমাদের উপর, পরে আবার শত্রুতা বাধাতে চেয়েছে তোমার-আমার মধ্যে। আমি নিজেও শুরুতে ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম। দুর্ব্যবহার করে থাকলে তার জন্য আমি দুঃখিত, রেমি।'

'দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই,' হাসল রেমি। 'তুমি যে অন্ধের মত গ্যারেটের কথা বিশ্বাস করে বসে থাকোনি, তাতেই আমি খুশি।'

ডাফল ব্যাগটা আবার ফাঁক করল রানা। উপরের কয়েকটা

জিনিস সরাতেই ভুরু কুঁচকে গেল ওর। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের তিনটা ক্যানিস্টার দেখতে পাচ্ছে—টাইমিং ডিভাইস-সহ। পুরো গুহা ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই কাজশেষে তা-ই করতে চেয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ খুঁজে না পায় সমাধিটা।

ডাফল ব্যাগে আর কিছু দেখার নেই। এবার গ্যারেটের ব্যাকপ্যাক চেক করল রানা। সোনার হাতটা পাওয়া গেল ওটার ভিতরে, সেইসঙ্গে একটা চামড়ার পাউচ। পাউচের ভিতরে রয়েছে হলদে হয়ে আসা একটা পাণ্ডুলিপি। আর্কিমিডিসের কোডেক্স।

'হাত দিয়ো না ওটায়,' বলে উঠল রেমি। 'জিনিসটা দু'হাজার বছরের পুরনো, খুবই নাজুক। গ্যারেট এরই মধ্যে কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে কে জানে, আর কিছু হতে দেয়া যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাউচটা একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। বের করে আনল ব্যাকপ্যাকের বাকি জিনিসগুলো। দুটো পানির বোতল পেল; লেবেল সাঁটা আছে—একটার গায়ে *সি-ওয়াটার*, অন্যটার গায়ে *অ্যাসিডিক মিকচার।* দু'জোড়া রাবারের হ্যাণ্ডগ্লাভও রয়েছে ওখানে। সেই সঙ্গে আছে প্লাস্টিকের একটা খালি কণ্টেইনার, আর একটা ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার।

'একেবারে অবিবেচক নয় দেখছি,' ক্যামেরাটা নেড়েচেড়ে বলল রানা। 'এখানকার ভিডিও করে রাখতে চেয়েছিল গ্যারেট। বোধহয় নিজের সবচেয়ে বড় সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে।' রেমির হাতে তুলে দিল ওটা। 'ফিল্মিং শুরু করো।'

'কেন?'

'ইটালিয়ান অথোরিটিকে দেখাবার জন্য। আমরা যখন ফিরে গিয়ে সব জানাব ওদেরকে, নিশ্চয়ই প্রমাণ দেখতে চাইবে।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল রেমি। 'তবে আমি ক্যামেরার সামনে থাকতে অভ্যস্ত, পিছনে নই। ভুলভাল হয়ে গেলে দোষ দিয়ো

না।'

চেম্বারের একপাশে চলে গেল ও। ক্যামেরা অন্ করে সমাধির অভ্যন্তরের ছবি তুলতে শুরু করল। রানা এগিয়ে গেল গ্যারেটের দিকে, চাপড় মারল তার দু'গালে। কয়েক চাপড় খাওয়ার পরেই নড়তে শুরু করল গ্যারেট। পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল রানা। একটা পিস্তল কোমরে গুঁজল, অন্যটা তাক করল ধুরন্ধর লোকটার দিকে।

জ্ঞান ফিরল গ্যারেটের। জুতোর ফিতা দিয়ে বাঁধা হাতদুটো সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল মুখের উপরে—বাম চোখ এবং তার আশপাশের মাংস ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। কাতরে উঠে বলল, 'আমার চোখ! ওহ্ গড! কী করেছ তোমরা?'

'নিজের দোষে কানা হয়েছ তুমি,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ো।'

'আ... আমি আহত!'

'ওটুকু জখমে কিচ্ছু হয় না মানুষের। ওঠো বলছি! নইলে বাকি চোখটাও গেলে দেব।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল গ্যারেট। আহত চোখটা চেপে ধরে থাকল দু'হাতে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?'

'আমার ধারণা সেটা তুমি খুব ভাল করেই জানো। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি কোথায়?'

'বলে দিলেই তুমি আমাকে খুন করবে!'

'না বললে আরও খারাপ দশা করব।'

ঠোঁট কামড়াল গ্যারেট। কী করবে বুঝতে পারছে না। তাকে রেহাই দেবার জন্যই বুঝি দূর থেকে কথা বলে উঠল রেমি। ক্যামেরায় স্বর্ণমূর্তির ভিডিও করছিল ও।

'মাই গড!' নিখাদ বিস্ময় বেরুল ওর মুখ দিয়ে।

গ্যারেটের উপর থেকে চোখ ফেরাল না রানা, পিস্তলও সরাল

না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'প্যাডেস্টালের লেখাগুলো পড়তে পারছি আমি, রানা,' বলল রেমি। 'এখানে রাজা মাইডাসের পুরো কাহিনি লিখে রাখা হয়েছে! জীবনবৃত্তান্ত, সোনালি স্পর্শ... স-অ-ব! ইটস্ আনবিলিভেবল, রানা। মূর্তিটা সত্যিই তাঁর মেয়ে!'

'মেয়ের আদলে মূর্তি বানিয়েছে বলছ?'

'মেয়ের আদলে মূর্তি নয়, রানা। মূর্তিটাই তাঁর মেয়ে! এখানে লিখেছে, রোগে ভুগে অকালে মারা গিয়েছিল রাজকন্যা; রাজা মাইডাস তখন লাশটাকে নিজের স্পর্শ দিয়ে সোনায় পরিণত করেন—অনন্তকাল সংরক্ষণের জন্য!'

কৌতূহল আর দমাতে পারল না রানা। পিস্তলটা গ্যারেটের দিকে তাক করে রেখেই একটু পিছিয়ে এল, যাতে ভালমত দেখতে পায় মূর্তিটা। মায়া কিংবা গ্যারেট বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই ওটা আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। অল্পবয়েসী এক কিশোরীর মূর্তি—নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় ফুটে আছে বেদনার ছাপ। পরনে একটা আলখাল্লা, সেটাও সম্পূর্ণ সোনায় গড়া। ডান হাতটা কবজি থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।

'সবকিছু ডকুমেন্ট করো,' রেমিকে বলল ও। 'চেম্বার, মূর্তি, কফিন... সব।'

'এদিককার ভিডিও করে ফেলেছি,' জানাল রেমি। 'এখন কি তা হলে কফিনের ছবি তুলতে যাব?'

'একা যেয়ো না, জায়গাটা রিস্কি। আমিও যাব।' গ্যারেটকে পিস্তলের ইশারা করল রানা। 'তুমিও চলো। এক নজর দেখে নাও তোমার স্বপ্নের রাজাকে। তারপর একসঙ্গে বসে খোশগল্প করব আমরা।' বন্দিকে চোখের সামনে রাখাই ওর আসল উদ্দেশ্য।

দু'হাত বাঁধা থাকায় উঠে দাঁড়াতে বেশ কষ্টই হলো

গ্যারেটের, কিন্তু কোনও সাহায্য পেল না রানা বা রেমির কাছ থেকে। তাকে সামনে রেখে কফিনের টেরাসের দিকে এগোল ওরা। উপরে ওঠার সিঁড়িটার কাছে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল, গায়ের পোশাক পচে-গলে ফালি ফালি হয়ে গেছে। খুলির একটা অংশ ফাটা।

মায়ার মুখে শোনা গল্পটা মনে পড়ে গেল রানার। দু'জন ড্রাগ ডিলার ধাওয়া করেছিল ওকে আর গ্যারেটকে। পার্টনারের হাতে খুন হয়েছিল প্রথমজন—মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল তার। এ নিশ্চয়ই সেই লোকটার কঙ্কাল। নিশ্চিত হবার জন্য গ্যারেটকে জিজ্ঞেস করতেই সায় পাওয়া গেল।

'দ্বিতীয়জন কোথায়?' প্রশ্ন করল রানা।

হাত তুলে হট পুলটা দেখাল গ্যারেট। কিনারে গিয়ে উঁকি দিল রানা আর রেমি। টগবগ করতে থাকা পানির মাঝ দিয়ে দেখতে পেল দেহটা—মাইডাসের মেয়ের মত নিখুঁত আরেকটা স্বর্ণমূর্তি... পড়ে আছে পুলের তলায়।

'উপরের লোকটাও সোনা হলো না কেন?' একটু বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল রেমি।

'কারণ মাইডাসের স্পর্শ পায়নি ও, পুলের পানিতেও ভেজেনি ওর শরীর,' বলল রানা। 'বরং এখানকার টেম্পারেচারের কারণে লাশটা পচে গেছে খুব দ্রুত।'

'তা হলে দেয়ালগুলো কীভাবে সোনায় পরিণত হলো?'

'খুব সহজ,' বলে উঠল গ্যারেট। 'মরার আগে সবখানে হাতের স্পর্শ লাগিয়েছিল রাজা মাইডাস, তারপর পুলের পানি স্প্রে করেছিল।'

ব্যাখ্যাটা একেবারে অপছন্দ হলো না রানার। বলল, 'বোধহয় ঠিকই আন্দাজ করেছ। খুব শীঘ্রি এর প্রমাণ পাব আমরা। চলো।'

সিঁড়ি ধরে টেরাসে উঠে এল তিনজনে। গ্যারেটকে দেয়ালের

কাছাকাছি পাঠিয়ে দিল রানা, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল।

'হাতদুটো উপরে তুলে রেখো,' যোগ করল ও। 'সাবধান করে দিচ্ছি, উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখলেই আমি গুলি চালাব।'

বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশটা মেনে নিল গ্যারেট। বসে পড়ল নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। বাম চোখটা পুরোপুরি বুজে গেছে তার, রেমির খামচিতে রক্তাক্ত চেহারাটা বীভৎস দেখাচ্ছে। হাবভাবে মনে হলো পরাজয় মেনে নিয়েছে।

কফিনের দিকে এবার মনোযোগ দিল রানা। টেরাসের কিনারে, তিনফুট উঁচু একটা সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মের উপর রাখা হয়েছে ওটা। তলায় টগবগ করছে হট পুলের গরম পানি। ডালায় হাত বোলাল ও, স্পর্শটা কেমন যেন অন্যরকম লাগল। একটু চাপ দিল রানা—অবাক ব্যাপার, নিরেট সোনা যতটা শক্ত হওয়া উচিত, তা নয়! বরং চাপ খাওয়া অংশটা যেন একটু দেবে গেল! পকেট নাইফ বের করে খুঁচিয়ে দেখল জায়গাটা। সোনা সরে গিয়ে বেরিয়ে এল বিবর্ণ কাঠ! কফিনটা আসলে নিরেট সোনায় গড়া নয়, স্রেফ সোনার প্রলেপ মাখা!

'কী হয়েছে?' কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল রেমি।

জবাব না দিয়ে সোনার খানিকটা পরত চেঁছে নিল রানা। পরীক্ষা করল ওটা। গলানো সোনার প্রলেপ নয় ওটা, এক ধরনের শ্যাওলা... সোনায় রূপান্তরিত শ্যাওলা। প্রবেশপথের দেয়ালে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে সোনার বিস্তার, সেখানেও একই রকম শ্যাওলা দেখেছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে এবার রেমির দিকে তাকাল ও। বলল, 'মাইডাস টাচের একটা বড় খুঁত আবিষ্কার করেছি। জড় পদার্থকে সোনা বানাতে পারে না ওটা। পারে শুধু জৈব কোষকে। এই দেখো, কফিনের উপরে শ্যাওলার প্রলেপ দিয়ে তারপর সোনা বানানো হয়েছে।'

'তারমানে গুহার দেয়াল, মেঝে বা ওই প্যাডেস্টাল... কোনোটাই সোনার তৈরি নয়?' বিভ্রান্ত দেখাল রেমিকে।

'উঁহুঁ। সবখানে একই কাজ করা হয়েছে,' বলল রানা। 'মায়া আর গ্যারেট খামোকাই এত কষ্ট করেছে চেম্বারটা আবিষ্কারের জন্য। এখানে সত্যিকার সোনার স্টক বলতে আছে শুধু ওই রাজকন্যা আর ড্রাগ ডিলারের লাশ।' গ্যারেটের দিকে তাকাল ও। 'হিসেবে মস্ত ভুল করেছ তোমরা।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল গ্যারেট। 'এখানে মাইডাস টাচ আছে। ওটাই আসল। ওটা হাতে পেলে সোনা বানাবার মত জীব-জন্তু বা উদ্ভিদের অভাব হবে না।'

'ব্যাপারটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখা দরকার,' বলল রেমি।

'অবশ্যই!' গ্যারেটের ব্যাকপ্যাক থেকে রাবারের গ্লাভগুলো বের করে নিল রানা। একজোড়া বাড়িয়ে ধরল রেমির দিকে। 'সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদের, যাতে পুলের তলার লোকটার মত পরিণতি না হয়।'

গ্লাভ পরে ফেলল ওরা। এরপর কফিনের ডালাটা তুলে ফেলল রানা। উঁকি দিল ভিতরে।

শুকিয়ে মমি হয়ে যাওয়া একটা লাশ শুয়ে আছে কফিনে। হাড়ের উপর লেপ্টে গেছে চামড়া, বেরিয়ে আছে দাঁতের সারি। ভয় জাগানো চেহারা। পরনে পুরনো আমলের রেশমি রাজপোশাক, কালের প্রবাহে রঙ হারিয়েছে। মাথায় রয়েছে দামি পাথর বসানো একটা স্বর্ণের রাজমুকুট। বাম হাতটা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বুকের উপর, কিন্তু ডান হাতটা অবহেলায় পড়ে আছে একপাশে। কেন, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। লাশের দু'হাতের আঙুলেই রয়েছে বহুমূল্য অনেকগুলো আংটি। পুলের তলার লোকটা নিশ্চয়ই আংটিগুলো খুলে নেবার চেষ্টা করছিল,

কিন্তু তার আগেই রাজার হাতের সঙ্গে নিজের হাতের ছোঁয়া লেগে যায় তার। আক্রান্ত হয় আর্কেয়া মাইক্রোবে।

'আছে? রাজা মাইডাস কি আছে কফিনে?' সাগ্রহে জানতে চাইল গ্যারেট।

মুখ ঘোরাল রানা। 'হ্যাঁ। সশরীরে এবং বহাল তবিয়তে।'

'লোকটার অধ্যাবসায় এবং একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারছি না,' বলল রেমি। 'পুরো গুহার সারফেসে শ্যাওলা গজানো, তারপর আবার সেগুলোকে সোনায় পরিণত করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক সময় লেগেছে। লোক লাগিয়ে এসব করাতে পারেনি, নিজেকেই করতে হয়েছে সব। ডিটারমিনেশন বোধহয় একেই বলে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রানা। 'মৃত্যুর কথাই ভাবতে চায় না লোকে, অথচ রাজা মাইডাস নিজের শেষ নিদ্রার জায়গা নিজ হাতে তৈরি করেছেন! মারা যাওয়ার পর কীভাবে তাঁকে এখানে রাখতে হবে, সেটাও নিশ্চয়ই বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি, কোনও সন্দেহ নেই।'

কিছুটা সময়ের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই।

একটু পর গলা খাঁকারি দিল রানা। 'পরীক্ষাটা করে ফেলা যাক, কী বলো?'

ব্যাগ থেকে পানির বোতলদুটো বের করল ও। স্যাম্পল হিসেবে জৈব কোষ প্রয়োজন, গুহার ভিতরে চোখ বোলাতেই পেয়ে গেল তা। টেরাস থেকে নেমে কঙ্কালের গায়ে লেগে থাকা কাপড়ের দুটো টুকরো ছিঁড়ে নিল ও। ব্যাকটেরিয়া-সহ লাশের উচ্ছিষ্ট রয়েছে ওতে।

উপরে ফিরে এসে কফিনের ভিতরে ঝুঁকল রানা। মাইডাসের হাতে ভাল করে ঘষল কাপড়দুটো। রেমি ইতিমধ্যে পানির বোতলদুটো খুলে ফেলেছে, একটা বোতল হাতে নিল ও।

'ক্যামেরা অন্ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। রানার দিকে ক্যামেরা তাক করে রেখেছে ও।

'তা হলে শুরু করা যাক।'

একে একে বোতলদুটোর পানিতে কাপড় ভেজাল ও। প্রথম কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না, তারপরেই ধীরে ধীরে রঙ বদলাতে শুরু করল ওগুলো। সারফেসে গুটি গুটি হয়ে পড়তে শুরু করল সোনালি পরত। সি-ওয়াটারের চেয়ে অ্যাসিডিক মিকচারের কাপড়টা বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—কারণ ওটায় দ্রবীভূত সোনার পরিমাণ বেশি। খানিক পরেই দুটো টুকরোই পুরোপুরি সোনালি হয়ে গেল।

'মাই গড!' ফিসফিসিয়ে বলল রেমি। 'ইটস্ ওয়ার্কিং, রানা!'

'অবিশ্বাস্য!' বলল রানা। আর কোনও শব্দ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

টুকরোদুটো বোতল থেকে বের করে নিল ও। প্লাস্টিকের কন্টেইনারে ঢোকাল। ফিরে গিয়ে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষকে দেখাবে।

রেমি বলল, 'মাইডাসের শরীর থেকেও একটা স্যাম্পল নিয়ে যাওয়া দরকার। বলা তো যায় না... এখানে যদি আর ফিরতে না পারি?'

'কী স্যাম্পল নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা হাত নিলে কেমন হয়?'

'লাশটা বিকৃত করবে?'

'বিকৃত হবার কিছু নেই। শুকনো লাশ, কবজির জয়েন্ট থেকে একটা হাত খুলে নিতে অসুবিধে হবে না। পরে যখন পুরো লাশটা উদ্ধার করা হবে, তখন আবার জোড়া দেয়া যাবে হাতটা।'

আপত্তির কিছু দেখল না রানা। শুধু কাপড়ের টুকরো দেখলে

মাইডাস টাচের কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। একটা হাত থাকলে সুবিধে হয়। মাথা ঝাঁকিয়ে কফিনের দিকে আবার এগিয়ে গেল ও। সাবধানে জয়েন্ট থেকে ছাড়িয়ে নিল রাজা মাইডাসের ডান হাত। কাপড়ের টুকরোদুটোর সঙ্গে ওটাও ঢুকিয়ে ফেলল কন্টেইনারে। এরপর হাতের গ্লাভ খুলে ফেলল, তারপর আটকাল কন্টেইনারের ঢাকনা।

পুরো জিনিসটা হাতে নিয়ে গ্যারেটকে দেখাল ও। বলল, 'এর জন্যেই এসেছিলে তুমি, তাই না? এত কাছে পৌঁছেও ব্যর্থ হয়েছ... ভাবতে কেমন লাগছে?'

'এখনও ব্যর্থ হইনি আমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল গ্যারেট। 'তুরুপের তাস এখনও আমার হাতে—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি। ওদের খোঁজ দেবার বিনিময়ে কন্টেইনারটা আদায় করে নেব আমি।'

'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ তুমি, গ্যারেট। ওদের খোঁজ তুমি এমনিতেই দেবে—কোনও কিছু ছাড়াই। নইলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না এখান থেকে।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল গ্যারেট। 'বড্ড ভুল করলে আমার প্রস্তাব মেনে না নিয়ে। এখন আর রাজি হবারও উপায় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তা-ই? কেন?'

মুচকি হেসে পিছনদিকে ইশারা করল গ্যারেট। ওদিকে তাকাতেই চমকে উঠল রানা। এন্ট্রান্সের ব্যালকনিতে অস্ত্রহাতে উদয় হয়েছে মায়া লরেঞ্জো।

গর্জে উঠল তার হাতের সাবমেশিনগান!

পঁচিশ

রেমিকে জাপটে ধরে ডাইভ দিল রানা, সরে গেল মেশিনগানের অঝোর বর্ষণের সামনে থেকে। আশ্রয় নিল মাইডাসের কফিনের পিছনে। লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে টেরাসের মেঝে আর পিছনের দেয়ালে মাথা কুটল বুলেটের ধারা। গ্যারেটও সটান শুয়ে পড়েছে, তবে তার দিকে গুলি করা হয়নি। ধুরন্ধর ভাইটিকে জ্যান্ত কবজা করতে চায় মায়া, দিতে চায় ভয়ঙ্কর শাস্তি। গুলি খেয়ে মরলে মৃত্যুটা বড্ড আরামের হয়ে যায় তার জন্য।

রানার হাতে চলে এসেছে গ্যারেটের পিস্তল। কিন্তু পাল্টা গুলি ছুঁড়তে গিয়ে নিরস্ত করল নিজেকে। কফিনের পিছন থেকে মাথা বের করতেই দেখতে পেয়েছে মুরল্যাণ্ডকে। তাকে মানব-ঢাল বানিয়ে মায়ার পিছু পিছু ব্যালকনিতে উদয় হয়েছে টমি। গুলি করলে মুরল্যাণ্ডের গায়ে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়বার পর ক্ষান্ত দিল মায়া। চোখ বোলাল গুহার অভ্যন্তরে। বহু বছর আগে যেমন দেখেছিল, ঠিক তেমনই আছে সমাধিটা—কিশোরী মূর্তির গোড়ায় পড়ে থাকা মুণ্ডুহীন লাশটা বাদ দিলে আর কী।

গ্যারেট বুঝতে পেরেছে, এখুনি তাকে খুন করা হবে না। তাই সাহস করে আবার উঠে বসেছে সে, হাত নাড়ল মায়ার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তার ক্ষত-বিক্ষত মুখ, আর হাতদুটো বাঁধা

দেখে হাসি ফুটল মাফিয়া নেত্রীর ঠোঁটে।

'ব্রাভো, রানা!' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'চেম্বারটা তো খুঁজে বের করেছই, গ্যারেটকেও দেখছি আটকে ফেলেছ। আমার কাজটা সহজ করে দেয়ায় ধন্যবাদ।'

'সেজন্যেই বুঝি বুলেট উপহার দিচ্ছ?' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল রানা।

'অবাক হচ্ছ? গত কয়েকদিনে আমাকে যে-পরিমাণ ভুগিয়েছ, তাতে আর কিছু আশা করেছিলে?'

'যদি বলি, ওসবের কোনও কিছুই আমরা স্বেচ্ছায় করিনি? গ্যারেট আমাদেরকে বাধ্য করেছিল?'

'জানি। ববি আমাকে বলেছে। কিন্তু দুঃখিত, এখানকার গুপ্তধন কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি নই আমি। তা ছাড়া তোমরা বড্ড নীতিপরায়ণ। এখান থেকে বেরুতে দিলেই সোজা চলে যাবে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে। ওদেরকে জানিয়ে দেবে গোল্ডেন চেম্বারের খবর। আমি তা হতে দিতে পারি না।'

'ধরে নিচ্ছি মত পাল্টানোর কোনও সম্ভাবনা নেই তোমার?'

'কারেক্ট, রানা। মরতে হবে তোমাদের সবাইকে।'

'অযথা খুনোখুনি করে কোনও লাভ নেই, মায়া,' বলে উঠল গ্যারেট। 'এখান থেকে যা পাবে বলে আশা করছ, তার কিছুই আসলে নেই।'

মুখ বাঁকাল মায়া। 'আমার চাহিদা অল্প,' বাঁকা সুরে বলল সে। 'দু'চার বিলিয়ন ডলারের সোনা পেলেই আমি খুশি।'

'বিলিয়ন নয়, মিলিয়নে হিসাব করতে হবে তোমাকে।'

'ফাজলামি করছ? এত সোনা... তার দাম এত কম?'

'আমি সিরিয়াস। বিশ্বাস না হলে আশপাশের কোনও একটা দেয়াল খুঁচিয়ে দেখো। সোনা দিয়ে গড়া হয়নি এই সমাধি, সোনার প্রলেপ মাখানো হয়েছে। তার পরিমাণ খুব বেশি নয়।'

ভুরু কুঁচকে গেল মায়ার। ঘাড় ফেরাল টমির দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল ইটালিয়ান গুণ্ডা, কী বলবে ভেবে পেল না। অগত্যা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল মায়া। মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে খোঁচা লাগাল দেয়ালের গায়ে।

'ববি,' সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার ওয়ার্নিংটা বুঝতে পেরেছিলাম। তবে মায়ার তিন সাগরেদ তার আগেই পটল তুলেছে গ্যারেটের বোমায়। এখন এই অকাল কুষ্মাণ্ড টমি ছাড়া আর কেউ নেই ওর সঙ্গে।'

'চোপ!' গর্জে উঠল টমি।

তবে ততক্ষণে কাজ হয়ে গেছে মুরল্যাণ্ডের। রানাকে জানিয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষের সংখ্যা। আশার আলো দেখতে পেল রানা। মাত্র দু'জন শত্রু... একটু কৌশল খাটাতে পারলে ওদেরকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু কী সেই কৌশল?

দেয়াল দেখা হয়ে গেছে মায়ার। থমথমে চেহারা নিয়ে ফিরে এল ব্যালকনির কিনারায়। গ্যারেট বলল, 'প্রমাণ পেলে আমার কথার?'

'তাতে কোনও সমস্যা নেই,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল মায়া। 'মূর্তিটা তো নিরেট সোনার তৈরি।'

'কতই বা ওজন হবে ওটার? দুইশ' পাউণ্ড? তিনশো পাউণ্ড?' হাসল গ্যারেট। 'ওটা বেচে বড়জোর বিশ মিলিয়ন ইউরো পাবে তুমি। তাতে এই অপারেশনের খরচও উঠবে না।

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল মায়া। গ্যারেট ভুল বলেনি। লণ্ডনের অকশন থেকে মোমফলক, সেই সঙ্গে নেপলসে হেলথ মিনিস্ট্রির বিল্ডিং কেনা বাবদ প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে ওর। এ ছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাপাতি তো আছেই। লাগামছাড়া ব্যয় করেছে ও, ভেবেছিল গোল্ডেন চেম্বার খুঁজে পেলে সব

সুদে-আসলে পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। কিছু তো পাচ্ছেই না, বরং খরচগুলো গলার ফাঁস হতে চলেছে। এমনিতেই যথেষ্ট টানাটানির মধ্যে ছিল ও, এবার পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে মোড় নেবে।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, মায়া,' বলল গ্যারেট। 'আফটার অল, তুমি আমার আত্মীয়... ছোটবেলার বন্ধু! যদি শত্রুতা ভুলে গিয়ে হাত মেলাও, তা হলে তোমার যত টাকা দরকার সব আমি দেব।'

'কোত্থেকে দেবে? এখানে তো সোনা নেই।'

'সোনা নেই, কিন্তু মাইডাস টাচ আছে। ওটা দিয়ে যত খুশি সোনা বানানো সম্ভব।'

'তা হলে আর হাত মেলাব কেন? তোমাদেরকে খুন করে আমিই ওটা নিয়ে নিতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে মস্ত ভুল করবে। সোনা শুধু তৈরি করলেই চলবে না, বিক্রিও করতে হবে। আর হঠাৎ করে যদি বিপুল পরিমাণ সোনা বাজারে ছাড়ো, সোনার দাম পড়ে যাবে।'

'সেটা কি তোমার বেলায় ঘটবে না?'

'না। কারণ একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছি আমি। সোনার দাম তো কমবেই না, বরং চাহিদা আরও বাড়বে। দামও হাঁকতে পারব আমি যত খুশি। কিন্তু আমাকে যদি খুন করো, প্ল্যানটা জানতে পারবে না তুমি। তারচেয়ে হাত মেলাও... যোগ দাও আমার সঙ্গে।'

পরামর্শের আশায় টমির দিকে তাকাল মায়া। সে বলল, 'ওর কথায় যুক্তি আছে, বস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সোজা হলো মায়া। 'ঠিক আছে, গ্যারেট। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

গ্যারেট তার জবাব দেবার আগেই রানা চড়া গলায় বলল,

'একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, মায়া। মাইডাস টাচ এ-মুহূর্তে গ্যারেটের কবজায় নেই, রয়েছে আমার হাতে। তোমাদের এই চুক্তির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি আমি। কফিনটা কোথায়, তা দেখেছ? আমি ধাক্কা দিলেই ওটা পড়ে যাবে হট পুলে। ফুটন্ত পানিতে নষ্ট হয়ে যাবে রাজা মাইডাসের লাশ। সোনা তো দূরের কথা, এক আউন্স ধুলোও তখন বানাতে পারবে না তোমরা।'

'ওই কাজ করে দেখো,' গর্জে উঠল মায়া, 'তোমার বন্ধু ববি সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে। তোমরাও বাঁচবে না।'

'এমনিতেও আমাদের খুনই করতে চাইছ তুমি। কাজেই ওসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই।'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'চুক্তিতে আমাদেরকেও শামিল করে নাও। বড়লোক হতে আপত্তি নেই আমাদের।'

'তুমি? মাসুদ রানা? আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছ? বিশ্বাস করি না!'

'বিশ্বাস না করলে সব হারাবে। হয় রাজি হও, নয় দিলাম আমি ধাক্কা!' হুমকিটা বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য কফিনের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল রানা। নড়ে উঠল ওটা।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল মায়া। 'ঠিক আছে, রানা। তোমাদেরকেও সঙ্গে নেব আমরা। কিন্তু মাইডাস টাচ যে সত্যিই কাজ করে, তার প্রমাণ দেখতে চাই।'

'বেশ। নীচে নেমে এসো... নিরস্ত্র অবস্থায়। রেমি তোমার কাছে স্যাম্পলটা নিয়ে যাবে। খবরদার, কোনও চালাকি করতে যেয়ো না। তা হলে গ্যারেটকে খুন করব আমি, কফিনটা ঠেলে ফেলে দেব পানিতে। তখন কেউ কিছুই পাবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি। ঠিক আছে, আসছি আমি। কিন্তু তোমাদেরকেও সতর্ক করে দিচ্ছি—মনের ভিতরে কোনও কুমতলব থাকলে সেটা ঝেড়ে ফেলো। নইলে একে একে তোমাদের সবাইকে খুন করব আমি।'

'গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মত একই হুমকি বার বার দেবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্তে চলে এসো।'

সাবমেশিনগান নামিয়ে ফেলল মায়া, ঠেস দিয়ে রাখল দেয়ালের সঙ্গে। নীচে রওনা হবার আগে টমির সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো তার। বুঝিয়ে দিল, রানার কথামত কাজ করবার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রথম সুযোগেই যেন খুন করে বেয়াদব বাঙালি ও তার সঙ্গীদের। ইশারা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল টমি।

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল মায়া। রেমিও প্লাস্টিকের কণ্টেইনার হাতে বেরিয়ে এল কফিনের পিছন থেকে। অস্ত্র তাক করে ওদেরকে কাভার দিচ্ছে টমি আর রানা। হট পুলের পাশে মিলিত হলো দু'জনে।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল মায়া।

'মাইডাসের হাত,' বলল রেমি। 'যে-জিনিস সোনায় পরিণত করতে চাও, তা ওটার সঙ্গে ঘষে হট পুলের পানিতে ভেজাতে হবে। আর হ্যাঁ, স্যাম্পলটা জড় পদার্থ হলে চলবে না। জৈব কোষ থাকতে হবে ওতে।'

'অমন স্যাম্পল কোথায় পাব?'

কঙ্কালের দিকে ইঙ্গিত করল রেমি। 'আমরা ওখান থেকে দু'টুকরো কাপড় নিয়ে পরীক্ষা করেছি।'

'হুম। কণ্টেইনার নামিয়ে রাখো,' বলল মায়া। 'তারপর পিছিয়ে যাও।'

নির্দেশ পালন করল রেমি। মেঝেতে কণ্টেইনার রেখে

পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'গ্লাভদুটোও দাও ওকে,' টেরাসের উপর থেকে বলল রানা। 'খালি হাতে টেস্ট করতে গেলে নিজেই সোনা হয়ে যাবে।'

নিজের গ্লাভদুটো কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছিল রেমি, সাবধানে সেখান থেকে খুলে কন্টেইনারের উপরে নামিয়ে রাখল। তারপর পিছিয়ে গেল আবার। অস্থির হয়ে উঠেছে মায়া, সতর্কতার ধার ধারল না। রেমি পিছিয়ে যেতেই ছোঁ মেরে তুলে নিল গ্লাভজোড়া, পরে ফেলল হাতে। কন্টেইনারটা তুলবার জন্য ঝুঁকতে গিয়েই থমকে গেল সে, দু'হাতের আঙুলে জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে। ঝট্ করে রেমির দিকে তাকাল, মেয়েটার চেহারা দেখে বুঝে ফেলল, ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাকে!

মায়ার অস্থিরতাকেই কাজে লাগিয়েছে রানা। নীচে আসার আগে রেমির গ্লাভজোড়ার ডগা ঘষে দিয়েছে মাইডাসের বিচ্ছিন্ন হাতে। কন্টেইনারের উপরে গ্লাভজোড়া নামিয়ে রাখার সময় ওই জায়গাটা স্পর্শ করেনি রেমি, কিন্তু সেগুলো পরবার সময় তাড়াহুড়োয় গ্লাভের সবখানেই হাত লাগিয়ে ফেলেছে মায়া। আক্রান্ত হয়েছে মাইক্রোবের ইনফেকশনে।

ত্রস্ত ভঙ্গিতে গ্লাভজোড়া খুলে ফেলল ও, ভয়ার্ত চোখে তাকাল নিজের হাতের দিকে। হাতের তালু আর উল্টোপিঠের চামড়া লাল হতে শুরু করেছে, অসহ্য জ্বলুনি সেখানে। দাঁতে দাঁত পিষে রেমির দিকে তাকাল মায়া। গাল দিয়ে উঠল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

'কী হয়েছে, বস?' ব্যালকনি থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল টমি।

'খুন করো!' চিৎকার করল মায়া। 'খুন করো সবাইকে!'

রেমির দিকে ঘুরে গেল টমির সাবমেশিনগানের ব্যারেল। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। ট্রিগার চাপল টমি, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটগুলো চলে গেল ছাতের দিকে। শুরু হলো

হাতাহাতি লড়াই।

মুরল্যাণ্ডের ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা বসাল টমি, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ওকে। কিন্তু দু'পা পিছিয়েই নিজেকে সামলে নিল মুরল্যাণ্ড। টমি তার সাবমেশিনগান সিধে করবার আগেই ডাইভ দিল ও। ওর চওড়া কাঁধের ডানদিক দড়াম করে আঘাত হানল ইটালিয়ান গুণ্ডার পেটে। ভুশ্ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল টমির হাঁ করা মুখ থেকে। কুঁজো হয়ে গেল সে। সোজা হয়ে তার চোয়ালে হাঁটু চালাল মুরল্যাণ্ড, পরক্ষণে একটা কারাতে চপ বসাল হাতের কবজিতে। টমির হাত থেকে খসে পড়ল সাবমেশিনগান। লাথি মেরে অস্ত্রটা সিঁড়ির দিকে পাঠিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড। সিঁড়ির ধাপের সঙ্গে খটমট শব্দ তুলে নীচে রওনা হয়ে গেল ওটা।

অস্ত্র হারিয়ে মনে হলো খেপে গেছে টমি। ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ডের উপর, ঘুসি মারল ওর তলপেটে। সর্বশক্তিতে মেরেছে, দম আটকে এল মুরল্যাণ্ডের। আঘাত সামলে নেবার আগেই দ্বিতীয় ঘুসিটা খেলো পাঁজরের ডানপাশে। ছিটকে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে বাড়ি খেলো ও। পড়েই যাচ্ছিল, রেলিং খামচে ধরে ঠেকাল নিজেকে। আর তখুনি তৃতীয় ঘুসিটা ছুটে আসতে দেখল মুখ লক্ষ্য করে। মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল ও, পুরোপুরি সফল হলো না। কপালের একপাশে লাগল ঘুসি, বোঁ করে উঠল মাথা। তাই বলে পরাস্ত হলো না মুরল্যাণ্ড, ঘুসি খেয়েই ঘুরতে শুরু করল, ওই অবস্থায় ধরে ফেলল টমির হাত। পুরোপুরি যখন ঘুরে গেল তখন হাতটা চলে এসেছে ওর কাঁধের উপরে, টমিও চলে এসেছে ওর পিঠে। শরীরটা সামনে বাঁকিয়ে হালকা একটা টান দিতেই পুরোপুরি শূন্যে উঠে গেল ইটালিয়ান গুণ্ডা। রেলিঙের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলল মুরল্যাণ্ড।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল টমি, কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল

সেই আর্তনাদ। রেলিঙের উপর ঘাড় দিয়ে পড়েছে সে। মড়াৎ করে একটা শব্দ হলো, বেমক্কাভাবে হেলে গেল মাথাটা। ঘাড় ভেঙে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ধপাস করে রেলিঙের গোড়ায় আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা হলো মুরল্যাণ্ড। নীচে মায়ার সঙ্গে গোলাগুলি চলছে রানার। ওর সাহায্য প্রয়োজন। মায়া তার সাবমেশিনগানটা প্রবেশপথের পাশে ঠেস দিয়ে রেখে গেছে, ওটা কুড়িয়ে নিল ও, সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে গেল নীচে।

রেমি ইতিমধ্যে টেরাসের সিঁড়ি ধরে রানার দিকে ছুট লাগিয়েছে। জ্যাকেটের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করল মায়া, গুলি করবার চেষ্টা করল ওকে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল রানার পিস্তল। মাটিতে ঝাঁপ দিল মায়া, ক্রল করে চলে গেল রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তির পিছনে। ওখান থেকে গুলি করল রানার উদ্দেশে।

টেরাসের উপরে পৌঁছে গেছে রেমি, এক টানে ওকে কফিনের পিছনে নিয়ে এল রানা। 'মাথা নামিয়ে রাখো!' বলল ও।

বাধ্য মেয়ের মত মেঝেতে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল রেমি। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, কোনোকিছু দেখতে চাইছে না আর। কানের উপর চলছে রানা আর মায়ার গুলি বিনিময়ের অত্যাচার। হঠাৎ সচকিত হলো ও। পায়ের কাছে নড়ে উঠেছে কী যেন। চোখ খুলে ঘাড় ফেরাল, চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গোলমালের সুযোগ নিয়েছে গ্যারেট, রুক্ষ দেয়ালের গায়ে ঘষাঘষি করে ছিঁড়ে ফেলেছে হাতের বাঁধন, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে ওদের পিছনে। রেমি চোখ খুলতেই ঝাঁপ দিল।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি, তবে দেরি করে ফেলেছে ও।

প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই রানার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল গ্যারেট। সামনের দিকে হুমড়ি খেলো রানা। প্রতিরোধ গড়বার আগেই ওর চুল মুঠো করে ধরল গ্যারেট, কপালটা সজোরে ঠুকে দিল কফিনের সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মের গায়ে। চোখের সামনে লাল-নীল তারা দেখল রানা, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য চলৎশক্তি হারাল। সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে ওর কোমর থেকে দ্বিতীয় পিস্তলটা তুলে নিল গ্যারেট। তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড এক থাবড়া খেলো রেমি, ছিটকে পড়ল একপাশে।

পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। পিস্তল খাড়া করে এক রাউণ্ড ফাঁকা গুলি করল, তারপর অস্ত্রটা তাক করল রানার দিকে। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা আর অস্ত্রহাতে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। থমথমে গলায় নির্দেশ দিল, 'আর্মস্ ফেলে দাও, রানা।'

কপালের উপরে একটা আলু গজাতে শুরু করেছে রানার। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল ও। পিস্তল ছুঁড়ে দিল গ্যারেটের পায়ের কাছে। ওটা কুড়িয়ে নিল গ্যারেট। গলা চড়িয়ে বলল, 'গোলাগুলি বন্ধ করো, মায়া। রানা এখন আমার কবজায়।'

কয়েক মুহূর্ত কোনও জবাব পাওয়া গেল না। অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণায় কথা বলার শক্তি হারিয়েছে মায়া, মনে হচ্ছে যেন শরীরের শিরা-উপশিরায় উত্তপ্ত, তরল লাভা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ডান হাতটা ইতিমধ্যে পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে। বাম হাতে কোনোমতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে স্রেফ আক্রোশের বশে। রানাকে খুন করতে চায় ও!

'মায়া!' একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকল গ্যারেট। 'শুনতে পাচ্ছ? রানাকে আটক করেছি আমি।'

'খুব ভাল,' এবার কথা বলল মায়া। 'ওর খুলিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দাও আমার পক্ষ থেকে।'

'খবরদার, গ্যারেট!' সিঁড়ির গোড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'রানার কিছু হলে তুমি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে

পারবে না।' হাতের সাবমেশিনগান থেকে ফাঁকা একটা গুলি ছুঁড়ল ও।

উঁকি দিয়ে মুরল্যাণ্ডকে দেখল গ্যারেট। তারপর বলল, 'হুম! দেখা যাচ্ছে সুবিধা-অসুবিধার পাল্লা সবারই সমান।' গলা চড়াল, 'মায়া! মি. মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে কিছু করতে পারবে? তা হলে নিশ্চিন্তে রানাকে পরপারে পাঠাতে পারি।'

'দুঃখিত, গ্যারেট,' বলল মায়া। 'আমি মরতে বসেছি। কিচ্ছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গ্যারেট। মুরল্যাণ্ডের উদ্দেশে বলল, 'মি. মুরল্যাণ্ড, খামোকা খুনোখুনি করে কারও কোনও লাভ হবে না। তারচেয়ে এসো বন্ধু হয়ে যাই। তোমাদের সঙ্গে মাইডাস টাচ ভাগাভাগি করতে রাজি আছি আমি।'

'ছুঁচো জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনোকিছু ভাগাভাগি করি না আমরা,' সাফ সাফ জানিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

'আমাকে তা হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছ তুমি,' রাগী গলায় বলল গ্যারেট। ঝুঁকে মেঝে থেকে নিজের ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল সে, পিঠে ঝোলাল। তারপর হাত ঢোকাল কাটনারের ডাফল ব্যাগটার ভিতরে, বের করে আনল টাইমিং ডিভাইস-সহ বাইনারি এক্সপ্লোসিভের ক্যানিস্টারগুলো। 'এটা কী, তা কি তুমি জানো, রানা?'

'হ্যাঁ,' শান্তস্বরে বলল রানা। গ্যারেটের চালটা বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেছে।

'তা হলে এটা ফাটলে কী ঘটবে, তাও নিশ্চয়ই জানো?'

'পুরো গুহা ধসে পড়বে।'

'রাইট। এখন তা হলে ভেবে দেখো কী করবে। একটা কথা জেনে রেখো, আমি যদি এখান থেকে বেরুতে না পারি, তা হলে তোমরাও পারবে না। আমাদের সবার কবর হবে এখানে।'

'তোমাকে ঠেকাবার জন্য মরতে আপত্তি নেই আমার। ববিও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।'

'আর ড. হ্যাডলি?' রেমির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল গ্যারেট। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না ও মরবার জন্য প্রস্তুত। পারবে তুমি ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে?'

থমকে গেল রানা। ভুল বলেনি গ্যারেট, নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য রেমিকে মরতে দিতে পারবে না ও।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে মুখের হাসি বিস্তৃত হলো ধুরন্ধর লোকটার। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, রানা। যদি পারো তো ঠেকাও।'

সতর্ক পদক্ষেপে কফিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেট। পায়ে পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে।

'ওকে যেতে দাও, ববি,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ওর হাতে বোমা আছে।'

দ্বিধায় ভুগল মুরল্যাণ্ড। 'সত্যিই যেতে দিচ্ছ?'

'আপাতত আর কিছু করার নেই। ওর সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করব আমরা।'

হট পুলের সামনে একটু থামল গ্যারেট। ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলে নিল প্লাস্টিকের কণ্টেইনারটা। তারপর আবার পা বাড়াল ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে একবার চোখ বোলাল স্বর্ণমূর্তির দিকে—প্যাডেস্টালের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে মায়ার শরীরের উর্ধ্বাংশ, মেঝেতে শুয়ে আছে সে, শ্বাস ফেলছে কষ্টেসৃষ্টে। হাত-মুখের উন্মুক্ত চামড়ায় দেখা দিয়েছে লালচে ঘা।

গ্যারেটের ইশারায় সিঁড়ির কাছ থেকে সরে গেল মুরল্যাণ্ড, চলে এল চেম্বারের মাঝখানে। রানা আর রেমিও নেমে এসেছে টেরাস থেকে, মুরল্যাণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালকনিতে উঠে

গেল গ্যারেট, ঘুরে দাঁড়াল ওদের দিকে।

'সময়টা চমৎকার কাটল, বন্ধুরা,' গা জ্বালানো সুরে বলল সে। 'বিদায় নিতে একটু খারাপই লাগছে।'

'ইটস্ নট ওভার, গ্যারেট,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে এখনও হিসাব-নিকাশ শেষ হয়নি আমাদের।'

'হয়েছে, রানা,' বলল গ্যারেট। 'কারণ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি আজ বিকেলে মারা গেছে। তোমরাও মরবে খুব শীঘ্রি। ইউ সি... শত্রুর শেষ রাখি না আমি।'

'না!' বোনের মৃত্যুসংবাদ শুনে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

রানা আর ববিও থমকে গেছে। যাঁর জন্য এত বিপদ, এত ঝুঁকি আর এত বাধা পাড়ি দিল ওরা... যার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করল... তিনিই আর নেই? বুকের ভিতরে তোলপাড় অনুভব করল রানা, যেন আপন পিতাকে হারিয়েছে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। গ্যারেটকে এর মূল্য চুকাতে হবে। ও নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করাবে তাকে। ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও, যা ঘটে ঘটুক, আর পরোয়া করছে না।

কিন্তু কয়েক পা যেতেই উপর থেকে কী যেন উড়ে এসে পড়ল ওদের পিছনে। ঘাড় ফেরাতেই চমকে উঠল—বাইনারি এক্সপ্লোসিভের বোমা! টাইমার চালু করে নীচে ছুঁড়ে দিয়েছে গ্যারেট! ডিজিটাল ডিসপ্লে-তে জ্বলজ্বল করছে কাউন্টডাউন—দশ... নয়... আট...

'গেট ডাউন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রেমিকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিল মুরল্যাণ্ড। রানা ছোঁ মেরে তুলে নিল বোমাটা। ছুঁড়ে মারল হট পুলে। তারপর নিজেও ডাইভ দিল।

টুপ করে ফুটন্ত পানিতে ডুবে গেল বোমা, কয়েক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো। ভূমিকম্পের ঢেউ বয়ে গেল গোল্ডেন চেম্বারে।

কেঁপে উঠল মেঝে, দেয়াল আর ছাত-সহ সবকিছু। যেন আর্তনাদ করে উঠল সমাধির গোটা কাঠামো। কাত হয়ে আছড়ে পড়ল রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাতের একটা অংশ। মাথায় কীসের যেন আঘাত পেল রানা, তারপর সব ছেয়ে গেল অন্ধকারে।

ছাব্বিশ

জ্ঞান ফেরার পরে মাথার ভিতরটা শূন্য মনে হলো রানার। তাণ্ডব থেমে গেলেও কানের পর্দায় দামামা বাজছে ওর। কয়েক মুহূর্ত মনে করতে পারল না কোথায় আছে বা কী ঘটেছে। তারপরেই সচেতন হয়ে উঠল ও। মাথা তুলে তাকাল চারপাশে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এতকিছুর পরেও ব্যালকনিতে বসানো হ্যালোজেন ল্যাম্পদুটো জ্বলছে। পরিষ্কার দেখা গেল সবকিছু।

অসংখ্য ফাটল ধরেছে গুহার দেয়াল আর ছাতে। বেশ কিছু জায়গা ধসে পড়েছে; তবে কপাল ভাল, বড় কোনও পাথরখণ্ড আছড়ে পড়েনি ওর আশপাশে। ছোটখাট কিছু টুকরো ছিটকে এসেছে এদিকে, অমন একটা টুকরোর আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছে মেঝের। হট পুলের ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটায় শকওয়েভের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা গেছে মেঝের উপর দিয়ে। চৌচির হয়ে গেছে সোনালি প্রলেপ মাখানো সারফেস—কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও বা

ভেঙেচুরে দেবে গেছে নীচে।

গা ঝাড়া দিয়ে শরীরের উপর থেকে পাথর আর ধুলোবালি সরাল রানা, উঠে বসল। তাড়াতাড়ি বন্ধুদের খোঁজে নজর বোলাল আশপাশে। কয়েক গজ দূরেই পাওয়া গেল মুরল্যাণ্ড আর রেমিকে। দু'জনেই বেহুঁশ।

হামাগুড়ি দিয়ে রেমির কাছে গেল রানা। চিত করল ওকে। কপালের একপাশ রক্তে ভেজা রেমির। ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা—পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে গেছে। আঘাতটা কতখানি সিরিয়াস, বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি নিজের শার্ট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাল রানা, বেঁধে দিল রেমির কপাল।

আস্তে আস্তে চোখ মেলল রেমি। দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমরা বেঁচে আছি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ক্... কীভাবে...'

'কীভাবে বেঁচে গেলাম? বোমাটা হট পুলের ভিতরে ফেটেছে বলে। উপরে ফাটলে আমরা কিমা হয়ে যেতাম। গুহাটাও ধসে পড়ত মাথার উপরে। ব্যস, আর কথা বোলো না। তুমি আহত, বিশ্রাম নাও। আমি ববিকে দেখে আসছি।'

কাত হয়ে পড়ে আছে মুরল্যাণ্ড। তবে শরীরে বড় কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। পাশে বসে তার গালে চাপড় দিল রানা। 'ববি! ওঠো!'

আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে শরীর মোচড়াল মুরল্যাণ্ড। চোখ খুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'মরে গিয়েও তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই দেখছি! কোথায় বেহেশতি হুর-পরীরা ঘুম ভাঙাবে, তা না, এক ব্যাটা...'

হেসে ফেলল রানা। 'সরি, এখনও বেহেশতে পৌঁছাওনি। দুনিয়াতেই রয়ে গেছ। ওঠো।'

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল মুরল্যাণ্ড। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আওয়াজ কীসের?'

রানার শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ও-ও শুনতে পেল শব্দটা। পানির ছলাৎছল... ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মেঝের ফাটল দিয়ে দ্রুত বেগে উঠে আসছে গরম পানি। এতদিন হটপুলে জমা হতো, কিন্তু এখন উপরে পৌঁছাবার আরও রাস্তা খুলে যাওয়ায় উঠে এসে ভরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে গুহাটাকে।

'শিট!' বলে উঠল রানা। 'এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। কুইক!'

'কোথায়?'

পাথুরে টেরাসটাই কাছে, ওটার দিকে ইশারা করল রানা। তাড়াতাড়ি রেমিকে তুলে ফেলল পাঁজাকোলা করে। ছুট লাগাল মুরল্যাণ্ডের পিছু পিছু। সিঁড়ির গোড়ায় থই থই করছে পানি, ছপ ছপ করে পা ফেলে জায়গাটা পেরুল ওরা। পায়ের তলায় ফোঁসফোঁসানির আওয়াজ পেল রানা, সিঁড়ি ধরে টেরাসে ওঠার পরে তাকাল পায়ের দিকে। পুড়ে গলে যেতে শুরু করেছে জুতোর সোল। মুরল্যাণ্ডের জুতোরও একই অবস্থা।

'অ্যাসিড,' বলল রানা। 'পানিতে অ্যাসিডের পরিমাণ খুবই বেশি।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'খানিক পরে জুতোর দশা আমাদেরও হবে, দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। দ্রুত গুহার ভিতরটা ভরিয়ে দিচ্ছে অ্যাসিড মেশানো উত্তপ্ত পানি। টেরাস ডুবিয়ে দিতে খুব বেশি সময় নেবে না।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো রেমি। নীচে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। 'আমরা কি ডুবে যাব?'

'তার আগে পুড়ব,' তিক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, একটা বুদ্ধি বের করো। এভাবে মরতে আপত্তি আছে আমার।'

ব্যালকনির দিকে তাকাল রানা। এন্ট্রান্সের দরজাটা এখনও নামানো। বন্ধ করে যায়নি গ্যারেট। প্রয়োজন হবে বলে ভাবেইনি বোধহয়।

'ওখানে পৌঁছুতে পারলে বেঁচে যাব আমরা,' বলল ও। 'বেরিয়ে যেতে পারব গুহা থেকে।'

'কীভাবে?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যালকনির সিঁড়িটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেছে, উপরে ওঠার কোনও উপায় নেই।'

আসলেই তাই। বিশাল গুহার উপরে পাথরের এক চাঁইয়ের মত ঝুলছে ব্যালকনিটা। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা, তারপরেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। ঝট্ করে ফিরল মুরল্যাণ্ডের দিকে।

'ববি, ডাফল ব্যাগের ভিতরে দড়ির একটা বাণ্ডিল দেখেছি। ওটা নিয়ে এসো।'

দ্বিরুক্তি না করে দড়িটা নিয়ে এল মুরল্যাণ্ড।

রেমি জিজ্ঞেস করল, 'এটা বেয়ে উঠবে ব্যালকনিতে? বাঁধবে কীভাবে?'

'খুব সহজ,' বলল রানা। 'এক মাথায় পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দেব। পাথরের ওজনে রেলিঙের সঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে যাবে দড়ি।'

'কিন্তু সেজন্য ব্যালকনির তলায় পৌঁছাতে হবে! যাবে কীভাবে? অ্যাসিডের পানিতে সাঁতার কাটার কথা ভাবছ নাকি?'

'উঁহুঁ। আমাদের সঙ্গে নৌকা থাকবে।'

হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। রানার প্ল্যান বুঝতে পেরেছে। বলল, 'নৌকাটা আমাকেই পানিতে নামাতে দাও।'

মাইডাসের কফিনের পাশে চলে গেল ও। ডালাটা আলগা

করে বলল, 'সরি, ইয়োর হাইনেস!'

এরপর কফিনটা কাত করে ফেলল ও। মাইডাসের লাশটা এক গড়ান খেয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে।

আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রেমি। 'ওহ্ গড! ববি, আপনি একটা অমূল্য মমি ধ্বংস করে দিলেন।'

'জান বাঁচানো ফরজ,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'তার জন্য দু'চারটে মমি নষ্ট করলে কিচ্ছু হয় না। তা ছাড়া লাশটা ভিতরে রাখলে কফিনের ওজন বেড়ে যেত। আমরা তিনজন ওঠার পরে ডুবে যেতে পারত নৌকা।'

ডালা বন্ধ করে এক ধাক্কায় কফিনটা প্ল্যাটফর্ম থেকে টেরাসের মেঝেতে নামিয়ে ফেলল ও। তারপর ঠেলা দিয়ে নিয়ে গেল সিঁড়িতে। ওজনের কারণে পিছল খেয়ে এবার ওটা নিজে থেকেই নেমে গেল পানিতে।

'লেটস্ গো,' বলল মুরল্যাণ্ড।

রেমিকে ধরাধরি করে দাঁড় করালো ওরা, সিঁড়ি ধরে নেমে এল নীচে। চড়ে বসল ডালাবদ্ধ কফিনের উপরে। পানি ইতিমধ্যে চার ফুট উঁচু হয়ে গেছে, ওখানে ভাসছে কফিনটা। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে মায়ার সাবমেশিনগানটা আছে, ওটাকে লগির মত ব্যবহার করল ও, সিঁড়ির ধাপে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল। গতি পেল ভাসমান কফিন, সাবলীল ভঙ্গিতে এগোল ব্যালকনির দিকে। অস্ত্রটাকে বৈঠার মত ব্যবহার করে দিক আর গতি ঠিক রাখল মুরল্যাণ্ড।

হঠাৎ রানার বাহু খামচে ধরল রেমি, আঙুল তুলল পানির দিকে। সেদিকে চোখ ফেরাতেই রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তিটা দেখতে পেল রানা। পাশে পানির তলায় ফুটে উঠেছে আরেকটা অবয়ব... আরেকটা মূর্তি! মায়া লরেঞ্জো!

অ্যাসিডিক ওয়াটারের সংস্পর্শ পেয়ে পুরোপুরি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে মাফিয়া নেত্রীর দেহ। যে-সোনার জন্য সবকিছু

তুচ্ছ করে ছুটে এসেছিল সে, ভাগ্যের পরিহাসে সেই সোনার সঙ্গেই বাঁধা পড়ে গেছে তার ভাগ্য... অনন্তকালের জন্য। মনটা হঠাৎ করেই খুব খারাপ হয়ে গেল রানার।

একটু পরেই ব্যালকনির তলায় পৌঁছে গেল কফিন। ব্যালান্স ঠিক করে নিল রানা, দড়িটা ছুঁড়ে দিল উপরে; রওনা হবার আগেই ওটার ডগায় একটা পাথর বেঁধে নিয়েছে ও। প্রথমবারে ব্যর্থ হলো, তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় রেলিঙের সঙ্গে পেঁচিয়ে গেল দড়ি। টানাটানি করে সন্তুষ্ট হলো রানা—খুলে আসার ভয় নেই। তাই ঝুলে পড়ল দড়িতে। বানরের মত তর তর করে বেয়ে উঠে গেল ব্যালকনিতে। ওকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। সবশেষে একটা লুপ বানিয়ে দড়ির নীচের অংশ নিজের বগলের তলায় আটকে নিল রেমি। টেনে ওকে উপরে তুলে আনল রানা আর মুরল্যাণ্ড।

বোধহয় ওদের মুক্তির অপেক্ষাতেই ছিল মাইডাসের সমাধি। রেমি ব্যালকনিতে পা রাখতেই বিচ্ছিরি শব্দে ভরে গেল গুহার অভ্যন্তর, ছাত থেকে খসতে শুরু করল একের পর এক চাঁই।

'এহ্-হে! গুহাটা ধসে পড়ছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'রেমিকে বাইরে নিয়ে যাও,' বলেই ব্যালকনির আরেক দিকে ছুটে গেল রানা।

'কোথায় যাচ্ছে ও?' ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি।

'কোথাও না,' বলেই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল মুরল্যাণ্ড, ছুট লাগাল এন্ট্রান্সের দিকে। প্রকোষ্ঠে পৌঁছে থামল, উল্টো ঘুরে তাকাল ফোকরের দিকে। কোথায় গেল রানা?

ধুলোর পর্দা ছাড়া আর কোনোকিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না দরজার ওপাশে। বাড়ছে পাথর ধসে পড়ার আওয়াজ। শঙ্কিত হয়ে রেমিকে নামিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, বন্ধুর খোঁজে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় ছিটকে গুহা থেকে বেরিয়ে এল

রানা—বগলের তলায় ধরে রেখেছে কী যেন, নাকে-মুখে ধুলো ঢুকে যাওয়ায় কাশছে অনবরত।

'কী ব্যাপার?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওখান থেকে বেরুতে মন চাইছিল না বুঝি?'

'এটা ছাড়া নয়,' বগলের তলা থেকে জিয়োলেবটা বের করে দেখাল রানা। ব্যালকনিতে পড়ে ছিল ওটা, কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। 'আফটার অল, এটার ভিতরে আমাদের ধার করা একটা কম্পোনেণ্ট রয়ে গেছে... ওটা অ্যাথেন্স মিউজিয়ামে ফিরিয়ে দিতে হবে না?'

শ্রাগ করল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, তুমি পারোও বটে!'

কমবেশি আহত হয়েছে তিনজনেই, তাই টানেলের গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে আসতে প্রচুর সময় লেগে গেল রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের। গ্যারেটের নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো না, তবে দেয়ালের গায়ে তার আঁকা চিহ্নগুলো থাকায় সঠিক পথে এগোতে পারল ওরা।

যেন অনন্তকাল হাঁটার পরে রিজার্ভয়ারের চেম্বারে পৌঁছুল ওরা। কুয়োর গা থেকে এখন ঝুলছে দড়ি—খুলে নেবার ঝামেলায় যায়নি গ্যারেট। বোধহয় ভেবেছে মাইডাসের সমাধিতে পাথর চাপা পড়ে মারা গেছে ওরা, এখানে আর কখনোই ফিরে আসবে না।

দড়ি বেয়ে মুরল্যাণ্ড আগে উঠে গেল উপরে। এরপর রেমিকে দড়ির সাহায্যে টেনে তুলে নিল, রানাকেও উঠতে সাহায্য করল। গির্জার উঠানে পা রেখে ঘড়ি দেখল রানা—মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সঙ্গে ফোন বলতে আছে গ্যারেটের পাসওয়ার্ড দেয়া সেটটা—ওটাকে অচলই বলা চলে। রানা আর রেমিকে অপেক্ষা করতে বলে ফোনের খোঁজে গেল মুরল্যাণ্ড।

রেমিকে নিয়ে আঙিনার একপাশে চলে এল রানা, বসে পড়ল মাটিতে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে রেমি, হাঁটাহাঁটির ধকলে পৌঁছে গেছে শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায়—জ্ঞান হারাবার দশা ওর। ওকে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল রানা। হাত বোলাতে শুরু করল মাথায়।

আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রেমির বুক চিরে। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তা হলে বেঁচে গেছি, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আর গ্যারেট?'

'পালিয়ে গেছে, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। ওকে খুঁজে বের করব আমি।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল রানার গলায়।

ডুকরে কেঁদে উঠল রেমি। 'কিন্তু র‍্যাচেল...' শেষ করতে পারল না কথাটা।

কী বলবে ভেবে পেল না রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের জন্য ওর বুকও খাঁ খাঁ করছে। গ্যারেটের চেহারা মনে পড়লেই রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়, তীব্র ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইছে মনটা। প্রিয় মানুষটিকে বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের উপরও ক্ষুব্ধ ও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, পার পেতে দেবে না অ্যান্থনি গ্যারেটকে। দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে তাড়া করবে... নেবে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ।

'শান্ত হও,' নরম গলায় রেমিকে বলল ও। 'এভাবে ভেঙে পোড়ো না।'

'কী করে বলছ এ-কথা?' ভেজা গলায় বলল রেমি। 'একমাত্র বোনটিকে আমি হারিয়েছি, রানা। কীভাবে সামলাব এই কষ্ট?'

'শোককে শক্তিতে পরিণত করে,' বলল রানা। 'গ্যারেটকে শাস্তি দেবার জন্য কাজে লাগাবে ওই শক্তি।'

নীরবতা নেমে এল। নিঃশব্দে কেঁদে চলল রেমি, আর কোনও কথা বলল না। রানাও নিশ্চুপ।

খানিক পরে ফিরে এল মুরল্যাণ্ড। হাতের মুঠোয় বিজয়ীর ভঙ্গিতে একটা সেলফোন ধরে রেখেছে। কাছে এসে বলল, 'ইমার্জেন্সি সার্ভিসে খবর দিয়েছি। রেমির জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসছে খুব শীঘ্রি। ওদেরকে হার্ট অ্যাটাকের কথা বলেছি, যাতে এখুনি পুলিশে খবর না দেয়।'

'ফোন কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তার এক লোকের কাছ থেকে। কী দেমাগ ব্যাটার... ফোন তো নয়, যেন যখের ধন চেয়ে বসেছি। শেষ পর্যন্ত আমার দামি রোলেক্স ঘড়িটা দিয়ে দিতে হয়েছে ওকে।'

মুরল্যাণ্ডের হাত থেকে সেটটা নিল রানা। ডায়াল করল আমেরিকায়—নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের নাম্বারে। প্রথম রিঙেই কল রিসিভ করলেন তিনি।

'ইয়েস?'

'মি. রেডক্লিফ, রানা বলছি।'

'রানা! মাই গড! কোথায় ছিলে তোমরা? আমরা গত কয়েক ঘণ্টা থেকে চেষ্টা করছি তোমার আর ববির সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'সরি, এতক্ষণ কোনও ফোন ছিল না আমাদের সঙ্গে। বিরাট বিপদে পড়েছিলাম, এখন সেটা কাটিয়ে উঠেছি। বিস্তারিত পরে শুনবেন।'

'এখন তোমরা কোথায়?'

'নেপলসে। রেমি আহত, ওর জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসছে, পিয়াৎজা স্যান গেতানোর একটা চার্চে অপেক্ষা করছি আমরা।' এটুকু বলে একটু ইতস্তত করল রানা। 'মি. রেডক্লিফ, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সম্ভবত মারা গেছেন...'

'এমন উড়ো খবর কে দিয়েছে তোমাকে?' অবাক কণ্ঠে বললেন রেডক্লিফ।

'উড়ো খবর!'

'নয়তো কী? হ্যাগার্সটাউনের একটা ওয়্যারহাউস থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে অ্যাডমিরালকে। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে তাঁর, খানিক আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ডাক্তার বলেছে, অপারেশন সাকসেসফুল। তিনি এখন বিপদমুক্ত।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার। 'অ্যাডমিরাল বেঁচে আছেন? আপনি শিয়োর?'

'আমি এ-মুহূর্তে অ্যাডমিরালের ওয়ার্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আর র‍্যাচেল হ্যাডলি?'

'ওর তো কিছুই হয়নি, পুরোপুরি সুস্থই বলা যায়। আপাতত এফবিআইয়ের জিম্মায় আছে।'

চোখ বন্ধ করে প্রশান্তিটুকু উপভোগ করল রানা, তারপর ডাকল রেমিকে। 'রেমি, শুনতে পাচ্ছ? র‍্যাচেলের কিচ্ছু হয়নি, ওকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

চোখ মেলল রেমি। 'কী! তুমি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

আবারও কাঁদতে শুরু করল রেমি। তবে এবার সেটা আনন্দের কান্না... স্বস্তির কান্না।

'মি. রেডক্লিফ,' ফোনে বলল রানা, 'গ্যারেট পালিয়ে গেছে। আপনারা ওর আস্তানায় স্ট্রনটিয়ামের খোঁজ পেয়েছেন?'

'না,' বললেন রেডক্লিফ। 'তবে ওখানে অস্বাভাবিক মাত্রার রেডিওঅ্যাক্টিভিটির আলামত পেয়েছে ডিকন্টামিনেশন টিম।'

দমে গেল রানা। স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে ওর ধারণা ভুল হবার

যে-সম্ভাবনা ছিল, তা আর রইল না। জিজ্ঞেস করল, 'বোমাটা তা হলে সরিয়ে নিয়েছে গ্যারেটের লোকেরা?'

'কোনও সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা তেমনটাই বলছে।'

'প্রত্যক্ষদর্শী?'

'দু'জন মুসলিম ছাত্রকে কিডন্যাপ করেছিল গ্যারেট। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণের জন্য ওদেরকে ফাঁসাবার প্ল্যান করেছিল ও। ওই দু'জনকে জেরা করে জানা গেছে, ওয়্যারহাউসে বিস্ফোরণ ঘটার আগে একটা ট্রাক বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে।'

'কীসের বিস্ফোরণ? আচ্ছা থাক, সামনাসামনি শুনব সব। যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকায় ফিরে আসছি আমি আর ববি। মাইডাস টাচ নিয়ে গেছে গ্যারেট, আর ওটাকে কাজে লাগাবার সঙ্গে ওই বোমার কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে। আমেরিকায় পৌঁছে তা-ই করবার চেষ্টা করবে ও।'

'এতকিছুর পরেও?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন রেডক্লিফ।

'সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয় গ্যারেট,' বলল রানা। 'তা ছাড়া এখনও ওর প্ল্যান মোতাবেকই এগোচ্ছে সব।'

'আমি তা হলে এফবিআই আর হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটিকে বলে দিচ্ছি, আমেরিকায় ঢোকার সমস্ত এণ্ট্রি পয়েণ্টে যেন নজর রাখে। রিল্যাক্স, গ্যারেটকে এয়ারপোর্টেই অ্যারেস্ট করব আমরা।'

'কাজটা সহজ হবে না। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ নেবে ও। তবে একটা খুঁত থাকবে ওতে—আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বাম চোখ খুইয়েছে গ্যারেট। খবরটা জানিয়ে দিন সবাইকে। এক চোখঅলা কোনও লোককে পেলেই যেন আটক করে।'

'ঠিক আছে। তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।'

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা মুরল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দিল রানা।

'আমাদের পাইলটকে খবর দাও—জেট নিয়ে চলে আসতে বলো নেপলসে। এখান থেকেই বিমানে চড়ব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। রেমি জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকায় ফিরছি আমরা?'

'শুধু আমি আর ববি,' বলল রানা। 'তুমি আহত, এ-অবস্থায় জার্নি করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু আমি যে র‍্যাচেলকে দেখতে চাই!'

'তার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে। কিচ্ছু ভেবো না, ও এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার জন্য এ-মুহূর্তে সুস্থ হওয়াটা বেশি জরুরি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'বেশ, তা হলে আর জোরাজুরি করব না। যাও তোমরা। আমার হয়ে শাস্তি দিয়ো গ্যারেটকে।'

'দেব,' কথা দিল রানা।

'র‍্যাচেলকে বোলো, আমি ওকে ভালবাসি।'

'সেটা তুমি নিজেই বলতে পারবে।'

'কাছে এসো,' ডাকল রেমি। রানা মাথা নিচু করতেই গাঢ় চুমো খেলো ওর ঠোঁটে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, রানা। সবকিছুর জন্য।'

হাসল রানা। ঠাট্টার সুরে বলল, 'স্রেফ চুমো? আমি আরও অনেক কিছু আশা করছিলাম।'

'সবই পাবে,' সংক্ষেপে বলল রেমি। 'যথাসময়ে।'

গলা খাঁকারি দিল মুরল্যাণ্ড। দূরে সাইরেন শোনা যাচ্ছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'প্রেমালাপে বাদ সাধতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার। পুলিশ এসে গেলে আটকা পড়ে যাব।'

'যাও তোমরা,' বলল রেমি। রানা ইতস্তত করছে দেখে যোগ করল, 'আমার জন্য ভেবো না, অ্যাম্বুলেন্স তো আসছেই। ববির

কথাই ঠিক, পুলিশ এসে পড়লে আর যেতে পারবে না তোমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। রেমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ছায়া খুঁজে নিয়ে সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল গির্জার সামনে। স্ট্রেচার নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল দু'জন ক্রু, কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল রেমিকে নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো ওকে।

আর কিছু দেখার নেই। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে উল্টো ঘুরল রানা, হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল। পিছনের সিটে উঠে নির্দেশ দিল, 'এয়ারপোর্টে চলো।'

সাতাশ

ষোল ঘণ্টা পর।

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিছানার পাশে গত দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছে রানা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি তাঁর, নাকে-মুখে টিউব লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে অক্সিজেন; তারপরেও নিয়মিত লয়ে বুকের ওঠানামা লক্ষ করে স্বস্তি অনুভব করছে ও। ইতিমধ্যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর, অ্যাডমিরাল যে সুস্থ হয়ে উঠবেন, সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

নড়েচড়ে বসতে গিয়ে ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল রানার। হাসপাতালে পৌঁছেই এক্স-রে করিয়েছিল ও, পাঁজরের দুটো হাড়ে

চিড় ধরা পড়েছে তাতে। ছোটখাট আরও কাটাছেঁড়া তো রয়েছেই। আপাতত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কাজ চালাচ্ছে ও। ডাক্তারের পরামর্শমত পেইনকিলার খায়নি, তাতে বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে চায় ও, তৈরি থাকতে চায় গ্যারেটকে মোকাবেলার জন্য। বিমানে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়ায় শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। বুকের ব্যথাটা না থাকলে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট বলে দাবি করতে পারত।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। মুরল্যাণ্ড ফিরে এসেছে।

'কী ব্যাপার, হাত খালি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি না কফি আনতে গেলে?'

'সুযোগ পাইনি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বাইরে দু'জন এফবিআই এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। মি. রেডক্লিফ তাই তোমাকে ডাকতে পাঠালেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রানা, বেরিয়ে এল আইসিইউ থেকে। করিডোরে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন মি. রেডক্লিফ ও ল্যারি কিং। রানা আর মুরল্যাণ্ড হাজির হতেই পরিচয় করিয়ে দিলেন রেডক্লিফ, 'মাসুদ রানা, ববি মুরল্যাণ্ড... প্লিজ, মিট স্পেশাল এজেন্ট হাওয়ার্ড কার্টার অ্যাণ্ড জোনাথন জেনকিন্স।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' রানা আর মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মেলাল দুই এজেন্ট।

'আশা করি সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন?' বলল রানা।

'ইয়ে... না,' ইতস্তত করে বলল কার্টার। 'আমরা আসলে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'জেরা? সেটা পরে করলে হয় না? আপাতত অ্যান্থনি গ্যারেটকে অ্যারেস্ট করাটাই তো সবচেয়ে জরুরি কাজ।'

'চিন্তা করবেন না। সবখানে খবর চলে গেছে। লোকটা আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ে যাবে। ইন দ্য মিনটাইম... আপনাদের সঙ্গে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। মি. রেডক্লিফ অবশ্য মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছেন, তারপরেও ফার্স্টহ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টের গুরুত্ব তো বোঝেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

করিডোরের বেঞ্চেই বসল ওরা।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'কী জানতে চান?'

'একেবারে গোড়া থেকে সব,' বলল জেনকিন্স। 'প্লিজ, কোনোকিছু লুকোছাপা করবেন না। এমনিতেই অবৈধ নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালের ব্যাপারটা আগেভাগে আমাদেরকে না জানিয়ে মস্ত ঝামেলা বাধিয়েছেন আপনারা। তা হলে স্রেফ কিডন্যাপিঙের কেস হিসেবে এটাকে ডিল করতাম না আমরা।'

'নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালের ব্যাপারে আমরা আসলে শিয়োর ছিলাম না,' বলল রানা। 'অযথা প্যানিক সৃষ্টি করতে চাইনি।'

'ওটা করলেই বরং ভাল করতেন,' গোমড়ামুখে বলল কার্টার। 'আমি আর জেনকিন্স এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্ট... অথচ বারো ঘণ্টা আগে জানতামই না তলে তলে কী ঘটছে!'

'যাঁদের জানা দরকার, তাঁরা জানতেন,' বললেন রেডক্লিফ। 'আপনাদের চিফের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলাম আমি। তিনি রাজি হয়েছিলেন গোপনে খোঁজখবর নেবেন বলে।'

'তা ছাড়া ঢাকঢোল পেটানোর তো উপায়ও ছিল না,' যোগ করল ল্যারি। 'কিডন্যাপাররা সেক্ষেত্রে খুন করত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।'

'যা হবার তা হয়ে গেছে,' বলল কার্টার। 'এখন পুরো ব্যাপারটা আমাদেরকে গোড়া থেকে বলুন, মি. রানা।'

ব্রেমারটনের ফেরি থেকে শুরু করে নেপলসের ভূগর্ভে মাইডাস চেম্বার আবিষ্কার পর্যন্ত সব ঘটনা ভাগাভাগি করে খুলে বলল রানা ও মুরল্যাণ্ড, উহ্য রাখল শুধু অ্যাথেন্স মিউজিয়ামে ওদের অপারেশনের অংশটা। সব শোনার পর চোয়াল ঝুলে পড়ল দুই এফবিআই এজেন্টের।

'আপনারা রাজা মাইডাসের সোনার চেম্বার খুঁজে বের করেছেন?' হতভম্ব গলায় বলল জেনকিন্স। 'কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবেন?'

'দুঃখিত, প্রমাণগুলো অ্যান্থনি গ্যারেটের কবজায়—চেম্বারের ভিডিও আর মাইডাসের হাত-সহ সবকিছু,' বলল রানা। 'গুহাটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় ধরনের এক্সক্যাভেশন করলে হয়তো বা মাইডাসের মেয়ে আর মায়া লরেঞ্জোর বডিদুটো উদ্ধার করা যাবে... তবে তাতে প্রচুর খরচ পড়বে। মনে হয় না ইটালিয়ান সরকার আগ্রহী হবে এতে।'

'কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এই উদ্ভট কাহিনি বিশ্বাস করি কী করে, বলুন?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনার কি ধারণা আমরা মিথ্যে কথা বলছি?'

'না, না, মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল কার্টার। 'আমি তা বলছি না। কিন্তু আপনিই বলুন, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে যদি মাইডাস টাচের কাহিনি লিখি, লোকে আমাদের পাগল ঠাওরাবে না? কোনও প্রমাণ তো নেই!'

'রিপোর্টে ওসব না লিখলেও চলে। আসল ঘটনা তো সিম্পল—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন-সহ চারজনকে কিডন্যাপ করেছিল অ্যান্থনি গ্যারেট, এবং আমেরিকার বুকে একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চাইছে সে।'

'ওটাও আরেকটা অসঙ্গতি,' বলল জেনকিন্স। 'কেন বোমা

ফাটাবে লোকটা? মোটিভ কী? এতে কোনও নগদপ্রাপ্তির তো সম্ভাবনা নেই।'

'মাইডাস টাচের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর,' বলল রানা। 'মায়াকে গ্যারেট বলেছিল, সারা দুনিয়ার স্বর্ণের দাম এবং চাহিদা বাড়াবার জন্য নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান আছে তার। বোমাটা নিশ্চয়ই তারই অংশ।'

'একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন কীভাবে স্বর্ণের চাহিদা বা দাম বাড়াতে পারে?'

কী যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না রানার। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দুঃখিত, এর জবাব আমার কাছে নেই।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'কোথায় বোমা ফাটাতে চাইছে গ্যারেট, সেটা জানা গেলে হয়তো বা একটা আইডিয়া করতে পারব আমরা।'

'ওদিক থেকেও আমরা অন্ধকারে,' বলল কার্টার। 'বোমা নিয়ে পালিয়ে গেছে গ্যারেটের লোক। প্রায় বারো ঘণ্টার হেডস্টার্ট পেয়েছে সে। এর ভিতরে ওয়াশিংটন, শিকাগো, কেন্টাকি বা ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক... যে-কোনও জায়গায় পৌঁছুনো সম্ভব।'

'আপনি পুরো ইস্টার্ন সিবোর্ডের কথা বলছেন!'

'হ্যাঁ। কেন আমরা অসহায় বোধ করছি, তা আশা করি বুঝতে পারছেন। এত বড় এরিয়ায় সার্চ চালানো সম্ভব নয় কারও পক্ষে।'

'গ্যারেটকে খুঁজে পেতে হবে আমাদের,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'যেভাবেই হোক!'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।'

আইসিইউ-র দরজা খুলে গেল এই সময়। একজন নার্স বেরিয়ে এল। বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে।'

আলোচনা মুলতবি রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল রানা। ছুটে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পাশে। ওকে দেখতে পেয়ে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

হাত ধরল রানা। 'কেমন বোধ করছেন আপনি, স্যর?'

চোখ পিট পিট করলেন অ্যাডমিরাল। ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন, স্যর?'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। আবারও পিট পিট করলেন চোখ। মোর্স কোড!

মুরল্যাণ্ড, ল্যারি কিং আর মি. রেডক্লিফ-সহ দুই এফবিআই এজেন্টও এসেছে রানার পিছু পিছু। ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রানা বলল, 'আমাকে কাগজ-কলম দিন... কুইক!'

পকেট থেকে নোটপ্যাড আর কলম বের করে দিল কার্টার। সেগুলো হাতে নিয়ে দ্রুত হাতে একটার পর একটা হরফ লিখতে থাকল রানা। দুটো শব্দ পেল—*নীল ট্রাক।*

'যেটা পালিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'কী বলছেন উনি?' পিছন থেকে জানতে চাইল জেনকিন্স।

'বোমা-সহ যে-ট্রাকটা পালিয়ে গেছে, সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন,' বলল রানা। ফিরল অ্যাডমিরালের দিকে। 'স্যর, আর কোনও ডিটেইলস্ দিতে পারেন আমাদের?'

আবারও চোখ পিট পিট করলেন হ্যামিলটন। একে একে ছ'টা অক্ষর লিখল রানা—ডব্লিউ, আই, এল, বি, আই, এক্স।

'উইলবিক্স?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'উইলবিক্সটা আবার কী?' বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল জেনকিন্স।

সেলফোনের সাহায্যে নুমার সুপার কম্পিউটার ভিনাসের

ডেটাবেজে সার্চ করল ল্যারি। বলল, 'ওই নামে একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি আছে দেখছি। অ্যাডমিরাল, আপনি কি উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনসের কথা বলছেন?'

শেষবারের মত মাথা ঝাঁকালেন হ্যামিলটন, তারপরেই আবার চেতনা হারালেন। ল্যারির দিকে ফিরল রানা, 'কোম্পানিটার হেডকোয়ার্টার কোথায়?'

'নিউ ইয়র্কে,' জানাল ল্যারি। পরক্ষণে সেলফোনের ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। 'ওহ্ গড!'

'কী হয়েছে?'

'নিউ ইয়র্ক ডাউনটাউনে একটা হাসপাতাল তৈরি করছে উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনস্। লোকেশনটা ওয়াল স্ট্রিট থেকে মাত্র এক মাইল দূরে!' মুখ তুলল ল্যারি। 'সোনার সঙ্গেও জায়গাটার সম্পর্ক আছে, রানা। ওখানেই রয়েছে আমাদের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোল্ড ডিপোজেটরি!'

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। মাথার ভিতরে যেটা খোঁচাখুঁচি করছিল, মনে পড়ে গেল সেটাও। জেমস বণ্ডের মুভি *গোল্ডফিঙ্গার!* ওই ছবির ভিলেনের মত গ্যারেটও আমেরিকার সোনা মজুদ নষ্ট করে দিতে চাইছে!

'আপনি বলতে চাইছেন, লোয়ার ম্যানহাটনে বোমা ফাটাতে চাইছে গ্যারেট?' বিস্মিত গলায় বলল কার্টার। 'কেন?'

'যাতে রেডিয়েটেড হয়ে যায় ডিপোজেটরির সমস্ত সোনা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এভাবেই নিজের বানানো সোনার চাহিদা সৃষ্টি করবে ও। ইচ্ছেমত দাম হাঁকতে পারবে।'

'কী বলছেন!' আঁতকে উঠল কার্টার। 'তা হলে তো এক্ষুণি নিউ ইয়র্কে যাওয়া দরকার আমাদের।'

'আমরাও যাব,' বলল রানা। 'গ্যারেটকে আইডেণ্টিফাই করবার জন্য আমাকে আর ববিকে প্রয়োজন হবে আপনাদের।'

সেলফোনের কণ্ট্যাক্ট লিস্ট ঘাঁটতে শুরু করল জেনকিন্স। 'আমি দেখছি একটা বিমান ম্যানেজ করা যায় কি না।'

'ব্যস্ত হবেন না,' মুরল্যাণ্ড হাত রাখল তার কাঁধে। 'আমাদের সঙ্গে একটা প্রাইভেট জেট আছে!'

আটাশ

অ্যান্থনি গ্যারেট সাবধানী প্রকৃতির লোক। অতিমাত্রায় সতর্কতার কারণেই আজ পর্যন্ত আইনের হাতে ধরা পড়েনি। এবারও ঠিক তাই। রানা ও তার সঙ্গীরা মারা গেছে ভাবা সত্ত্বেও সামান্যতম অসতর্ক হয়নি সে, ইটালি থেকে সরাসরি আসেনি আমেরিকায়। চার্টার করা ফ্লাইটে প্রথমে কানাডার মণ্ট্রিয়লে নেমেছে সে, সেখান থেকে একটা বোটে চড়ে পাড়ি দিয়েছে লেক অণ্টারিও, পৌঁছেছে নায়াগ্রা ফলসে। কানাডিয়ান টুরিস্ট সেজে ওখানেই সীমান্ত অতিক্রম করেছে, ঢুকে পড়েছে আমেরিকায়। ইমিগ্রেশনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু এয়ারপোর্টের মত কড়া চেকিং হয় না ওখানে, ফলে কোনও ধরনের বিপদে পড়তে হয়নি। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দেখে ইমিগ্রেশন অফিসার একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল বলে তাকে সামাল দিয়েছে গ্যারেট। এরপর ট্যাক্সি ভাড়া করে সড়কপথে রওনা হয়ে গেছে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে।

ফেয়ারফিল্ডে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল গ্যারেট। রেনফিল্ডের

সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করে নিয়েছিল, রাস্তার পাশে একটা ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে। ট্যাক্সি থেকে নেমে রেনফিল্ডের গাড়িতে উঠে বসল গ্যারেট। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল বোমা বিশেষজ্ঞের।

টানেল থেকে বেরিয়েই নেপলসের পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে চলে গিয়েছিল গ্যারেট, মোটা টাকার বিনিময়ে মুখ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে তার কাছ থেকে, এরপর শুশ্রূষা করিয়েছে ক্ষত-বিক্ষত মুখের। বাম চোখের ব্যাপারে কিছু করতে পারেনি ডাক্তার, আই ট্রান্সপ্ল্যান্ট ছাড়া ওটা আর ঠিক হবে না। আপাতত একটা কালো পট্টি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে চোখটা। সব মিলিয়ে রীতিমত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে গ্যারেটের চেহারা।

রেনফিল্ড জানতে চাইল, 'কী হয়েছে? তোমার এ-অবস্থা কেন?'

'লম্বা কাহিনি,' বলল গ্যারেট। 'পরে নাহয় শুনবে।'

'অপারেশন সাকসেসফুল?'

'হ্যাঁ। লেটস্ মুভ। এভাবে খোলা জায়গায় থাকা নিরাপদ নয় আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল রেনফিল্ড, গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়াল গাড়ি। পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা ট্রাক স্টপে পৌঁছুল ওরা, ওখানকার পার্কিং লটে নিজের ট্রাকটা রেখে গেছে বোমা বিশেষজ্ঞ।

গাড়ি ছেড়ে ট্রাকে উঠে বসল দুই অপরাধী। রেনফিল্ড বলল, 'কোথায় তোমার মাইডাস টাচ? দেখাও আমাকে।'

ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের কন্টেইনারটা বের করল গ্যারেট, ভিতরে শোভা পাচ্ছে রাজা মাইডাসের বিচ্ছিন্ন হাত। সঙ্গীকে দেখাল ওটা।

'এ-ই?' একটু যেন হতাশ হলো রেনফিল্ড। 'আমি

ভেবেছিলাম ওটা থেকে কোনও ধরনের রশ্মি-টশ্মি বের হবে।'

'জানি, দেখতে অসাধারণ কিছু মনে হচ্ছে না,' স্বীকার করল গ্যারেট। 'কিন্তু নিশ্চিত থাকো, এটা জেনুইন মাল। সত্যিই সোনা তৈরি করা সম্ভব এটা দিয়ে।'

'প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' ব্যাগ থেকে ভিডিও ক্যামেরা বের করল গ্যারেট। গোল্ডেন চেম্বার থেকে পালাবার সময় ওটাও নিয়ে এসেছে।

নিজের ল্যাপটপের সঙ্গে ক্যামেরার কানেকশন দিল রেনফিল্ড। চালু করল ভিডিও। ল্যাপটপের পর্দায় ভেসে উঠল মাইডাসের সমাধির দৃশ্য। রেমির শুট করা সবকিছুই আছে ওতে, মাইডাস টাচের এক্সপেরিমেন্টও। দেখতে দেখতে কয়েক দফা বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল রেনফিল্ড, শেষ হলে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হুঁ,' ক্যামেরা ফিরিয়ে দিল রেনফিল্ড। আর কোনও কথা না বলে চাবি ঘোরাল ইগনিশনের।

মিনিটখানেকের ভিতর পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক। রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল সাবলীল গতিতে। লিঙ্কন টানেল হয়ে ম্যানহাটনে ঢুকবে।

'কোন্ লোকেশন ব্যবহার করছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট। ইটালিতে যাবার আগেই সম্ভাব্য পাঁচটা লোকেশন সম্পর্কে তাকে জানিয়েছিল রেনফিল্ড—আবহাওয়া এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে চূড়ান্তভাবে একটাকে নির্বাচন করবার কথা।

'ভিজি স্ট্রিট,' বলল রেনফিল্ড, 'চার্চ স্ট্রিটের পুবের লোকেশনটা।' পোর্ট অথোরিটির ট্রেন স্টেশন থেকে ওটা মাত্র এক ব্লক দূরে।

প্ল্যানটা খুবই সিম্পল—রাস্তার পাশে ট্রাকটা পার্ক করবে ওরা, ডিটোনেটরের টাইমার অন্ করে কেটে পড়বে ওখান থেকে। বোমা বিস্ফোরণের আগেই চলে যাবে অনেকদূরে। কোনও জটিলতা নেই এতে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটল গ্যারেটের, কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে সে। এখন আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

নুমার জেটে ওয়াশিংটন থেকে নিউ জার্সির টেটারবোরো এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে এক ঘণ্টা লাগল রানা ও তার সঙ্গীদের। ট্রাফিক জ্যাম এড়াবার জন্য এরপর একটা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করল এজেন্ট কার্টার. সেটা নিয়ে আরও আধঘণ্টা পরে ইস্ট রিভারের একটা হেলিপোর্টে ল্যাণ্ড করল ওরা। এফবিআই-এর লোকাল অফিস থেকে পাঠানো একটা লিমাযিন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য, সেটায় চড়ে দ্রুত ম্যানহাটনের উদ্দেশে রওনা হলো দলটা।

গাড়ির সঙ্গে বেশ কিছু সার্ভেইলান্স ডেটা পাঠিয়েছে লোকাল অফিস। সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই এফবিআই এজেন্ট। খানিক পরে একটা ফটোগ্রাফ রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল জেনকিন্স। 'এই ছবিটা দেখুন, মি. রানা। ডকুমেণ্টস্ বলছে, ওর নাম হ্যাল এলিসন, কানাডার নাগরিক। কিন্তু লোকটার সঙ্গে আপনাদের ডেসক্রিপশনের যথেষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছি।'

চোখ বোলাল রানা। সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা সাদা-কালো একটা ছবি। খুব স্পষ্ট বলা যাবে না, তারপরেও চোখে কালো পট্টি বাঁধা মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। থমথমে গলায় রানা বলল, 'ইট'স্ গ্যারেট।'

ববির চেহারাও কঠিন হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তোলা হয়েছে এ-ছবি? কখন?'

'দু'ঘণ্টা আগে, নায়াগ্রা ফলসের ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে,' বলল জেনকিন্স।

'বলেন কী! ওকে আটক করা হয়েছে তো?'

'না,' মাথা নাড়ল জেনকিন্স। 'আমাদের মেসেজটা অনেক দেরিতে পেয়েছে ওরা। গ্যারেটও কোনও সন্দেহজনক আচরণ করেনি, তাই...' ইতস্তত করল সে। 'ইয়ে... দোষটা আসলে আমাদেরই। এয়ারপোর্টগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম, বর্ডার চেকপয়েন্ট নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।'

'এ-নিয়ে এখন আর কপাল চাপড়ে লাভ নেই,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'দু'ঘণ্টা আগে নায়াগ্রা ফলস্ পার হয়েছে গ্যারেট, সময়টা নিউ ইয়র্কে পৌঁছুনোর জন্য যথেষ্ট।'

'ওর ট্রাকটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে,' বলল কার্টার। 'ট্রাকটা পেলে ওকেও পাওয়া যাবে।'

লিমাযিনের ড্রাইভারকে ডাউনটাউনের নির্মাণাধীন হাসপাতালের সাইটে যেতে বলল জেনকিন্স। লুকানোর জন্য গ্যারেট ওই জায়গাই বেছে নেবে বলে আশা করছে। উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনের অন্যান্য ট্রাকের মাঝে মিশিয়ে রাখতে পারবে নিজের ট্রাকটাকে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে পনেরো মিনিট পরেই ওদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দিল ড্রাইভার। পুলিশের একটা টিম আগে থেকেই ঘিরে রেখেছে পুরো সাইট, ওরা গাড়ি থেকে নামলে বয়স্ক এক সার্জেন্ট এগিয়ে এল।

'সার্জেন্ট বিল ফারগুসন, স্যর,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'আমি এখানকার ইনচার্জ।'

জেনকিন্স, রানা আর মুরল্যাণ্ডকে পরিচয় করিয়ে দিল কার্টার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খবর বলুন, সার্জেন্ট। ট্রাকটাকে লোকেট করতে পেরেছেন?'

'জী না,' মাথা নাড়ল ফারগুসন। 'সাইটে যতগুলো ট্রাক আছে, সবগুলোই ভাল করে দেখেছি আমরা। ওয়াশিংটনে হাইজ্যাক হওয়া ট্রাকটার সঙ্গে মিলছে না কোনোটাই। তারপরেও গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তল্লাশি চালিয়েছি সব ট্রাকে, কিন্তু রেডিয়েশনের কোনও চিহ্ন পাইনি।'

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল কার্টার। 'থ্যাঙ্ক ইউ, সার্জেন্ট। আপনি এখন যেতে পারেন। তবে আমি না বলা পর্যন্ত সাইট কর্ডন করে রাখুন। কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ফারগুসন।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল কার্টার। 'এখন কী করব? এখানে নেই গ্যারেট।'

'এখানে না থাকলেও নিউ ইয়র্কেই আছে,' জোর গলায় বলল রানা। 'আমি শিয়োর!'

'কীভাবে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন? নায়াগ্রা ফলস্ থেকে আরও বহু জায়গায় যাওয়া যায়।'

'উইলবিক্সের কানেকশনটাকে অগ্রাহ্য করছেন কেন? ট্রাকের চেহারা পাল্টে উইলবিক্সের নাম লিখেছে গ্যারেট। কোম্পানিটা এমন এক জায়গায় বিল্ডিং বানাচ্ছে, যার খুব কাছেই রয়েছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোল্ড ডিপোজেটরি। সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?'

'কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট আর ফেডারেল ব্যাঙ্কের চারদিকে পাহারা বসিয়েছি আমরা। সন্দেহজনক কোনও ট্রাক দেখলেই আটক করবে। ওখানে পৌঁছাবার কোনও উপায় নেই গ্যারেটের।'

'বোমা ফাটাবার জন্য ওয়াল স্ট্রিটে পৌঁছাবার দরকার নেই ওর, দূর থেকে ফাটালেও চলে।'

'কিন্তু এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার!' প্রতিবাদ করল কার্টার। 'স্ট্রনটিয়াম দিয়ে অত শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি

করা সম্ভব নয়।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন আমরা? স্ট্রনটিয়াম তো অন্যভাবেও ব্যবহার করা যায়!'

'কীভাবে?'

'খুব সিম্পল, নরমাল একটা বোমা ফাটাবেন আপনি, স্ট্রনটিয়ামের লোড থাকবে তার পাশে। জিনিসটা তা হলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে, রেডিয়েশন ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। ঠিক নিউক্লিয়ার বোমা নয়, একে আপনি রেডিওলজিক্যাল বোমা বলতে পারেন।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা। 'বোধহয় ঠিকই ধরেছ তুমি, ববি! হাইজ্যাক হওয়া ট্রাকে সওডাস্ট ছিল, তাই না? ওটাকে গুরুত্বহীন ভাবছিলাম আমরা... কিন্তু ভেবে দেখো, যদি নরমাল বোমার সঙ্গে স্ট্রনটিয়াম আর ওই সওডাস্ট রাখা হয়, তা হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যাবে। এয়ার সার্কুলেশনের ডাক্ট দিয়ে রেডিয়েটেড় সওডাস্ট ছড়িয়ে যাবে সবখানে... এমনকী ফেডারেল রিজার্ভের ভিতরেও!'

'কংগ্রাচুলেশন্স! মনে হচ্ছে গ্যারেটের পুরো প্ল্যান ধরে ফেলেছি আমরা!' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এবার ওটাকে বানচাল করে দেবার পালা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রেডিয়েটেড সওডাস্ট ছড়িয়ে দেবার জন্য বাতাসের উপর নির্ভর করতে হবে গ্যারেটকে। এজেন্ট কার্টার, এখুনি খোঁজ নিন, আজ বাতাস কোন্‌দিক থেকে বইছে।'

সেলফোন বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কার্টার, যোগাযোগ করল মিটিওরোলজিকাল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে। খানিক পরে জানাল, 'পশ্চিম দিক থেকে, মি. রানা।'

নিউ ইয়র্কের ম্যাপ স্মরণ করল রানা—হাসপাতালটা

ম্যানহাটনের উত্তর দিকে। এখানে বোমা ফাটালে ওয়াল স্ট্রিটে যাবে না গ্যাস ক্লাউড। কাজটা করতে হবে টার্গেটের পশ্চিমে।

গাড়ির দিকে পা বাড়াল রানা। 'লেটস্ গো। আমি জানি গ্যারেট কোথায় গেছে।'

ঊনত্রিশ

লিঙ্কন টানেল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণমুখী নাইন্থ অ্যাভিনিউ ধরল রেনফিল্ড, হাডসন স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে মোড় নিল। রাশ আওয়ার চলছে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, স্পিড তোলা গেল না। পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল চার্চ স্ট্রিট আর ভিজি স্ট্রিটের ইন্টারসেকশনে পৌঁছুতে।

সেইন্ট পল'স্ চ্যাপেলের গোরস্থানের সামনে ট্রাক থামাল রেনফিল্ড। রাস্তার উল্টোপাশে রয়েছে একটা স্মোক শপ, ক্যামেরার দোকান আর ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট। ওগুলোর পাশে পরিত্যক্ত এক বিল্ডিঙের রেনোভেশন চলছে, সেটার সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল এক ব্যানার:

সুখবর! শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন!

দ্য সেইফ ক্র্যাকার:

নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে অনবদ্য রেস্টুরেন্ট,

যেখানে শতাব্দী-প্রাচীন ব্যাঙ্ক ভল্টে বসে

আপনি উপভোগ করতে পারবেন লোভনীয় সব খাবার!

ব্যানারের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল গ্যারেট। পুরনো ব্যাঙ্ক ভল্টের ভিতরে রেস্টুরেন্ট খোলার বুদ্ধি কোন্ গর্দভের মাথা থেকে বেরিয়েছে কে জানে! এর মধ্যে আকর্ষণ কোথায়? জায়গাটা জেলখানা হলে নাহয় ইন্টারেস্টিং বলা যেত। পরিত্যক্ত বিল্ডিংটার উপর দৃষ্টি বোলাল সে—নড়বড়ে দশা, একশো বছরের কম হবে না বয়স। বিল্ডিঙের সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ এক লোক ওটা থেকে নামাচ্ছে রেনোভেশনের বিভিন্ন সাপ্লাই, এ ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না ওখানে।

চাবি ঘুরিয়ে ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ করল রেনফিল্ড, তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা রিমোট কন্ট্রোল। 'তুমি রেডি?' গ্যারেটকে জিজ্ঞেস করল সে।

ব্যাকপ্যাকের মুখ আটকাল গ্যারেট। 'হ্যাঁ। কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

'বেশি না, দশ মিনিট।'

ভুরু কোঁচকাল গ্যারেট। 'একটু কম হয়ে গেল না?'

'উঁহুঁ। ব্লাস্ট এরিয়া থেকে সরে যাবার জন্য দশ মিনিটই যথেষ্ট। স্রেফ একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে।'

'তাতে নাহয় বিস্ফোরণের আওতা থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু রেডিয়েশন?'

'পশ্চিমদিকে চলে যাব আমরা, বায়ুপ্রবাহের উজানে। রেডিয়েটেড সওডাস্ট ওদিকে যাবেই না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'বেশ। আশা করি ভালমত ক্যালকুলেশন করেছ। চলো।'

ঘড়িতে সময় মিলিয়ে নিল দু'জনে, তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বাটন চাপল রেনফিল্ড। চালু হয়ে গেল স্ট্রনটিয়াম বোমার টাইমার। নেমে যাবার জন্য দরজায় কেবল হাত দিয়েছে গ্যারেট, তখুনি আঁতকে উঠল রেনফিল্ড।

'ও মাই গড!'

ঝট্ করে তার দিকে তাকাল গ্যারেট। 'কী হয়েছে?'

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে রেনফিল্ড—সরকারি লাইসেন্স প্লেট লাগানো কুচকুচে কালো রঙের একটা লিমাযিন এসে থেমেছে ওদের ট্রাকের পিছনে। এ-ধরনের গাড়ি শুধু একটা এজেন্সিই ব্যবহার করে। থমথমে মুখে গ্যারেটের দিকে তাকাল সে। বলল, 'এফবিআই!'

জানালা দিয়ে মাথা বের করে পিছনে তাকাল গ্যারেট। তার মুখেও মেঘ জমল। সোজা হয়ে বলল, 'রিল্যাক্স, উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমি ওদেরকে সামলাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কোনও আর্মস্ আছে?'

'গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।'

ড্যাশবোর্ডের ডালা খুলল গ্যারেট, ভিতরে লোডেড অবস্থায় পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের একটা রিভলবার পাওয়া গেল, সঙ্গে ছ'রাউণ্ড স্পেয়ার অ্যামিউনিশন। অস্ত্রটা কোমরে গুঁজল সে। রেনফিল্ডকে বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। আমি না ডাকলে নেমো না।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো,' বলল রেনফিল্ড। 'টাইমার ক্যানসেলের কোনও ব্যবস্থা রাখিনি আমি। দশ মিনিট পরেই ফাটবে বোমাটা।'

মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। ব্যাকপ্যাকটা সিটের উপর রেখে দরজা খুলল, এক লাফে নেমে এল পেভমেন্টে। লিমাযিনের দিকে ঘুরতেই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার, বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। গাড়ি থেকে যে-মানুষটা নেমে আসছে সে আর কেউ নয়... স্বয়ং মাসুদ রানা!

বিস্ময়ে খাবি খেতে শুধু বাকি রইল গ্যারেটের। এ কী করে হয়? সুদূর নেপলসে মাটির নীচে বাঙালিটাকে নিজ হাতে খতম

করে দিয়ে এসেছে সে, স্বচক্ষে দেখেছে ওকে পাথরের তলায় চাপা পড়ে যেতে। তা হলে রানা নিউ ইয়র্কে পৌঁছায় কী করে? ওকেই বা খুঁজে পেল কীভাবে? সব গোলমাল হয়ে গেল তার।

রানাও থমকে গেছে গ্যারেটকে দেখতে পেয়ে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য পরস্পরের উপর দৃষ্টি আটকে রইল ওদের, তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্যারেটের শরীরে, ঝট্ করে তুলল রিভলবার, নিমেষে ট্রিগার চাপল। রানা তার আগেই ডাইভ দিয়েছে, গুলিটা বিঁধল ওর পিছন পিছন লিমাযিন থেকে বেরিয়ে আসা কার্টারের কাঁধে। আধপাক ঘুরে গিয়ে পেভমেন্টে মুখ থুবড়ে পড়ল এফবিআই এজেন্ট।

চিৎকার আর হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল চারদিকে। পথচারীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেছে। ট্রাকের সিটের দিকে হাত বাড়াল গ্যারেট, কিন্তু তার আগেই ব্যাকপ্যাকটা ছোঁ মেরে তুলে নিল রেনফিল্ড, নিজের পাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রাস্তায়। পরক্ষণে আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো।

এক ছুটে ড্রাইভারস্ ক্যাবের সামনে চলে এল গ্যারেট, কাভার নিল। গালাগালির তুবড়ি ছুটছে তার মুখ দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর আড়াল থেকে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিল। রাস্তার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রেনফিল্ড। প্রতিপক্ষের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে সে। পাশে পড়ে আছে ব্যাকপ্যাকটা। ওটা হাতে পাবার কোনও উপায় নেই আর।

'অ্যান্থনি গ্যারেট!' চিৎকার ভেসে এল লিমাযিনের দিক থেকে। 'দিস ইজ স্পেশাল এজেন্ট জোনাথন জেনকিন্স ফ্রম এফবিআই। সারেণ্ডার করো!'

'নিকুচি করি সারেণ্ডারের!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল গ্যারেট। এক লাফে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, রিভলবার তুলে একের পর এক গুলি ছুঁড়তে শুরু করল লিমাযিনের দিকে, সেই সঙ্গে লাগাল

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। কাভার নেয়ার জন্য লিমাযিনের পিছনে চলে গেছে প্রতিপক্ষ, পাল্টা গুলি চালাল না। ফলে সহজেই রাস্তা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে গেল সে। ঢুকে পড়ল ওটার ভিতরে।

ততক্ষণে পুলিশের সাইরেন শোনা যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে এজেন্ট কার্টারের পাশে গেল রানা, পরীক্ষা করল তার ক্ষত।

'আ... আমি ঠিক আছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কার্টার। 'আপনি গ্যারেটকে আটকান।'

লিমাযিনের পিছনে কাভার নেয়া মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কোথায় ও?'

'গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তবে এজেন্ট জেনকিন্স ওর সাগরেদকে ঘায়েল করেছেন।'

কার্টারের কাছ থেকে তার পিস্তলটা চেয়ে নিল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়াতেই ওর হাত টেনে ধরল জেনকিন্স, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'গ্যারেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে,' কঠিন গলায় বলল রানা।

'একা? পাগল হয়েছেন?'

'ওর জন্য আমি একাই যথেষ্ট।'

'হয়তো। কিন্তু আপনাকে আর মি. মুরল্যাণ্ডকে অন্য কাজে প্রয়োজন আমার। আপনাদের ফাইল দেখেছি আমি, বোমা-টোমার ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা আছে দু'জনেরই। প্লিজ, ট্রাকের বোমাটা ডিজআর্ম করুন।'

'কীভাবে? ওটার ব্যাপারে কোনও আইডিয়া নেই আমাদের।'

রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা রেনফিল্ডের দিকে ইশারা

করল জেনকিন্স—উরুতে গুলি লেগেছে তার, গোঙাচ্ছে। 'ওই ব্যাটাই গ্যারেটের বম্ব-মেকার, আমি শিয়োর। ওকে ইন্টারোগেট করুন।'

'আর গ্যারেট?'

'ওর পিছনে আমিই যাচ্ছি।'

দুটো পুলিশ ক্রুজার এসে পড়েছে, ব্রেক কষেছে রাস্তার ধারে। আরোহীদের ডাক দিল জেনকিন্স, অস্ত্র বাগিয়ে সবাই একযোগে এগোল রেস্টুরেন্টের দিকে।

ঠোঁট কামড়াল রানা, গ্যারেটকে নিজ হাতে শাস্তি দেবার তাড়না অগ্রাহ্য করতে পারছে না। কিন্তু এ-ও ঠিক, ঘৃণ্য ওই অপরাধীকে ধরার চাইতে ম্যানহাটনের কয়েক লক্ষ লোকের জীবন বাঁচানো অনেক বেশি জরুরি।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'চলে এসো, রানা। গ্যারেটকে নিয়ে ভেবো না। রেস্টুরেন্টের ভিতরে নির্ঘাত কাউকে জিম্মি করে বসে আছে ও। পুলিশ-এফবিআই ওকে ঘিরে ফেলবে, পালাতে দেবে না। নেগোশিয়েশনেও প্রচুর সময় লাগবে। বোমা ডিজআর্ম করে ওদিকে যোগ দিতে পারব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরল রানা। পিছু নিল মুরল্যাণ্ডের। রাস্তার উপর পড়ে থাকা গ্যারেটের ব্যাকপ্যাকটা চিনতে পেরে হাতে তুলে নিল। মুখ খুলে দেখে নিল ভিতরটা। হ্যাঁ, সবই আছে—আর্কিমিডিসের কোডেক্স, সোনার হাত, ভিডিও ক্যামেরা আর প্লাস্টিকের কন্টেইনারে মাইডাস টাচ। ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে নিল ও। মুরল্যাণ্ড ততক্ষণে রেনফিল্ডের উরুর ক্ষতের উপর পা রেখে চাপ দিতে শুরু করেছে। ব্যথায় কাতরে উঠল ধরাশায়ী লোকটা।

'নাম কী তোমার?' রুক্ষ গলায় জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'রেনফিল্ড...' ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ শব্দ বেরুল বোমা

বিশেষজ্ঞের গলা দিয়ে, '...অগাস্ট রেনফিল্ড। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাদের এখুনি সরে যেতে হবে এখান থেকে!'

'কেন? স্ট্রনটিয়ামের বোমাটা কি অ্যাকটিভেট করে দিয়েছ তোমরা?'

'আ... আমি কোনও বোমার কথা জানি না।'

রেনফিল্ডের ঊরুর উপর পায়ের চাপ বাড়াল মুরল্যাণ্ড। ককিয়ে উঠল সে। 'এখন মনে পড়ছে? নাকি আরেকটু চাপ দেব?'

'না, না! প্লিজ!!' আঁতকে উঠল রেনফিল্ড। 'হ্যাঁ, বোমার টাইমার চালু করেছি আমি... কাউণ্টডাউন শুরু হয়ে গেছে।'

'কখন ফাটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল রেনফিল্ড। 'আর নয় মিনিট পর।'

চমকে উঠল রানা। মাত্র নয় মিনিট? এত অল্প সময়ে এফবিআই বা পুলিশের বম্ব-ডিসপোজাল ইউনিট কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না অকুস্থলে। এগিয়ে গেল ও, কলার ধরে দাঁড় করালো রেনফিল্ডকে।

'বোমাটা ডিজআর্ম করো... এক্ষুণি!'

মাথা নাড়ল রেনফিল্ড। 'সম্ভব নয়। ডিজআর্ম করবার কোনও ব্যবস্থা রাখিনি আমি। ওটা ফাটবেই।'

ঠোঁট কামড়াল রানা, লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। 'কোথায় রেখেছ বোমাটা?'

'ট্রেইলারের ঠিক মাঝখানে। প্লিজ, অযথা সময় নষ্ট করবেন না...'

'ওটার কনফিগারেশন বলো,' রেনফিল্ডকে থামিয়ে দিল রানা।

কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল বোমা বিশেষজ্ঞ, গলার উপর চাপ পড়তেই হার মানল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলছি। দুটো অংশ আছে বোমার—আনকানেক্টেড, তবে আইডেণ্টিক্যাল টাইমার-সহ। টাইমার দুটো সিনক্রো-

নাইজড। কালো রঙের একটা বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে স্ট্রনটিয়াম—রেডিয়েশন ঠেকাবার জন্য সীসার শিল্ডিঙের ভিতর। বাক্সের ভিতরটা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভে ভরা। মূল ডেটোনেশনের এক সেকেণ্ড আগে ভেঙে যাবে শিল্ড, যাতে বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা লাগে স্ট্রনটিয়ামের গায়ে।'

'মূল বোমাটা কত বড়?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'পাঁচশো পাউণ্ডের। সেইসঙ্গে তিনশো পাউণ্ড গ্যাসোলিন রাখা হয়েছে সওডাস্ট পোড়ানোর জন্য।'

বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার। বোমাটা অন্তত এক বর্গমাইল এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

'তুমি বলছ ওটা ডিজআর্ম করা যাবে না?'

'না,' জোর গলায় বলল রেনফিল্ড। 'একেবারেই অসম্ভব। কলাপসিবল সার্কিটের সাহায্যে ওটার ডিজাইন করেছি আমি। যদি বাঁচতে চান তো এখুনি পালান এখান থেকে।'

মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কী বলো তুমি, ববি?'

'লেজ তুলে পালাবার অভ্যেস নেই আমার,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

'গুড। তা হলে একটা চেষ্টা করে দেখা যাক, কী বলো? লিমাযিনে একটা গাইগার কাউন্টার আছে, ওটা নিয়ে এসো।'

গাড়ির দিকে ছুটে গেল মুরল্যাণ্ড।

'আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' হতভম্ব গলায় বলল রেনফিল্ড। 'যা করতে চাইছেন, তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু না।'

'দেখাই যাক,' বলল রানা। ইতিমধ্যে আরও দুটো পুলিশ ক্রুজার এসে গেছে। ওদের হাতে রেনফিল্ডকে সোপর্দ করল রানা, আহত এজেন্ট কার্টারকে একটা গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালে। গাইগার কাউন্টার নিয়ে মুরল্যাণ্ড ফিরে এলে

উঠে পড়ল রানা ট্রেইলারে।

কাঠের গুঁড়োয় ভরে আছে গোটা ট্রেইলার, তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপল সরিয়ে গাইগার কাউন্টার অন্ করল ওরা, রিডিং নিতে শুরু করল। ট্রেইলারের মাঝামাঝি জায়গায় যেতেই বেড়ে গেল রেডিয়েশনের কাউন্ট। হাত দিয়ে জায়গাটা খুঁড়ে ফেলল দু'জনে।

কালো রঙের একটা বাক্স পাওয়া গেল, ওটার ভিতরে রয়েছে স্ট্রনটিয়াম। গায়ে জ্বলজ্বল করছে টাইমারের ডিসপ্লে। মাত্র সাত মিনিট বাকি বিস্ফোরণের। তার আগেই মূল এক্সপ্লোসিভের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিতে হবে স্ট্রনটিয়াম, যাতে বিস্ফোরণ ঘটলেও রেডিয়েশন না ছড়ায়।

বাক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'বন্ধু—বেশ ভারী ওটা, দু'জনকেই হাত লাগাতে হলো জিনিসটা সওডাস্টের ভিতর থেকে বের করে আনতে।

ট্রেইলার থেকে লাফ দিয়ে নামল মুরল্যাণ্ড। পিছনের ডালা খুলে দিল। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়তে শুরু করল কাঠের গুঁড়ো, চোখের পলকে বড় একটা স্তূপে পরিণত হলো। স্তূপের উপর দিয়ে বাক্সটা পিছলে নামিয়ে আনল রানা। মাটিতে পা রাখতেই একটা হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে উদয় হতে দেখল বন্ধুকে।

'কোথায় পেলে হ্যাণ্ডকার্ট?' জিজ্ঞেস করল ও।

হাত তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো ডেলিভারি ট্রাকটা দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'ওখান থেকে এনেছি।'

'ভাল করেছ। জিনিসটা বইবার ঝামেলা থেকে বাঁচলাম।'

'কিন্তু নেবে কোথায়?'

চারদিকে নজর বোলাল রানা। সেইফ ক্র্যাকার রেস্টুরেন্টের ব্যানারটার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখের দৃষ্টি। 'ওখানে! পুরনো ব্যাঙ্কটায়। ভল্টে ঢুকিয়ে যদি দরজা আটকে

দিতে পারি, আশা করি বিস্ফোরণের ধাক্কা হজম করে নেবে পুরু দেয়াল। ভল্ট থেকে রেডিয়েশন বেরুনোর সম্ভাবনাও কম।'

'গুড আইডিয়া।' বাক্সটা হ্যাণ্ডকার্টে তুলতে রানাকে সাহায্য করল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু ট্রাকে এখনও পাঁচশো পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ রয়ে গেছে। ওটার ব্যাপারে কী করা যায়?'

'ট্রাক-ড্রাইভার হয়ে যাও,' বলল রানা। 'ওটাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাও কোনও ফাঁকা জায়গায়।'

'ফাঁকা জায়গা? ম্যানহাটনে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'ঠাট্টা করছ?'

'ট্রাই ইয়োর বেস্ট। আমি চললাম।' হ্যাণ্ডকার্ট ঠেলে ছুটতে শুরু করল রানা। রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল পুরনো বিল্ডিংটার দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর জেনকিন্সকে রাস্তার ওপারের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুরল্যাণ্ড। চেহারায় হতাশা।

'গ্যারেট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রেস্টুরেন্টের পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে,' বলল জেনকিন্স। 'তবে পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছি আমরা, ও পালাতে পারবে না।'

'হোয়াটএভার,' তড়িঘড়ি করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার পুলিশ এসকর্ট দরকার, এজেন্ট জেনকিন্স। স্ট্রনটিয়াম সরিয়ে নিয়েছি আমরা, কিন্তু ট্রেইলারে পাঁচশো পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ রয়ে গেছে। ট্রাকটা দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল জেনকিন্স। 'কোথায় নেবেন?'

একটু ভাবল মুরল্যাণ্ড। 'অলব্যানি স্ট্রিট। প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন। হাতে সময় নেই।'

হাঁকডাক শুরু করল জেনকিন্স। পুলিশের একটা গাড়িকে সাইরেন বাজিয়ে রওনা করিয়ে দিল সামনে। ট্রাক নিয়ে ওটাকে

অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। জানে না, যা করতে চাইছে তাতে আদৌ সফল হবে কি না।

হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে পুরনো ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। ভিতরে কেউ নেই, বাইরে গোলাগুলি শুরু হতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে ওয়ার্কাররা। আশপাশে নজর বোলাল ও। রেনোভেশনের কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে—মেঝে চেঁছে ফেলা হয়েছে, মুখ ব্যাদান করে রেখেছে নগ্ন কংক্রিট। দেয়ালের ফাটলগুলো বুজিয়ে দেয়া হয়েছে সিমেণ্ট দিয়ে, রঙ করা হয়নি।

ভল্ট খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না, সিঁড়ি ধরে ভূগর্ভে নামতেই চোখে পড়ল দশ ফুট ব্যাসের বিশাল এক বৃত্তাকার দরজা, দুই ফুট পুরু ব্রোঞ্জের তৈরি। প্রায় একশো বছরের পুরনো হলেও দরজাটা আজও ধরে রেখেছে পুরনো শৌর্য-বীর্য, সগর্বে জানান দিচ্ছে সেই আমলের নির্মাতাদের দক্ষ নির্মাণশৈলীর। ওটার কিনারে উঁকি দিচ্ছে ছয় ইঞ্চি ডায়ামিটারের এক সারি লকিং বোল্ট, অপারেটিং মেকানিজমটাও অক্ষত বলে মনে হলো। খুশি হয়ে উঠল রানা। ভারী ওই দরজা এবং ভল্টের চারপাশের পুরু কংক্রিটের দেয়াল সহজেই হজম করতে পারবে বোমা বিস্ফোরণের ধাক্কা, ঠেকাতে পারবে স্ট্রনটিয়ামের রেডিয়েশনও।

হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে ভল্টের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল ও। ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া, পঁচিশ ফুট গভীর। রেস্টুরেন্টের স্পেস হিসেবে মন্দ নয়। বাইরের চেয়ে এখানকার রেনোভেশন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। ভল্ট-ডোরের পাশে বসানো হয়েছে একটা হোস্টেস স্ট্যাণ্ড। বার-ও তৈরি করা হয়েছে একপাশের দেয়াল ঘেঁষে। বাকি জায়গায় অনায়াসে বিশটা টেবিল এঁটে যাবে। এককোণে হার্ডউডের স্তূপ দেখা গেল, মেঝেতে

বসানোর জন্য এনে রাখা হয়েছে।

তক্তাগুলোর কাছে হ্যাণ্ডকার্টটা নিয়ে গেল রানা। একটু খারাপই লাগল রেস্টুরেন্টটা আর কোনোদিন চালু হবে না ভেবে। রেডিয়েশন যদি শেষ পর্যন্ত দূরও করতে পারে মালিকপক্ষ, কোনও কাস্টোমার আসবে না এই রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি, আবছা আলোয় প্রথম দর্শনে তার চেহারা বোঝা গেল না। কিন্তু দূরত্ব কমতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। দেখা গেল চোখে কালো পট্টি বাঁধা একটা মুখ, সেইসঙ্গে হাতে ধরা একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট রিভলবার।

অ্যান্থনি গ্যারেট!

পরক্ষণে ট্রিগার চাপল সে। বদ্ধ ভল্ট কেঁপে উঠল রিভলবারের আওয়াজে।

ত্রিশ

স্রেফ কপাল, রানার গায়ে লাগল না গুলিটা। এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ডেপথ পারসেপশন হারিয়েছে গ্যারেট, তার ওপর আলোকস্বল্পতা... নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি। দ্বিতীয় গুলি হবার আগেই মাটিতে ঝাঁপ দিল রানা, পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল কাঠের স্তূপের আড়ালে। কার্টারের কাছ থেকে আনা

পিস্তলটা ইতিমধ্যে চলে এসেছে হাতে। গুলি করল ও।

ধপ্ করে মাটিতে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো। তবে তার পিছু পিছু কাপড়ের খসখসানি শুনে বোঝা গেল, ও-ও মিস করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ওরই মত কাভার খুঁজে নিচ্ছে গ্যারেট। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে আরেকবার গুলি করল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। হাসি শোনা গেল গ্যারেটের।

'অযথা বুলেট নষ্ট করছ তুমি, রানা!'

'এখানে তুমি কী করছ, গ্যারেট?'

'গ্রেট মাইণ্ডস্ থিঙ্ক অ্যালাইক, রানা। স্ট্রনটিয়ামের রেডিয়েশনের বিরুদ্ধে এই ব্যাঙ্ক ভল্ট কতখানি কার্যকর, তা তোমার মত আমিও ধরতে পেরেছি। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, তুমি বোমাটা ভিতরে ফাটিয়ে রেডিয়েশন ঠেকাতে চাইছ; আর আমি চাইছি এখানে লুকিয়ে রেডিয়েশন থেকে রক্ষা পেতে। আফটার অল, পালিয়ে তো আর যেতে পারছি না; পুলিশ পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছে।'

'এখানে পৌঁছুলে কী করে?'

'পিছনের দরজা দিয়ে। ব্যাঙ্ক আর রেস্টুরেন্টের পিছন দিকটা একই গলিতে মিশেছে। একটুও অসুবিধে হয়নি আমার।'

'অসুবিধে যা হবার এবার হবে। হ্যাণ্ডকার্টে রাখা বাক্সটা দেখতে পাচ্ছ? আর মাত্র দু'মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে ওটা।'

'জানি। তোমার পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাকটাও দেখতে পেয়েছি। ওটার ভিতরে আছে মাইডাসের হাত। জিনিসটা আমাকে দিয়ে দাও, রানা। নইলে দু'জনেই মরব।'

'মরতে আমি ভয় পাই না, গ্যারেট।'

'আমি পাই ভাবছ? দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমার, রানা। মাইডাস টাচের মালিক হতে না পারলে এমনিতেও বাঁচার উপায় নেই। গত কয়েকদিনে যা ঘটিয়েছি, তার জন্য আইন আমাকে

বাকি জীবন কুকুরের মত তাড়া করে ফিরবে। ওভাবে বাঁচতে চাই না আমি। এখানে যদি মারা যাই, তা হলে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরব—যার কারণে সর্বনাশ হয়েছে আমার, তাকে সঙ্গে নিয়ে মরছি।'

গ্যারেটের মরিয়া মনোভাবের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম পণ্ড হয়ে গেছে তার। ধরা পড়েছে রেনফিল্ড। আমেরিকার বুকে বোমা ফাটাতে চেয়েছে সে, এবার টেরোরিজমের অভিযোগে ওর পিছনে লাগবে এফবিআই আর সিআইএ থেকে শুরু করে আমেরিকার সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থা। দুনিয়ার কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না সে। এখন মাইডাস টাচই তার শেষ ভরসা। সোনা বানাবার জাদুকরি ক্ষমতা হাতে থাকলে অনেকেই তাকে দলে ভেড়াতে চাইবে, দেবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। না, পিশাচটাকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না ও। চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক খুলল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'এতই খায়েশ তোমার মাইডাস টাচের মালিক হবার?' ব্যাকপ্যাকটা সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের পিছনে। 'যাও, পারলে কুড়িয়ে নাও!'

এক লাফে বারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেট, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেরুল মাঝখানের দূরত্ব, তারপর ডাইভ দিয়ে চলে গেল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের পিছনে।

ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার। ফাঁদে পা দিয়েছে ঘুঘু, এবার ওর চাল দেবার পালা।

ভিজি স্ট্রিট থেকে অলব্যানি স্ট্রিটের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল, তারপরেও মুরল্যাণ্ডের ভয় হলো, সময়মত পৌঁছুতে পারবে না ওখানে। সামনের পুলিশ এসকর্ট খুব একটা সুবিধে করতে পারছে

না, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। স্পিড তোলা যাচ্ছে না। তার ওপর একটার পর একটা মোড় পেরুতে হচ্ছে ওকে—ছোট গাড়ির জন্য ওগুলো কিছুই নয়, কিন্তু ভারী ট্রাকটার জন্য প্রতিটি মোড় হয়ে উঠছে সময় নষ্ট করার ফাঁদ। শঙ্কিত চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল ও—আর মাত্র দু'মিনিট বাকি, অথচ এখনও অলব্যানি স্ট্রিটের এন্ট্রান্সে পৌঁছুতে পারেনি।

যদিও চকিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুরল্যাণ্ড, তারপরেও একেবারে ঝোঁকের মাথায় নেয়নি। মনে মনে স্মরণ করেছে নিউ ইয়র্কের ম্যাপ—অলব্যানি স্ট্রিটে পৌঁছুতে মাত্র এগারো ব্লক পেরুতে হবে ওকে। সবচেয়ে বড় কথা, রাস্তাটা গেছে ম্যানহাটন আইল্যাণ্ডের একেবারে সীমানা ঘেঁষে।

শেষবারের মত একটা মোড় নিল মুরল্যাণ্ড, ট্রাক নিয়ে ঢুকে পড়ল অলব্যানি স্ট্রিটে। ট্রাকের উঁচু ড্রাইভারস্ ক্যাব থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে রাস্তার শেষ প্রান্ত, রোদে উদ্ভাসিত নীল পানি ঝিলমিল করছে ওখানে।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ডের। গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। পুলিশ এসকর্টকে ওভারটেক করে ছুটে গেল সামনে। ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ ভর করল মনে—কাজটা ঠিক করছে তো? পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। আর কোনও উপায় নেই।

ট্রাক নিয়ে হাডসন নদীতেই ঝাঁপ দিতে হবে ওকে।

পরিস্থিতি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে রানা, ভল্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোনও অবস্থাতেই সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ওদিকে পা বাড়ালেই গুলি খাবে। বাঁচার উপায় একটাই, গ্যারেটকে ব্যস্ত রাখতে হবে। আর সেজন্যেই ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে দিয়েছে ও। সবকিছু ভুলে ওটার দিকে ছুটে গেছে গ্যারেট।

গুলি থামতেই গড়ান দিয়ে তক্তার স্তূপের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা, এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ব্যাকপ্যাক নিয়ে গ্যারেট এখুনি উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিতে রাজি নয় ও। হ্যাণ্ডকার্টের হ্যাণ্ডেল দু'হাতে আঁকড়ে ধরল, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে ঠেলে দিল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের দিকে। ছুটে গিয়ে হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের ডায়াসের গায়ে সজোরে ধাক্কা দিল হ্যাণ্ডকার্ট। ভারী ডায়াসটা সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হেলে গেল, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেল গ্যারেটের গায়ের উপর।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল গ্যারেট, কিন্তু সে-দিকে মনোযোগ নেই রানার। প্রাণপণে ছুট লাগিয়েছে ভল্টের দরজার দিকে। ডায়াসের তলা থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শরীরের অর্ধেকটা বের করতেই ওকে দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে দেখল গ্যারেট। ক্রুদ্ধ গর্জন করে গুলি করল সে।

রানার উরুর পিছনে লাগল গুলিটা। দৌড়াতে থাকা অবস্থায় হুমড়ি খেলো ও, কিন্তু পড়ে যাবার আগেই ঝাঁপ দিল সামনে। বাতাস ভেদ করে ভল্টের প্রবেশপথ পেরিয়ে গেল দেহটা, ওপাশে পৌঁছেই একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো।

টের পেল রানা, রক্তে ভিজে যাচ্ছে ওর প্যান্ট, কিন্তু পরোয়া করল না। ব্যথা অগ্রাহ্য করে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভল্টের দরজার উপর। ঠেলতে শুরু করল পাল্লাটা। ভল্টের ভিতর থেকে ভেসে এল গ্যারেটের শাপ-শাপান্ত। গুলি ছুঁড়ছে সে একের পর এক, দু'ফুট পুরু দরজার গায়ে মাথা কুটে মরল বুলেটগুলো।

চেম্বার খালি হয়ে গেলে বোধোদয় হলো গ্যারেটের। গোলাগুলি না করে দরজার দিকে ছুট লাগানো দরকার তার। সর্বশক্তি খাটিয়ে দেহকে টেনে বের করল ডায়াসের তলা থেকে, ব্যাকপ্যাক বুকে জড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল সে। কিন্তু

দশ ফুট যেতেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আঁধারে ছেয়ে গেল ভল্টের অভ্যন্তর।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল গ্যারেট।

জবাবে ক্লিক করে লকিং মেকানিজমের মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। হুইল ঘুরিয়ে তালা আটকে দিয়েছে রানা। বন্দি হয়েছে গ্যারেট ভল্টের ভিতর। পাল্লার গায়ে আক্রোশ নিয়ে দমাদম কিল বসাল, কিন্তু লাভ হলো না কোনও।

হঠাৎ খেয়াল করল গ্যারেট, ডান পাশ থেকে আসছে আলোর আভা। ওদিকে মাথা ঘোরাতেই কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। নিকষ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে কালো বাক্সটার গায়ে লাগানো ডিজিটাল টাইমার।

ছয়... পাঁচ... চার...

অ্যাকসেলারেটরের প্যাডাল ট্রাকের মেঝের সঙ্গে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে মুরল্যাণ্ড, ফুল স্পিডে ছোটাচ্ছে ট্রাক। চকিতে ঘড়ি দেখল, এক মিনিটও বাকি নেই বিস্ফোরণের। এয়ার হর্ন চাপতে শুরু করল পাগলের মত, সামনে থেকে সরে যেতে সঙ্কেত দিচ্ছে সমস্ত গাড়ি আর মানুষকে।

দু'পাশে গাছ লাগানো সংকীর্ণ রাস্তা অলব্যানি স্ট্রিট, চত্বরের মত একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। চত্বরের পরে রয়েছে একটা কোর্টইয়ার্ড, সেটা ঘেঁষে চলে গেছে নদীর পার ছুঁয়ে তৈরি করা এসপ্ল্যানেড... মানে পায়ে হাঁটা পথ। নিঃসঙ্গ দু'একজন পথচারী ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। কোর্টইয়ার্ডও খালি।

সামনে কী ধরনের বাধা আছে, তা দেখে নিল মুরল্যাণ্ড। কোর্টইয়ার্ডের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো সমস্যা করবে না, করবে ইয়ার্ডের সীমানার ভীমদর্শন সাতটা কংক্রিট পিলার। ট্রাকের মুখ একটু ঘুরিয়ে নিল ও। রাস্তার প্রান্তদেশের অ্যাপার্টমেন্ট

বিল্ডিং আর বামদিকের শেষ পিলারটার মাঝে মোটামুটি একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছে।

গাছপালা ভেঙে পেভমেন্টের উপর উঠে গেল ট্রাকের দুটো চাকা, ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল ফাঁকের দিকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল মুরল্যাণ্ড, হিসেবে সামান্য ভুল করেছে ও—ফাঁকটা যথেষ্ট চওড়া নয়। তবে তখন আর কিছু করার নেই। সরোষে ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাক, প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে চুরচুর করে ঝরে পড়ল উইণ্ডশিল্ড।

ভয় হলো মুরল্যাণ্ডের, বুঝি দাঁড়িয়ে গেল ট্রাকটা; কিন্তু চল্লিশ টন ওজনের যন্ত্রদানবটার শক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল না ওর। পিলার আর বিল্ডিঙের কোনা ভেঙেচুরে ফেলল ওটা, ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে পেরিয়ে গেল কোর্টইয়ার্ড, উঠে পড়ল এসপ্ল্যানেডে। নদীর কিনারায় তিন ফুট উঁচু রেলিং আছে, তবে সেটা পাগলা ট্রাকের জন্য কিছুই নয়। রেলিং ভেঙে সোজা পানিতে ঝাঁপ দিল ওটা।

শেষ মুহূর্তে ট্রাকের ভাঙা জানালা গলে লাফ দিয়েছে মুরল্যাণ্ড। এসপ্ল্যানেডের কংক্রিটে ধপাস করে পড়ল ও, কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো। ট্রাকটা গিয়ে আছড়ে পড়ল পানির বুকে। ফুলঝুরির মত কয়েকশ' লিটার পানি ছিটকে উঠল, কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর ওজনের টানে নদীতে তলিয়ে গেল যন্ত্রদানব। মাথা তুলতেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই তরুণ-তরুণীকে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড। শরীর একটু উঁচু করে ঝাঁপ দিল ও, ওদেরকে জাপটে ধরে শুইয়ে ফেলল মাটিতে। আর তখুনি ঘটল বিস্ফোরণ।

নদীর পানিতে বিশাল এক আলোড়ন উঠল, আকাশের দিকে উঠে এল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলস্তম্ভ, পরক্ষণে ভেঙেচুরে ছিটকে গেল চারদিকে। প্রবল কম্পনে ফাটল ধরল এসপ্ল্যানেডে,

আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে উড়ে গেল গাছে বসে কিচিরমিচির রত পাখির দল।

ঠিক একই সময়ে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল চাপা গুম গুম আওয়াজ। রানার পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মাটি, ছাত থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল সিমেন্ট আর পাথরের চাঙড়। তাল হারিয়ে পড়ে গেল ও। শরীরে আর কোনও শক্তি পাচ্ছে না।

কাঁপন থেমে যাবার পর উঠে বসল রানা। অপেক্ষা করল দরজার ওপাশ থেকে আর কোনও আওয়াজ হয় কি না শোনার জন্য। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। ঘটবার কথাও নয়। বোমা বিস্ফোরণে যদি মারা না-ও গিয়ে থাকে গ্যারেট, রেডিয়েশনে মরবে। বড়ই ভয়ঙ্কর এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু সেটা। একটুও করুণা অনুভব করল না রানা। পিশাচটা তার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছে।

শার্ট ছিঁড়ে উরুর ক্ষত বাঁধল ও। তারপর উঠে দাঁড়াল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে।

ভাঙাচোরা বারের পিছন থেকে কাশতে কাশতে উঠে বসল গ্যারেট, ধোঁয়ায় ভরে গেছে ভল্টের অভ্যন্তর। কান ভোঁ ভোঁ করছে, রক্ত ঝরছে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে, তারপরেও বেঁচে আছে দেখে অবাক হলো। স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে কাউন্টারের পিছনে ঝাঁপ দিয়েছিল, বাঁচবে বলে আশা করেনি। এবার বুঝল, বাক্সে যথেষ্ট পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ রাখেনি রেনফিল্ড... অন্তত এই ভল্টকে ধ্বংস করবার মত তো নয়ই।

হাতের পেশিতে গেঁথে যাওয়া একখণ্ড শ্র্যাপনেল নখ দিয়ে খুঁটে খুলে আনল গ্যারেট। ওটা চোখের সামনে তুলতেই থমকে গেল। সীসার একটা ভাঙা টুকরো! রেনফিল্ডের এক্সপ্লোসিভ

ঠিকমতই কাজ করেছে—ভেঙে দিয়েছে সীসার বর্ম, বাক্সের ভিতর থেকে বের করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে মারাত্মক স্ট্রনটিয়াম। পুরো লোয়ার ম্যানহাটনে যে-পরিমাণ রেডিয়েশন ছড়িয়ে দেবার কথা ছিল, সেটাই এখন একাকী হজম করছে গ্যারেটের শরীর।

চোখ পিট পিট করল গ্যারেট। পুরো দুনিয়া তার চোখের সামনে যেন দুলছে, বমি বমি একটা ভাবও অনুভব করল সে। গলা বেয়ে তরল পদার্থ উঠে আসছে, কোনোমতেই ঠেকাতে পারল না, বমি করে দিল হড় হড় করে। শ্বাস ফেলতে লাগল ঘন ঘন, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস। তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল মাথায়, দু'হাতে চেপে ধরল খুলির দু'পাশ। হাত দুটো যখন নামিয়ে আনল, দেখল আঙুলে পেঁচিয়ে রয়েছে মাথার চুল।

আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল গ্যারেট। মারা যাচ্ছে, সে-কথা ভেবে নয়; মৃত্যুটা কতখানি ভয়ানক হতে চলেছে, সেটা উপলব্ধি করে। রেডিয়েশন পয়েজনিঙে আক্রান্ত রোগীর ছবি দেখেছে সে। বীভৎস ছবি! কিছুতেই ওভাবে মরবার কথা ভাবতে পারছে না। মেঝে হাতড়ে রিভলবারটা কুড়িয়ে নিল সে। কপালের পাশে ঠেকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার।

খটাস করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার। ত্রস্ত ভঙ্গিতে আবারও ট্রিগার চাপল সে, লাভ হলো না। রানার পিছনে সবগুলো বুলেট খরচ করে ফেলেছে, এখন আর কিচ্ছু করার নেই। রেডিয়েশনে জীবন্ত দগ্ধ হতে হবে তাকে। বরণ করতে হবে ভয়ঙ্করতম পরিণতি।

রাগে, হতাশায় চিৎকার করে উঠল গ্যারেট উন্মাদের মত।

ভিজি স্ট্রিট লোকে লোকারণ্য। পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টদের ভিড় তো রয়েছেই, তাদের সঙ্গে হাজির হয়েছে

হাজারো ইমার্জেন্সি ভেহিকল এবং সেগুলোর ক্রু। লোকজনের হাঁকডাকে কান ঝালাপালা।

একটা অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে বসে আছে রানা, নিজেকে সঁপে দিয়েছে এক নার্সের হাতে। ওর উরুর ক্ষত ড্রেসিং করছে মেয়েটা।

সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশ ক্রুজার হাজির হলো। ওটার পিছনের সিট থেকে নেমে এল মুরল্যাণ্ড। জামা-কাপড় ছেঁড়া, সারা দেহে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ ফুটে আছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে উঠল।

'এ ভারি অন্যায়,' রানাকে দেখেই স্বভাবসুলভ দুষ্টুমির সুরে বলে উঠল সে। 'আগেভাগে এসে একজন সুন্দরী নার্সকে বগলদাবা করে বসে আছ!'

হাসল রানা। 'সুন্দরী নার্সের অভাব নেই। ডাকলেই আরও দু'চারজন হাজির হয়ে যাবে। তোমার সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে ওরা।'

'ম্যাম,' নার্সের উদ্দেশে বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটু ডাকবে নাকি কাউকে? আমার বন্ধুটি সত্য না মিথ্যা বলছে প্রমাণ হয়ে যাক।'

'নিশ্চয়ই!' হেসে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল মেয়েটা।

'তুমি ঠিক আছ?' মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পায়ের একটা লিগামেন্ট বোধহয় ছিঁড়ে গেছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটা অপারেশন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। খরচটা আশা করছি কোনও ওজর-আপত্তি না করে তুমি দেবে।'

'দেব, যদি আমার হাসপাতালের বিলগুলো তুমি দাও,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'বোমাটা কোথায় ফেললে?'

'হাডসন নদীতে। কেউ আহত হয়নি... আমি ছাড়া আর কী। তোমারটা কোথায়?'

'যেখানে থাকার কথা। ওই ব্যাঙ্ক ভল্টে।'

'আর গ্যারেট?'

'ও-ও ওখানেই আছে। বেঁচে আছে কি না বলতে পারি না। বারো ঘণ্টার আগে দরজা খোলা নিরাপদ নয় বলে জানিয়েছে এক্সপার্টরা। ডিকন্টামিনেশন টিমও তখনই কাজ শুরু করবে।'

'ভাল,' রানার পাশে বসে শরীর এলিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

অ্যাম্বুলেন্সের দরজায় এ-সময় উঁকি দিল এজেন্ট জেনকিন্স। বলল, 'আপনাদের কিছু লাগবে?'

'বিশ্রাম, আর কিছু না,' বলল রানা। 'ভাল কথা, এজেন্ট কার্টারের কী খবর?'

'ভাল আছে, ইনজুরিটা সিরিয়াস ছিল না।'

'আর রেনফিল্ড?'

'ওকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুস্থ হয়ে উঠলে ইন্টারোগেট করব। জেনে নেব এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল জেনকিন্স। 'আপনাদেরকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আজ যদি আপনারা না থাকতেন...'

'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'যদি কিছু করতেই চান, ড. রেমি হ্যাডলির জন্য করুন। ইটালিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে একাকী পড়ে আছে ও। কবে ফিরতে পারবে কে জানে। বোনকে দেখার জন্য উতলা হয়ে আছে ও। যদি সম্ভব হয়, র‍্যাচেলকে আজই পাঠান ওর কাছে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বলল জেনকিন্স। 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

'আর হ্যাঁ,' চোখ খুলে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিছু খাবারও পাঠাতে পারেন। আমার পেটের ভিতরে ছুঁচো ডাকছে।'

একত্রিশ

এক মাস পর। সিসিলি, ইটালি।

জুলাই মাসের কড়া রোদ চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে রানার, সানগ্লাসের আড়ালেও কুঁচকে রাখতে হচ্ছে চোখ, কিন্তু তাতে অভিযোগ নেই ওর। বারো ঘণ্টার বিমানযাত্রায় হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে, খোলা আকাশের নীচে হাঁটাচলা করতে ভালই লাগছে এখন।

একটু থেমে ভূমধ্যসাগরের অপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল রানা। সাইরাকিউজ থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে, পাহাড়ি এক ঢালে দাঁড়িয়ে আছে ও, এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অবারিত সুনীল পানি, তার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় জেলে নৌকা। কল্পনার চোখে দু'হাজার বছর আগের দৃশ্যও দেখল, যখন দ্বীপের দিকে ছুটে আসছিল রোমান নৌ-বহর। এদিকেই কোথাও থেকে আর্কিমিডিস তাঁর মারণরশ্মি নিক্ষেপ করেছিলেন, পুড়িয়ে একাকার করে দিয়েছিলেন একের পর এক শত্রু-জাহাজ। ভাবতেই শিহরিত হচ্ছে শরীর।

'অদ্ভুত! তাই না?' রানার পাশে এসে দাঁড়াল রেমি। 'এখানে আসার শখ ছিল আমার বহুদিন থেকে। তোমার জন্য সম্ভব হলো। ধন্যবাদ।'

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে ও, কপালে আঘাতের চিহ্নও

মিলিয়ে গেছে অনেকখানি, ভালমত না তাকালে বোঝা যায় না। কালো রঙের একটা ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস পরেছে, চুলগুলো লম্বা হয়েছে আগের চেয়ে। দেখতে ভারি ভাল লাগছে ওকে।

ঘণ্টাদুই আগে রানাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছে রেমি, সরাসরি নিয়ে এসেছে এক্সকাভেশন সাইটে। একদিন আগেই সিসিলিতে এসেছে ও। তিনজন টেলিভিশন ক্রু-ও আছে রেমির সঙ্গে, তবে এখনও ক্যামেরা চালু করেনি ওরা। রানা শর্ত জুড়ে দিয়েছে, টিভিতে ওকে দেখানো চলবে না।

'ধন্যবাদ আমাকে নয়, এটাকে দাও,' হাতে ধরা জিয়োলেবের দিকে ইশারা করল রানা। অ্যাথেন্স মিউজিয়াম আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওটার ব্যাপারে—অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকাকে রিপ্লেস করবে ডিভাইসটা। তবে তার আগে শেষ একটা কাজ করতে এসেছে রানা ওটাকে নিয়ে।

নোটবুকে টুকে রাখা ডেটা দেখে নিল রানা, তারপর জিয়োলেবটা মুখের সামনে তুলে নব ঘোরাল। রিডিং দেখে হাত তুলল বামে। 'ওই দিকে যেতে হবে।'

ইউরিয়ালো কাসলের দিকে এগোল ওরা। প্রাচীন স্থপতি ডায়োনিসিয়াস এবং আর্কিমিডিসের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়া প্রাচীন এক দুর্গ ওটা, তলায় রয়েছে বেশ কিছু দীর্ঘ টানেল। আর্কিমিডিসের বুদ্ধিতে তৈরি করা হয়েছিল টানেলগুলো, শত্রুরা হামলা চালাতে এলে ওখান থেকে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হতো, ফলে কোনোদিন এই দুর্গ বেদখল হয়নি।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কেমন আছেন?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সম্পূর্ণ সুস্থ,' বলল রানা। 'ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে অফিসেও যেতে শুরু করেছেন গত সপ্তাহ থেকে।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু ববি তোমার সঙ্গে আসতে পারল না

দেখে খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিছু নেই। ও নিজেই আসেনি। দুনিয়ার প্রথম রেডিও-অ্যাকটিভ এগজিবিটের জন্য ডিসপ্লে-কেইস তৈরি করছে ও। এমন ইন্টারেস্টিং আর চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ... এখন হাতি দিয়ে টেনেও ওকে অন্য কোথাও সরানো যাবে না।'

আর্কিমিডিসের কোডেক্স আর সোনার হাতের কথা বলছে রানা—ভল্টের ভিতরে স্ট্রনটিয়ামের বিস্ফোরণে রেডিয়েটেড হয়ে গেছে দুটোই। তাই বলে ওগুলো নষ্ট করা হয়নি। অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট দুটোর জন্য বিশেষ ধরনের ডিসপ্লে কেইস তৈরির দায়িত্ব যেচে নিয়েছে নুমা, ওই প্রজেক্টেই কাজ করছে মুরল্যাণ্ড। সফল হতে পারলে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অ্যাথেন্স মিউজিয়াম এবং ইটালির জাতীয় জাদুঘরে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করা হবে ওগুলো। আর্টিফ্যাক্টের মালিকানার ব্যাপারে এভাবেই সমঝোতা হয়েছে তিন দেশের মাঝে।

ভল্ট থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল অ্যান্থনি গ্যারেটকে, হাসপাতালে পাঁচ দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার পর মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে তাকে। মাইডাসের হাতটাও উদ্ধার করা হয়েছিল তার ব্যাকপ্যাক থেকে, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রেডিয়েশনে মরে গেছে ওটার গায়ে লেগে থাকা সব মাইক্রোব। রাজার মমিটাও ধ্বংস হয়ে গেছে নেপলসের সেই গুহায়। ফলে চিরতরে হারিয়ে গেছে মাইডাস টাচ।

একমাত্র প্রাপ্তিটা রয়েছে কোডেক্সের ভিতরে। রেডিয়েশনে ওটার কয়েকটা পাতায় ফুটে উঠেছে নতুন কিছু লেখা, আগে সেগুলো অদৃশ্য ছিল। লেখাগুলো অনুবাদ করে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে আর্কিমিডিস সিসিলির ইউরিয়ালো কাসলে কিছু লুকিয়ে রেখে গেছেন। কীভাবে সেগুলোর কাছে পৌঁছুনো যাবে, তার নির্দেশনাও রেখে গেছেন তিনি। জিয়োলেব নিয়ে সেই

রহস্যই ভেদ করতে এসেছে রানা।

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না,' বলল রেমি, 'ইটালিয়ান সরকারকে এমন একটা ঐতিহাসিক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে কীভাবে রাজি করালে তুমি?'

'ওফফো, তোমাকে বলিনি বুঝি? হাডসন নদীতে, ট্রাকের ধ্বংসাবশেষে তল্লাশি চালিয়ে গ্যারেটের অ্যাসিসটেন্ট রেনফিল্ডের ল্যাপটপ কম্পিউটার উদ্ধার করেছে এফবিআই। জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেলেও হার্ড ডিস্ক থেকে একটা ভিডিও রিকভার করা সম্ভব হয়েছে—তোমার করা মাইডাস চেম্বারের ভিডিও! ওটা দেখিয়েই কনভিন্স করা হয়েছে ইটালিয়ান অথোরিটিকে।'

'আমার ভিডিও?' অবাক হলো রেমি। 'ওটা রেনফিল্ডের কম্পিউটারে গেল কী করে?'

'ভিডিওটা ওকে দেখতে দিয়েছিল গ্যারেট। দেখার ফাঁকে ক্যামেরা থেকে জিনিসটা কপি করে রেখেছিল ও।'

'তা-ই? কিন্তু ওটা যে অথেনটিক, তা ইটালিয়ানরা বুঝল কী করে? চেম্বারটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে অ্যাসিডিক পানির তলায়। ওখানে তো ডাইভ দিয়ে ভিডিও-র সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব। এ-ধরনের পানিতে নামাবার মত স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আছে নুমার। সেগুলোই কয়েকদিনের জন্য ইটালিয়ান সরকারকে ধার দিয়েছিলাম আমরা।'

দাঁড়িয়ে গেল রেমি। 'মাই গড! তারমানে চেম্বারের অস্তিত্বের ব্যাপারটা প্রমাণ করে দিয়েছ তোমরা?'

'গত সপ্তাহে,' হাসল রানা। 'ইটালিয়ানরা খুবই খুশি হয়েছে। অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি বলেছি কাজটার জন্য আরও যোগ্য একজন দাবিদার আছে।'

'আমি?' রেমি হতভম্ব। 'এত বড় একটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব

আমাকে দেবে ওরা?'

'যদি আগামী শুক্রবারে তুমি ফ্রি থাকো। ওইদিনই প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা দেবে ওরা।'

নিজেকে আর ঠেকাতে পারল না রেমি। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথাটা দু'হাতে টেনে নামিয়ে ঠোঁটে গাঢ় চুমো খেলো।

কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'করছ কী! এখানে আরও মানুষ আছে তো!'

টিভি ক্রু-রা মুচকি মুচকি হাসছে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল রেমি। রানা বলল, 'সেলিব্রেশনটা নাহয় পরে হবে, কী বলো? আজ রাতে?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। হাঁটতে শুরু করল রানার পাশাপাশি।

'মাইডাসের গল্পটা কিন্তু আমাকে বলোনি তুমি,' বলল রানা। 'ওই যে, প্যাডেস্টালের গায়ে যেটা লেখা ছিল। কী ছিল ওখানে?'

'রাজা মাইডাসের সত্যিকার ইতিহাস,' বলল রেমি। 'প্রচলিত গল্প-কাহিনিগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। সত্যিই প্রাচীন তুরস্ক থেকে বাবার সঙ্গে ফ্রিজিয়ায় এসেছিলেন তিনি। রাজধানীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরাকলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গর্ডিয়াসকে রাজা বানায় সে-দেশের লোকেরা। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন মাইডাস। তার কয়েক বছর পর, শিকারে বেরিয়ে বনের ভিতরে একটা ভলক্যানিক স্প্রিং আবিষ্কার করেন তিনি, ওখানে সাঁতার কাটতে নামেন। কিন্তু সাঁতার শেষে ঝর্ণার পারে ওঠার সময় একজন ভৃত্য তাঁর হাত ধরে, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ব্যথায় চেঁচাতে চেঁচাতে পানিতে পড়ে যায় লোকটা—সোনায় পরিণত হয়। সেই থেকেই শুরু হয় মাইডাস টাচের কাহিনি। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে রাজার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা। কিন্তু মাইডাস এতে খুশি ছিলেন না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল তাঁর জন্য ভয়ানক এক

অভিশাপ। নিজের মেয়েকে পর্যন্ত তিনি আদর করতে পারতেন না ওই অভিশাপের কারণে।

'যা হোক, পারস্যের রাজা মাইডাসের টাচের গল্প শোনার পরে লোভী হয়ে ওঠেন। ফ্রিজিয়া আক্রমণ করে বসেন মাইডাস টাচের মালিক হবার জন্য। পরাক্রমশালী পার্সিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে একেবারেই অসহায় ছিল মাইডাসের সৈন্যরা, তাই পরিবার ও বিশ্বস্ত সহযোগীদের নিয়ে নিয়াপোলিসে পালিয়ে যান রাজা। পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে রাজকন্যা, মারা যায়। মাইডাসের স্পর্শে দুর্ঘটনাবশত সে যে মূর্তি হয়ে গিয়েছিল, তা সত্যি নয়। যা হোক, নিয়াপোলিস... মানে নেপলসে পৌঁছানোর পর মেয়ের জন্য সমাধি খুঁজতে শুরু করেন মাইডাস। শহরের তলায়, প্রাচীন এক গুহার ভিতরে একটা হট পুল আবিষ্কার করেন তিনি। জায়গাটা শুধু মেয়ের জন্য নয়, নিজের জন্যও পছন্দ হয়ে যায় তাঁর। দীর্ঘ সময় নিয়ে পুরো গুহাকে সোনার আবরণে মুড়ে দেন তিনি, মেয়ের লাশকেও মূর্তি বানিয়ে রেখে দেন ওখানে। কয়েক বছর পর মারা যান মাইডাস, তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে বিশ্বস্ত অনুচরেরা ওই সোনালি গুহায় সমাহিত করে তাঁকে।'

'ইণ্টারেস্টিং কাহিনি,' মন্তব্য করল রানা। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

দুর্গের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ইটালিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে ড. জিয়োসেপ্পি বুগেরা নামে স্থানীয় এক আর্কিয়োলজিস্ট তাঁর ডিগিং টিম নিয়ে অপেক্ষা করছেন ওখানে। অতিথিদের স্বাগত জানালেন তিনি। এ-ও জানালেন, খোঁড়াখুঁড়ির মাধ্যমে দুর্গের ক্যাটাকুম উন্মুক্ত করা হয়েছে, খুঁজে বের করা হয়েছে প্রাচীন টানেলগুলোর মুখ।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল রানা, রেমি আর টিভি ক্রু-রা। সিঁড়ি ধরে চলে গেল মাটির নীচের ক্যাটাকুমে।

টানেলগুলোর দিকে এগোল না রানা, বরং জিয়োলেবের রিডিং দেখে চলে গেল একপাশের দেয়ালের সামনে। বলল, 'এখানে খুঁড়তে হবে।'

'তুমি শিয়োর?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। দেয়ালটা অতি সাধারণ—ক্যাটাকুমের অন্যান্য দেয়ালের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

'আমি বলছি না, বলছেন আর্কিমিডিস,' বলল রানা।

ইশারা পেয়ে নিজের টিমকে কাজে লাগিয়ে দিলেন ড. বুগেরা, আধঘণ্টার মধ্যে দেয়াল খুঁড়ে নতুন একটা টানেলের মুখ বের করে ফেলল তারা।

'অ্যামেজিং!' বিস্মিত গলায় বললেন বুগেরা। 'এখানে যে আরেকটা টানেল আছে, তা তো কল্পনাও করিনি আমি!'

'লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মুখটা,' বলল রানা। 'কেন, তা এখুনি জানা যাবে।'

হাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল ও। ওকে অনুসরণ করল বাকিরা। মোটামুটি একশো গজ এগোনোর পর বিশাল এক প্রকোষ্ঠে পৌঁছুল ওরা। চারদিকে আলো ঘোরাল রানা, দম আটকে এল ওর। মাইডাসের স্বর্ণসমাধির চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এ আবিষ্কার।

রোমানদের হাতে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় টের পেয়ে এই গুপ্তপ্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিলেন আর্কিমিডিস, এখানেই লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান কীর্তিগুলো। পুরো কামরা জুড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রাচীন আমলের অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর নথি! ছাত থেকে একটা গ্লোব ঝুলতে দেখল রানা—তাতে আঁকা আছে দু'হাজার বছরের পুরনো পৃথিবীর মানচিত্র। আরেকটা ডিভাইসে রয়েছে সৌরজগতের রেপ্লিকা—সূর্যের চারপাশে ঘোরানো যাচ্ছে গ্রহগুলোকে। একটা গণনাযন্ত্র-ও দেখল ও—দুনিয়ার প্রথম

কম্পিউটার!

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। বড্ড ভুল করেছে গ্যারেট—কোডেক্সে দুটো ট্রেজারের বর্ণনা ছিল, তার মাঝ থেকে কঠিন ও বিপজ্জনকটা বেছে নিয়েছিল সে। অথচ এই একটা প্রকোষ্ঠে যা লুকানো রয়েছে, তার মূল্য সোনা-দানার চেয়ে অনেক... অনেক বেশি। এখানে অনেক সহজে পৌঁছুতে পারত লোকটা, অনেক সহজে বাগিয়ে নিতে পারত লক্ষ-কোটি ডলারের সম্পদ। সোনার দাম বাড়াবার পাগলাটে ষড়যন্ত্র আঁটতে গিয়ে প্রাণ দিতে হতো না তাকে।

একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওঅর্কটেবিলের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগোল রানা। ওটার উপরে পড়ে আছে একটা জিয়োলেব, আর্কিমিডিসের নিজের হাতে বানানো! কালের প্রবাহে ব্রোঞ্জের শরীরে পড়েছে সবুজ ময়লার পরত। এ ছাড়া রানার হাতে ডিভাইসটার সঙ্গে কোনও অমিল নেই ওটার।

জিয়োলেবের পাশেই রয়েছে বেশ কিছু ড্রয়িং। সাবধানে কাগজগুলো তুলে দেখল রানা। প্রথমটা নিয়াপোলিসের ম্যাপ। কাসল ডেলোভোর দ্বীপটা পরিষ্কারভাবে মার্ক করা আছে ওটায়, সেই সঙ্গে আছে কাসল সান্তেলমো-র মার্কিং। কুয়ো খুঁজে বের করবার জন্য এ-দুটো রেফারেন্স দরকার হয়েছিল ওর।

ম্যাপের পরেই রয়েছে বেশ কিছু ড্রয়িং। প্রথমে ওগুলোর মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না, কিন্তু হঠাৎ একটা ছবিতে হেরাক্লিসের আসন চিনতে পারল ও। তাড়াতাড়ি মেলাল ছবিটা—আফ্রোদিতির পা-ও আছে পাশে। কোনও সন্দেহ নেই, পার্থেননের ইস্ট পেডিমেন্টের ড্রয়িং এটা—অক্ষত অবস্থার ড্রয়িং। বাকিগুলোও বোঝা গেল এবার—সবই পার্থেননের ছবি, বিভিন্ন দিক থেকে আঁকা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনোর ধাঁধাটা তৈরি করেছিলেন আর্কিমিডিস।

রেমিকে ডেকে ছবিগুলো দেখাল রানা। চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। বলল, 'জানো, কী আবিষ্কার করেছ তুমি, রানা? দু'হাজার বছর আগে পার্থেনন দেখতে কেমন ছিল, তা কেউ জানে না। সেই রহস্য ভেদ করে দিয়েছ তুমি। শুধু তা-ই নয়, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে এখান থেকে অমূল্য সব তথ্য পাওয়া যাবে, জানা যাবে অজানা হাজারো কাহিনি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই হয়তো পাল্টে যাবে মানব-সভ্যতার উত্থানের ব্যাপারে।'

'বাপ রে, এত কিছু?' হাসল রানা। 'কিন্তু মাই ডিয়ার রেমি, এই আবিষ্কার আমার নয়, তোমার হতে চলেছে। শর্তের কথা ভুলে যেয়ো না। ক্যামেরায় আমার ছবি তোলা চলবে না, কোথাও আমার নাম বলবে না তুমি। ঠিক আছে? ক্লাসিকস্ তোমার নেশা, তোমার প্যাশন... আমার নয়। কাজেই এখান থেকে যদি কোনও প্রাপ্তি থাকে, সেটা তোমারই প্রাপ্য।'

মুখের ভাষা হারাল রেমি। কোনও মানুষ এত নির্মোহ, এত প্রচারবিমুখ, বা এতটা নির্লোভ হতে পারে, তা ও কল্পনাও করতে পারেনি। দুনিয়াজোড়া খ্যাতি আর সম্মানের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করছে রানা, সব দিয়ে দিচ্ছে ওকে... মাত্র এক মাসের পরিচয়ে! কী বলবে ভেবে পেল না রেমি, মাথা নিচু হয়ে যেতে চাইল কৃতজ্ঞতায়।

ক্যামেরা অন্ করেছে টিভি ক্রু-রা, তার সামনে রেমিকে ঠেলে দিল রানা। 'যাও... ইট'স্ ইয়োর মোমেন্ট।'

নিজে সরে গেল অন্ধকারে। বরাবরের মত।

★★★

মাসুদ রানা

ট্রেজার হান্টার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা!
গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের তৈরি করা যে-ধাঁধা
দু'হাজার বছরেও ভেদ করতে পারেনি কেউ,
সেটাই সমাধান করতে চাইছে রানা মাত্র চারদিনে!
নইলে খুন করা হবে পিতৃসম অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।
পাগলের মত চষে বেড়াচ্ছে ও দু-দুটো মহাদেশ।
পাঠক, চলুন ওর সঙ্গে ঘোড়া ছোটাই ইংল্যাণ্ডের প্রান্তরে;
চুরি করি গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরের অমূল্য সম্পদ;
দুইশ' মাইল বেগে গাড়ি চালাই জার্মানির ফ্রিওয়ে-তে;
অথবা হারিয়ে যাই ইটালির ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সুড়ঙ্গে,
কিংবা আমেরিকার রাস্তায় জড়িয়ে পড়ি মরণপণ সংঘর্ষে।
নিষ্ঠুর দুই শত্রু পিছু নেবে আপনার।
পদে পদে থাকবে মৃত্যুর হাতছানি।
কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, রানা পাশে রয়েছে আপনার।
সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে ওর সঙ্গে একসময় ঠিকই পৌঁছুবেন
আপনি রাজা মাইডাসের সেই সোনার সমাধিতে।
লোভ হচ্ছে? তা হলে চলুন, রওনা হই!

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET